সপ্তপদী

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

প্রাপ্তিস্থান :
প্রকাশকের নিকট
৪৫/১ বি, বিডন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মূল্য—৪৲

শ্রীকিঙ্করমাধব সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক ৪৫।১ বি, বিডন ষ্ট্রীট্ কলিকাতা ৬, হইতে
প্রকাশিত এবং শক্তি প্রেস ২৭।৩বি, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট্ হইতে
শ্রীঅজিতকুমার বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

আমার সহধর্ম্মিণী

শ্রীমতী ইন্দিরা সুন্দরী দেবীর করকমলে

উভয়ের

"সপ্তপদীর" পথে চলার হাসি-অশ্রু

"More is thy due
than more I can pay."

পূর্ণকুম্ভ : মৌনী অমাবস্যা

বুধবার, সকাল ৮টা

২০শে মাঘ, ১৩৬০

৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪

৪৫/১বি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

সূচীপত্র

বাণী-বোধন	১	অরূপ-রতন	৬৪
সপ্তপদী	৫	ভগ্নতরী	৭০
বাউলের ডাক	৯	অভিমান	৭১
ছন্দের মূল্য	১৩	সেই কথাটী	৭৩
শ্যামল ও শুভ্র	২৫	আঁখির অমিয়া অমরায়	৭৪
শুধু কবিতারি জন্য	২৮	নারীর অস্ত্র	৭৬
কবিতা ও বনিতা	২৯	অনুযোগ	,,
একা-একা	৩০	অন্ধ-ভ্রমর (শ)	৭৭
এলে তুমি একদিন	৩৩	ভ্রমরের স্তব	৭৯
তুমি এলে সখি জীবনে যেদিন	৩৫	ভ্রমর ও পতঙ্গ (শ)	৮১
তখন ও এখন (দ)	৪০	চকোর ও চাতক (দ)	,,
সরল কথা (স)	৪৩	মীন-কেতন	৮৪
স্বর্গাধিকার	৪৭	সহজানন্দ (দ)	৮৭
স্বর্গ হইতে বিদায়	৪৯	প্রেমের পরম কথা—	৮৯
তিলোত্তমা (স)	৫০	তিমির-পথ-যাত্রী (দ)	৯০
দেখবো কখন কুসুম ফোটে	৫২	চোখের বালি (স)	৯১
শঙ্কা	৫৪	যাদুকরী ,,	৯২
আঁখির পূজা	৫৬	অনুপমা ,,	,,
বয়ঃসন্ধি	৫৭	মানসী ,,	৯৩
দিশেহারা	৫৯	লাবণ্যময়ী ,,	৯৪
যৌবন	৬০	ধূলা ,,	৯৫
পিপাসা	৬১	যাও ,,	৯৬
মৃগয়া	৬২	পূজায়োজন ,,	১০১
ক্ষণিকা	,,	মোর রাখালিয়া বাঁশী	১০৩
কাঞ্চন-মঞ্জুষা	৬৩	স্মৃতির কাঁটা	১০৮

বাসা-বদল		১০৯
উড়ো-পাখী		১১১
পরিমল দূত (স)		১১৩
প্রিয়ার আগমনী (T)		১১৪
কৃষ্ণা কালো মেয়ে		১১৫
কাব্যসখী		১২৩
আমার বাড়ী		১২৫
কপোতী ও নারী		১২৭
গোধূলি স্বয়ম্বর		১২৮
দরবেশ (শ)		১২৯
আগে চলার গান		১৩২
জলদ-স্বয়ম্বরা		১৩৬
স্বর্গ		”
কবুলতি		”
অবুঝ		১৩৭
চিরায়মাণা	(স)	১৩৮
অতিথি-প্রিয়া	”	১৩৯
দেবতা আমার	”	১৪১
প্রদীপ	”	১৪২
প্রভাতের পথে	”	১৪৩
কৃপণ প্রেম		”
বন-দেবী	(স)	১৪৫
তবুও	”	১৪৭
তোমারি লাগি	”	১৫০
কিশোরীর প্রতি কলিকা	”	১৫১
দশকিয়া		১৫৩
সঙ্কেত	(স)	১৫৪
লুকোচুরি	”	১৫৫
ভুল	(স)	১৫৬
প্রেমের ব্যথা	”	১৫৭
প্রবোধ	”	১৫৮
অবুঝ	”	১৫৯
বিরহ	”	১৬১
রূপ (শ)		১৬২
পরম সম্প্রদান		১৬৪
অনুপমা (শ)		১৬৫
অরুণের চুম্বন		১৬৬
মনের রূপ		১৬৭
গূঢ়মন্ত্র		”
স্মরণ-সিন্ধু-ভেলা		১৬৮
মরীচিকা (শ)		১৬৯
নিতল-নিবিড়-ভালোবাসা		১৭১
মনের মোহ		১৭৩
পরিচয়		১৭৪
নব-পরিচয়		১৭৫
গোধূলি-মিলন		১৭৭
ভূমা		১৭৮
এক বিন্দু প্রেম		”
কারারুদ্ধ		১৭৯
পাগল হ'ল বসুন্ধরা		১৮০
বন্ধটিয়া		১৮৫
রক্ত কমল		১৮৬
দৃষ্টি		১৮৯
মৃত্যুভয়		১৯০
শুক্তি ও মুক্তা		১৯১
আশা		১৯৩

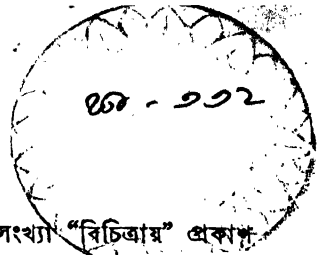
কান্তমণি	১৯৪	বিকাশ (স)	২০৭
দেউলিয়া	১৯৫	খোকাবীজের	
প্রেমের গতি	,,	প্রতি খুকীবীজ (N)	২০৮
রাজারাণী	১৯৬	দুর্গেশ-নন্দিনী	২০৯
প্রাণের ধুপ	,,	খোদা-ই-খিদমৎগার	২১১
সাবধান বাণী	১৯৭	ঘুম যাও ঘুম যাও প্রিয়া	২১২
নূতন আবিষ্কার (শ)	১৯৮	প্রিয়া	২১৩
পূর্ণশশীর পানে	,,	মধু বাতা ঋতায়তে	২১৬
বিধির ভুল	১৯৯	কাব্যলক্ষ্মী	২১৭
কবির "বহুস্যাম্" (স)	২০০	ভুলি নাই	২২০
দোদুল হিন্দোলা	২০১	প্রেমের অর্থবাদ	,,
মেঘদূত	২০৩	সবার উপরে মানুষ সত্য	
ঋতুলক্ষ্মী (স)	২০৪	তাহার উপরে নারী	২২২
বিকাশ ভিখারী ,,	২০৬	মশালচী	২২৪

শুদ্ধিপত্র

২৩ পৃষ্ঠা ১৪শ পংক্তিতে **"কুলক্ষয়া"** শব্দটী **"কূলক্ষয়া"** হইবে,—দু' একটি সামান্য ভুল আর শুদ্ধিপত্রে দেওয়া হইল না।

স্বীকৃতি

বন্ধুবর শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়,—শিল্পী শ্রীপ্রভাত কর্মকারের দ্বারা প্রচ্ছদ-পটের চিত্রটী আমাদের পরিকল্পনানুযায়ী অঙ্কিত করাইয়া দিয়াছেন। আমার পরম বন্ধু পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামি ভাস্করানন্দ সরস্বতী প্রুফশিট সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। আমার প্রীতিভাজন শক্তি প্রেসের কর্মিগণ সর্ব্ববিষয়ে সাহায্য এবং সহযোগিতা না করিলে পুস্তকখানি এত সত্বর ও সুষ্ঠুভাবে মুদ্রিত হইত না।



"সপ্তপদী"-নাম্নী কবিতাটী ১৩৪৬ সালের আশ্বিন সংখ্যা "বিচিত্রায়" প্রকাশ হয়। অন্যান্য কবিতার অধিকাংশই ভিন্ন ভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ হইয়াছে এবং সেজন্য উক্ত পত্রিকার সম্পাদকগণকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমার 'সাঁঝের প্রদীপ' ১৩৩৮ সালে মুদ্রিত হয় এবং তাহা এখন প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে। ৩০৪ পৃষ্ঠার ওই বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ খানি ঠিক ঐরূপে আর পুনর্মুদ্রিত করা সম্ভব নহে। তজ্জন্য ঐ গ্রন্থের 'দীপ' পর্য্যায়ের কতকগুলি কবিতাও 'সপ্তপদী'র সগোত্র হইবে মনে করিয়া ইহার সঙ্গে একই সূত্রে আবদ্ধ করিলাম। সেগুলিকে, সূচীপত্রে বন্ধনীর মধ্যে (স)চিহ্নে চিহ্নিত করিলাম। সমজাতীয় কবিতা—আমার 'দিশারি কপোত' হইতে ৪টী এবং 'শেষের গান' হইতে ৭টী উদ্ধৃত করিয়াছি। দিশারি কপোতের কবিতা গুলিতে (দ) ও শেষের গানের কবিতাগুলিতে (শ) চিহ্ন দিয়াছি। উদ্ধৃত কবিতাগুলির কোন কোনও-টীকে কিছু পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করা হইয়াছে। অচিহ্নিত কবিতাগুলি ইতিপূর্ব্বে কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে একই নামে একাধিক কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে, যথা 'ঋতুলক্ষ্মী', 'অবুঝ' 'অনুপমা' ইত্যাদি। 'অবুঝ' ও 'অনুপমা' নামে দুইটী করিয়া কবিতা এই গ্রন্থেই স্থান পাইয়াছে।

(T) এবং (N) চিহ্নিত কবিতা দুইটী টেনিসন এবং নেস্‌বিট্‌ এর কবিতা অবলম্বনে রচিত। 'কবিতা ও বনিতা' একটি সংস্কৃত শ্লোকের ভাবানুবাদ।

কবিতাগুলি হিসাবমত "সপ্তপদী" প্রকাশের সময়, অর্থাৎ অন্ততঃ ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে, গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে পারিলে সময়োপযোগী হইত,—তবে এখন সে কথা একান্তই অফল। 'সবুজ'-বয়সের কবিতা 'ধূসর'-বয়সে প্রকাশ করার সঙ্কোচ তাহাতে দূর হইবে না। এইরূপ লগ্নভ্রষ্ট কবিতা আরও কতকগুলি পড়িয়া রহিয়াছে,—জানিনা তাহাদের কি গতি হইবে। পণ্ডিতেরা বলেন কবিদের পথে 'অঙ্কুশ' নাই,—"নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ"। মনোরথের ও বাধা নাই,—"মনোরথানামগতির্ন বিদ্যতে"। আমি বিন্দুর ভিখারী, সিন্ধুর ব্যাপারী জাহাজের মহাজন নহি। তাই নর-নারীদের 'নয়নারবিন্দ-মধুর বিন্দু'-ভিক্ষার মাধুকরী করিতে বাহির হইয়া আশা আশঙ্কার হিসাব কষি নাই।

উৎসর্গপত্রে আমাদের 'সপ্তপদী'র যে 'হাসি-অশ্রুর' অর্ঘ্য উপস্থাপিত করিয়াছি, তাহাতে তাহার হাসির অর্ঘ্য হয়তো বিশেষ অপূর্ণ হইয়া থাকিবে না, কিন্তু অশ্রুর নৈবেদ্য তাহার অসম্পূর্ণ রহিল। কিছু ইচ্ছাকৃত গোপন ও রহিল। তাহাতে এই গ্রন্থের পাঠক পাঠিকাদের রসগ্রহণে কোনও ত্রুটি হইবে না, বরং অশ্রুর বিনিময়ে লৌকিক সমবেদনার বিড়ম্বনা হইতে তাঁহারা অব্যাহতি পাইবেন।

বাকী যাহা গোপন, তাহা যক্ষের ধনের মত কার্পণ্য-বশতঃ নহে। ইহা আমার অক্ষমতা-প্রসূত গোপন, যেহেতু আমার অল্প শক্তিতে তাহাকে প্রকাশ করিয়া দেখানো সম্ভব হয় নাই। মহাকবির ভাষায় বলি :—

"যাহারে অন্তরতম হৃদয়ের অদৃশ্য আলোকে
দেখা যায় ধ্যানাবিষ্ট চোখে"……—(রবীন্দ্রনাথ)

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

বাণী-বোধন

সাড়া দাও দাও বাণী—
মুখ চেয়ে রই, মুখ চেয়ে রয়
কতো জনা নাহি জানি,
সাড়া দাও দাও বাণী।

ঐ নয়নের প্রসাদ লভিয়া
অমরাবতীরে আনিল বহিয়া
এ-মরজগতে অমর হইল
কৃত-কৃতার্থ মানি—
কতো জনা নাহি জানি,
দাও সাড়া দাও বাণী।

মানস-মরাল পাতিয়াছে ডানা
সিত-সরোরুহ সম্ভার নানা,
সপ্ততন্ত্রী বীণাটী আমার
পায়ে প'ড়ে লুটোপুটি,
কজ্জলে ভরা ঘন কালো চোখ
তিমিরান্ধেরে বিতরে আলোক,
নির্মোহ কর, সব নির্মোক
নিঃশেষে যাক্ টুটি
স্নেহ-করুণার পয়োধর-ধার
পীযূষ-উৎস ছুটি।

ধরো তুলে ধরো অশরণ হিয়া,
গাহিবে বলিয়া উঠে ব্যাকুলিয়া,
স্বর-নিকুঞ্জে সুর চয়নিয়া
চরণে রাখিবে মালা,
কি দিয়া তুষিব, কি দিয়া ভূষিব,
অন্তরতমে কি ভাষা ভাষিব—
স্বর-ব্যঞ্জনে নয়নাঞ্জনে
তরল-তিমির-ঢালা,
কুন্দদশনে কুরুবিন্দের
অধরে হাস্যঢালা,
কথা কও কও বালা।

কণ্ঠে আমার ধ্বনিয়া উঠুক
তোমার দৈববাণী
অন্তরে মোর রাঙায়ে তুলুক
তব লাবণ্যখানি।

তুমি যে আমার কণ্ঠের বাণী,
তুমি যে আমার এই রাজধানী,
আসন পাতিয়া শাসন করিবে
অ-সুর বে-তাল দলে,
ছন্দ-মুখর নূপুরের-ধ্বনি
চলিতে চরণে বাজিবে অমনি,
লীলাকমলের রক্ত-পরাগ—
ঝরিবে কৌতূহলে—
উঠিবে ফুটিয়া লক্তক-রাগ
রক্ত-চরণ-তলে।

বাণী-বোধন

নহে সে পরাগ পরমাণু-রাগ,
পূর্ব-গগনে উষসীর ফাগ,
লাজারুণ-মুখে প্রথম সোহাগ
চপল সৌদামিনী।
চমকি ঝলকি আকুলি বিকুলি
গ'লে প'ড়ে অণু-পরমাণুগুলি,
রক্ত আলোর কনকাঞ্জলি
রক্তঅনল জিনি,
তিমির-তোরণে
মিহির-কিরণে
মনে হয় চিনি চিনি।

মনে হয়, অয়ি ত্রিদিব-বন্দ্যা
লীলাভরে কর খেলা,—
আমার জীবনে ঘনায় সন্ধ্যা
ফুরাইয়া যায় বেলা।
কথা কও তুমি তড়িৎ-তরলা,
আঁধার-পাথারে ময়ূখমেখলা,
জীবন মৃত্যু সমান্তরালা-
রেখা-সীমান্তপারে,
ঘন-তমসার তিমির-রুধির
নিঃশেষ করি দাও পৃথিবীর,
পুলকপ্লাবনী স্রোতস্বতীর
জ্যোতির মদিরাধারে,
আলোকে পুলকে ভূলোকে দ্যুলোকে
তমসার পরপারে।

কথা কও তুমি, কান পেতে শুনি,
কলকল্লোলে সুর-সুরধুনী
ভূমার প্রবাহ বারিধারা বাহ
এ মরভূমির 'পরে,
এই মরুভূমে শ্যাম-নির্যাস
পীযূষ-পানীয়ে ভরিয়া পিয়াস
আরো দাও আরো দাও সমুদার
অকৃপণ সমাদরে,
তিমির-বিদার মূরতি তোমার
আমার তিমির হরে।

সূর্য্যের মত কর পরকাশ
কুজ্ঝটিহরা জ্ঞান
চন্দ্রের মত স্নিগ্ধ ধারায়
সিনাও আমার প্রাণ।

যদি এ-যাচনা না হয় সফল,
তবু জানি তাহা হবে না বিফল,
তোমার চরণে হিঙুল-বরণে
সরম-কুণ্ঠ বাণী,
যদি করুণায় গলে অঞ্জন,
লেখনীর মুখে করিব লেপন,
তোমারি চরণ-ছন্দে রচিয়া
মোর বন্দনা-বাণী
মনোমন্দিরে সুরে মঞ্জীরে
সার্থক হবে জানি।

সপ্তপদী

আগে সাতপদ চলিয়াছি পরে
সাত সাতে উনপঞ্চাশ
সেই হ'তে যেই চলা হ'ল শুরু
উভয়েরি নাই অবকাশ।

চমকি চকিত চপল চরণে
খুসি ও খেয়ালে চলি আনমনে
ঘুমঘোরে গাঁথি স্বপ্ন সোনালি
কল্পনাতীত যত্নে
পরাইয়া দিনু সাতনরীখানি
মণি-মাণিক্য-রত্নে।

পথেচলা এই পথিক-প্রণয়
হে পথিক-বধূ! তোমারে
পথের বাঁধন নাগপাশখানি
বাঁধিয়া বাঁধিল আমারে।

কাটেনা ছেঁড়েনা খোলেনাকো যাহা
দেখা যায় কিবা যায় না
বাঁধা গেছে যা'রা ভাবিছে তাহারা
ছাড়া চায় কিবা চায় না!

চ'লেছি দু'জনে পথের পন্থী
বন্ধন নয় এ মহাগ্রন্থি
এ নহে এ নহে কখনো এ নহে
মুক্তির পরিপন্থী
টানিলে বাড়িবে, বাড়িয়া চলিবে
তবু খুলিবে না গ্রন্থি।

সূতা নাই তবু বাঁধন ইহার
পথ বাঁধিয়াছে বিনি-সূতা হার
পথের পার্শ্বে নাহি নিকুঞ্জ
স্বেচ্ছায় তবু বন্দী
নাহিক যাচনা মিনতি ভিক্ষা
নাহিক প্রতিদ্বন্দ্বী।

চলেই চলেছি চির-নিশিদিন
পথ সুদীর্ঘ পাথেয়-বিহীন
মাথায় আতপ, অসহ তুহিন,
বৃক্ষ ধরে না ছত্র—

শুধু তুমি আছ আর আমি আছি
এই নিশ্চয়-বিশ্বাসে বাঁচি
কভু কিছু দূর কভু কাছাকাছি
নিবাস যত্র তত্র।

শিখর হইতে দিগ্‌দিগন্তে
নদীজল-সম শীত-বসন্তে
গ্রীষ্ম বর্ষা শরত শিশিরে
শুধু অকাতরে ঘুরিয়া বুলি
উৎসাহ দেয় বনের হরিণ
নাচে শকুন্ত পুচ্ছ তুলি।

তুমি টানিতেছ সম্মুখ-পানে
আমার কামনা টানিছে পিছে,
কখনো আগাই পিছাই কখনো
চলা ও না-চলা উভয়ই মিছে।

শুধু পথ, শুধু পথিক দু'জন
পদ্ম-শঙ্খ-সাগর-যোজন
লুপ্ত সংখ্যা সীমানা,—
শুধু অনন্ত অনাদি কালের
তারকা-পুঞ্জে ছন্দ-তালের
ঊর্মি-দোদুল নিশানা।

চিত্রিত হেরি নীল চাঁদোয়ায়
রবি-শশি-তারা ঢেউ তুলে যায়
মেঘ-কদম্ব ডমরু বাজায় নীলাম্বরে
আমরা চলেছি নয়নাভিরাম
ধরণীর শ্যাম সরণি ধ'রে।

তুমি যেন সেই নববধূ-সম
আমিও নবীন বর
গানে ও ছন্দে পরমানন্দে
অভিভূত জর্জ্জর।

রিণিঝিনি করে তোমার ভূষণ
আমার নয়ন নাচে ঘন ঘন
পুলকাঞ্চিত দোঁহার বক্ষ উথলে,—
তোমার পূর্ণ অঞ্চল হ'তে
কনকাঞ্জলি উছলে।

বিবাহ-বাসর কুসুম-শয়ন
শপথ করিয়া এ-সহমরণ
জীবনে মরণে এ-মহাগমনে চলেছি—
ডানা মেলে দিয়ে পলকে যোজন
কূজনোচ্ছ্বাসে উড়েছি দু'জন
জানিবার যাহা শুনিবার যাহা
বলিবার যাহা ব'লেছি।

শুধু তুমি আছ পার্শ্বে আমার
আগে পিছে নাহি অন্ত
আশায় মায়ায় নব কামনায়
আমি তাই প্রাণবন্ত।

বাউলের ডাক

নাট্যমন্দিরের মঞ্চে নবনাট্য হয় অভিনয়
বহুরাত্রি চলে পরে এইরাত্রি শেষরাত্রি হয়
এমনি ঘোষণা করে, তথাপিও বহুরাত্রি আর
নব নব দর্শকের কৌতূহল মিটাইতে তা'র
কত না আগ্রহ দেখি !
সেই শেষ অভিনয়-নিশা
কিশোর তরুণ যুবা নর-নারী হারাইয়া দিশা
যতই দেখিতে আসে, এক হ'তে অন্য কানে যায়
ততই ঔৎসুক্য বাড়ে, দেখিবার বর্দ্ধিত স্পৃহায়
পাছে নাহি হয় দেখা।
কত শিল্পী সেথা করে ভিড়,
আমি তো বাউল কবি, চক্ষে মোর তিমির নিবিড়,
আগমনী গান করি, পথে পথে একতারা নিয়া,
যে আসিবে এস সাথে, নহে যাই বিসর্জ্জন দিয়া,
সাথী হও, প্রীতি লও, নাহি হও তাহে কিবা ক্ষতি,
তোমার দেউলে বন্ধু রেখে যাই আমার প্রণতি
উদার শ্রদ্ধার সাথে।
পথ আছে, অনন্ত যে পথ,—
চলিবার রথ নাই, বাউলের আছে মনোরথ
তাহার অগতি নাই, আমি তাই অবাধ-গমন
সবাকার দ্বারে দ্বারে আনন্দের প্রত্যভিনন্দন
পাই তাই পেয়ে থাকি ; তাই নিত্য আসি আর যাই,
নরনারী নির্ব্বিশেষে নয়নের আরতি জানাই।

প্রীতির দেবতা তা'রা, পণ্ডিতের 'অক্ষিণি পুরুষ'
স্বর্গের দেবতা যা'রা তা'রাই তো পৃথ্বীর মানুষ
প্রতিমার রূপ নিয়া।
পথে পথে পথিকের ঘর
ছাড়ি গৃহ চাল চুল্লী চলে চলি ধূলায় ধূসর
ঊর্দ্ধে নীল নভস্তল চন্দ্রাতপ সূর্য্য চন্দ্র তারা
নিম্নে শ্যাম শস্পদল দিগ্বলয় চতুঃসীমা-হারা
যাযাবর যাই আসি, যাওয়া-আসা এইমাত্র কাজ
চলে যেতে ডেকে যাই দ্বারে দ্বারে নাই মোর লাজ
নাই সঙ্কোচের লেশ।
ডাক দিই পথের যে ডাক
যে আসে আসুক সাথে, না আসে তো
ঘরে পড়ে' থাক
ভিত্তির মৃত্তির মোহে।
যদি কেহ সাড়া নাহি দিল,
পথের কাঙ্গাল বলি কেহ যদি মুখ বাঁকাইল
আমার ডাকার ধর্ম, আমি ভাই তাই মেনে চলি,
সাড়ার প্রতীক্ষা করি দাঁড়ায়ে না রই কৌতূহলী,
বৈরাগী উদাসী আমি, না সময় নাই অবকাশ
পাড়ার নাগাল ছাড়ি পাড়ি দিই হেরি নীলাকাশ
নিম্নে পৃথ্বীপানে চেয়ে।
যদি কভু পাই করতালি
কিম্বা কভু অনাদরে অহেতুক খাই যদি গালি
গ্লানি নাহি রয় মনে।
বাউলের উভয় সমান
সরল অন্তরে যদি নিতে চাও এ অনর্ঘ প্রাণ

চাহিবামাত্রই পাবে, কিন্তু কেবা চা'বে বল হায় !
সর্ব্বহারা পরিচয়ে কা'র বল চাহিতে জুয়ায়,
হতভম্ব পথচারী কদাকার সহ কদাচার
লম্বিত ভিক্ষার ঝুলি উর্দ্ধচূড়া গুম্ফ শ্মশ্রুভার
ধূলিধূসরিত-ধটী জীর্ণ-কন্থা এক-তারা হাতে
কিবা দিবা কিবা রাত্রি অস্তোদয়ে সন্ধ্যায় প্রভাতে
চরমাণ জঙ্গমেরে।

নৃত্য করি কভু শুধু গান
যদি দাও স্নিগ্ধদৃষ্টি, যদি কেউ কর্ণ কর দান,
সেইতো আমার দাম, সেইতো আমার সার্থকতা
নাই ক্ষোভ, নাই লোভ, গীতি মোর সেবাধর্মরতা
নৃত্য মোর স্বচ্ছন্দ-চঞ্চল,—

নিজ ধর্মে দিই ডাক,—
শোনে কিম্বা নাই শোনে, আনমনে যে থাকে সে থাক
বাউলের ডাক তুলি সুরে তালে আকাশে বাতাসে
সহজিয়া বন্ধু মোর পায়ে হেঁটে আসে বা না আসে
মানসে সে দেয় সাড়া, সাড়া দেয় আমার মানসী
বাউলের বাউলিনী, অলকার বাতায়নে বসি,
অলকে বিন্যাস নাই, বৈরাগিণী বসনে ভূষণে
উদাস আকাশে তা'র আঁখিতারা জাগ্রত স্বপনে
কা'র মুখচ্ছবি আঁকে ?

ডেকে যাই রেখে যাই ডাক
এ-তারের এই সুর বেতারে সে নিখিলে জানাক,
বাউল ডাকে না মিছে, ধরাতলে নিয়ত নামিছে
সৌররশ্মি ধারাজল সিন্ধুতলে মুকুতা ফলিছে
স্বাতীর নয়নজলে।

বাউলের ডাক মিথ্যা নয়
বহুসুখে মগ্ন যেবা, সেও তাই উচ্চকিত হয়
অকস্মাৎ অন্যমনা, মন যেন কি চাহে জানেনা
নিত্য মন দেওয়া-নেওয়া তবু মন যেন সে মানেনা
নিত্যকার বাঁধাধরা গোণাগাঁথা তালে তালে চলা
উজান যমুনা যেন চিত্তে তা'র উর্মিল চঞ্চলা
কানুর বেণুর গানে।

মন চায় মনের মানুষ
সে-মানুষ ডেকে গেছে যবে তা'র ছিলনাকো হুঁস্
আজি তাই অন্যমনা অন্যজনে মনে ধরিছে না
অনন্যশরণ মনে।

বাউলের ডাক সে মিছে না
মেকি সুখে সে কি মানে বাউলের মন্ত্রে ধরে ফাঁকি
পিঞ্জরে আবদ্ধ প্রাণ চমকিয়া উঠে থাকি থাকি
বিস্মৃত স্বপন স্মরি।

বাউলের পায়ের নূপুর
এই রুণুঝুনুরুণু মৃদুমন্দ গুঞ্জনের সুর
বিচিত্র রণন-ছন্দে স্মরণে পড়ায় যেন কা'র
সে-কোন মধুর ছন্দে বন্ধুর শঙ্কিত অভিসার
কম্পিত চরণ-পাতে।

অকারণে উঠিবে উলসি
বাউল চলিয়া যাবে সবাকার অন্তর পরশি
কানের ভিতর দিয়া মরমের মর্মে তুলি সাড়া
বাউলের সুর সত্য যুগে যুগে চিত্তে দেয় নাড়া।

ছন্দের মূল্য

(কাব্য-কাহিনী)

সে দেশে কৃপণ রাজা কৃপণ পার্ষদ,
প্রবেশ নিষেধ করি' প্রহরী দুর্ম্মদ
দাঁড়ায় প্রবেশদ্বারে।
আড়ম্বর-লেশ—
প্রয়োজনহীন বস্তু, বহুমূল্য বেশ,
নাহি শিল্প, নৃত্য-গীত, চারুচিত্র-লেখা
কোনো শিল্পী নাহি আঁকে অপরূপ রেখা
বিমিশ্র বিচিত্র বর্ণে ডুবাইয়া তূলী
চিত্রকর নিদ্রাহার নাহি যায় ভুলি'
নিশীথে দিবসে।
নাহি কোন প্রতিযোগী
দ্বন্দ্ব প্রতিভার, শুধু অর্থ-উপভোগী
অর্থের সম্ভার মাত্র অনর্থের রাশি
হয় রাশীকৃত।
তারাহীন পৌর্ণমাসী
হেরি' মনে হয়, তা'র চেয়ে শশিকর
হ'লে ক্ষীণতর, যদি নক্ষত্রনিকর
স্মিত-সমুজ্জ্বল-চোখে প্রকাশিতে পায়,
তাহাই প্রার্থিততর। পৃথ্বী তাই চায়
একসাথে শোভা পায় শশি-তারাবলী
রজনীকুন্তলে।

কালক্রমে কৌতূহলী
হেন রাজ্যে কোনদিন প্রবেশিল আসি'
বেণু-বীণা-কলাবন্ত গুণী দাস-দাসী
নটী-সহকৃত নট অতিথি সেথায়—
সৌন্দর্য্যে কন্দর্প-সম গান্ধর্ব্ব-বিদ্যায়
শ্রুতকীর্ত্তি 'মাল্যবান' বিদ্যাধর-সম
ভার্য্যা 'মনোরমা' নাম্নী শিল্প-মনোরম
সুষ্ঠু-কলা-রচয়িত্রী।

পারিষদ সহ—
কৌড়ী কপর্দ্দক গণি' রাজা অহরহঃ
পরিহরি' সর্ব্বসাধ যামার্দ্ধ প্রহর
রাজস্ব-সংগ্রহ-বিদ্যাবিধানে তৎপর।
কদলীর ছড়া বিদ্যা! ছন্দ-ছড়া-জ্ঞানে
সমান পণ্ডিত সবে।

কেহ নাহি জানে
চতুঃষষ্টি দূরে থাক, সঙ্গীত-বিদ্যার
তৌর্য্যত্রিক ত্রিকাণ্ডের বিচার-নির্দ্ধার
প্রতিভার তারতম্য যোগ্য পুরস্কার
প্রমাণ-নির্ণয় প্রথা।

জ্ঞান সবাকার
সীমাবদ্ধ জমাবন্দী তেরিজের সাথে
অস্তোদয় উদয়াস্ত আয়-ব্যয় হাতে
'হরেক রকম খাতে' আমলকসম।
সভাসীন মহারাজ, মূর্ত্তি মনোরম
পাত্রমিত্র আশেপাশে।

সেথা মাল্যবান
আসিয়া বন্দনা করি' সবহুসম্মান
সবিনয়ে অনুমতি মাগিল তাঁহারে
সঙ্গীত যুগলবন্ধ নৃত্য-সহকারে
শুনাবারে মহারাজে।

চিন্তাকুল রাজা—
অনর্থক অর্থব্যয়, উপরন্তু 'সাজা' (!)
সাজসজ্জা, জাগরণ!

আশ্বাসিল তাঁরে
অর্থের চাহিদা নাই, অশেষ প্রকারে
বুঝাইল ধনাধ্যক্ষে, প্রধান-সচিবে,
নৃত্যগীত সমাচরি' ধন্য সে হইবে—
যদি তুষ্ট হ'ন রাজা, ভাগ্য মানি ল'য়ে
শ্লাঘ্যতম করি' জ্ঞান।

বিনা বাক্যব্যয়ে
অগত্যা সম্মতি যেন দিল নরোত্তম
অব্যয়ে আশ্বস্ত রাজা।

আরম্ভ প্রথম
একাকী করিল নট, চন্দ্রাতপতলে
সুসজ্জিত সভাতল, আলোক উথলে
গীর্ব্বাণী-বন্দনা-নান্দী, স্বর-শিল্প-কলা
ছন্দোবন্ধে বররুচি যেন বৃহন্নলা
মহেন্দ্র-মন্দির-সম বিরাট-ভবনে
অর্থের আকাঙ্ক্ষাশূন্য, বীতস্পৃহ মনে

সুদক্ষ সঙ্গীত-নৃত্য দক্ষিণা-বিহীন
দর্শক-দাক্ষিণ্য 'পরে সমীক্ষণাধীন
করিয়া নির্ভর।

যদি কেহ দেয় কিছু,—
পূর্ব্বে নাহি দাবি-দাওয়া, প্রাপ্য সব পিছু—
অগ্রে শিল্প-প্রদর্শন দ্রষ্টা-পুরোভাগে
সুপ্রসন্ন উপহার যদি ভাল লাগে
যাহা ইচ্ছা দিবে তা'র রাজসভাতলে
তাই লবে নটীনট চিত্ত-কুতূহলে।
গুণগ্রাহী চিনে গুণ সন্তোষ প্রসাদ
ভাল যদি লাগে কা'রো, দিবে সাধুবাদ।
রাজা মন্ত্রী নিরুদ্বেগ—অর্থব্যয় নাহি
নাচে গাহে নটীনট অনুগ্রহ চাহি'
চিত্ত-বিনোদনে।

স্থূল হ'তে সূক্ষ্ম পরে
নটীরে লইয়া নট যুগ্ম-কণ্ঠস্বরে
রচিল যুগলবন্ধ।

প্রহরান্তে হায়,
উৎসাহ কমিয়া আসে, উৎসাহ না পায়—
কেহ নাহি দেয় কিছু!

প্রথমের পিছে
দ্বিতীয় প্রহর যায়; কিন্তু আশা মিছে!
অর্থ পরমার্থ যেন জানে প্রতিজনে
দক্ষিণা-দাক্ষিণ্যহীন—শুধু মনে মনে
মুগ্ধ অপরূপ-শিল্পে।

মৃদু কণ্ঠস্বরে
সঙ্গীতের অবসরে তৃতীয় প্রহরে,
নটী কহে "হায় নট! আর নাহি পারি
বিনাইতে লঘুচ্ছন্দ হ'য়ে আসে ভারী
কণ্ঠে সঙ্গীতের ধ্বনি, ছন্দ-তাল-লয়
চরণ রাখিতে নারে—শুধু মনে হয়
অরণ্যে রোদন করি! এ নহেক গান,
বিষ্ণুর তৃতীয়রূপে করিতেছি দান
গজমুক্তা মালা গাঁথি'।

ত্রিযামার শেষে
ছন্দ বুঝি ভাঙে নৃত্যে, ক্লান্ত কণ্ঠদেশে
সুর বুঝি ভাঙে গানে, নিরুৎসাহে শ্রম
আর কত সহে প্রিয়? মরীচিকা-ভ্রম
বুঝিবার পরে তবু দগ্ধ দু'টী পায়
কোন মূঢ় কুরঙ্গিণী তা'র পিছে ধায়
মৃত্যু-বিলাসিনী?"

প্রিয়ামুখ চাহি নট
অপাঙ্গে সঞ্চারি' প্রাণ চিত্ত অকপট
ধরিল নূতন তান গানে বিনাইয়া
নব সঞ্জীবনীগাথা:—"মাল্যবান-প্রিয়া
নৃত্যময়ী গীতিময়ী চিত্তবিনোদিয়া
ধর ধৈর্য্য, রাখ তাল, ছন্দ নাহি কাটে,
শিথিল না হয় সুর, জীবনের নাটে
স্বচ্ছন্দ সুন্দর চারু নৃত্য-গীত-কলা
কখনো ভাঙেনি দেবি! এবে উত্তরলা

কেন হও প্রিয় সখি ? রাত্রি হয় ভোর—
শ্রেষ্ঠ অবদান তব আজি ভিক্ষা মোর
দিদৃক্ষু নয়নে বাল-বৃদ্ধ চেয়ে রয়
'অর্থ' আমি নাহি চাহি, চিত্তে শুধু ভয়
পাছে ছন্দ ভাঙে, সুর শ্লথ হয় পাছে,
লগ্ন-দণ্ড, যতি-লয় মগ্ন হ'য়ে আছে
নূপুর-মুখর পদে, করহ শিঞ্জন—
আজি আমা দোঁহাকার কলঙ্কভঞ্জন।
অর্থের বিক্রয়ে নহে, বিনিময়ে নহে
এ গান্ধর্ব্ব-বিদ্যা দেবি ! রহে যেন রহে
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সব প্রয়োজন
অতিক্রম করি' ঊর্দ্ধে।

ধরি' গোবর্দ্ধন
করাঙ্গুলে নটরাজ নাচে বৃন্দাবনে
রচি' ছন্দ সুধাস্যন্দী নূপুরগুঞ্জনে।
শ্রুতি-শুদ্ধ মূর্চ্ছনায় ছন্দ ভেঙোনাকো
সুরসূত্রে গাঁথা গান ছন্দে গেঁথে রাখো
সুবিন্যস্ত অন্তরালে, সমান্তর-তালে,
সামঞ্জস্যে সুপ্রশস্য পদন্যাস-কালে
শৈলী সাবলীল-গতি।

ছন্দের সুমিতি
হাস্যে লাস্যে সুপ্রকাশ শুচিতা সুনীতি
সাধুজন-সম্মোদনে"

চরণে নটীর,—
অনুমোদনের স্পর্শে হরষে মঞ্জীর,

মাল্যবান-কণ্ঠে উঠে আনন্দলহরী
প্রিয়াপদস্পর্শে যেন অশোকমঞ্জরী
আপনি মুঞ্জরি, উঠে।

ছন্দ-স্তুতি-গাথা,—
যে-ছন্দের সূত্র ধরি, আপনি বিধাতা
গ্রহ-তারা-জ্যোতিষ্কেরে নিয়ত নর্ত্তনে
ঘুরায় কুলাল-চক্রনেমি-সংক্রমণে
আপনার কক্ষপথে, চিত্ত রাখি' বাঁধা
বিশ্বের রহস্যকেন্দ্রে,—তা'রি সুরে সাধা
নিখিলের নৃত্যগীত বক্ষের স্পন্দন
ধমনীর গতিচ্ছন্দ অঙ্গ-শিহরণ
প্রতিরোমে হর্ষের হিল্লোল।

নাহি কথা
কোন কণ্ঠে, শিশুদের শান্ত চপলতা,
অঙ্গ-সঞ্চলনে ভঙ্গ হয় তন্ময়তা,
চোখের নিমেষপাতে ভাঙ্গে নীরবতা
হেন স্তব্ধ সভাতল, মুগ্ধ পশুপাখী
পলক-নিশ্বাসহীন এক-দৃষ্টি রাখি'
দেখে শোনে নৃত্যগীত চিত্রিতের মত
চিত্ত যেন সুরব্রহ্ম-সমাধিতে রত
ছন্দে লয়ে লীন!

ঊর্দ্ধে নীলাম্বর-মাঝে
ছায়াপথে বিদেহীরা মায়ারথে রাজে
আকৃষ্ট পৃথ্বীর গানে।

সুখ-স্বপ্নপারা
অজ্ঞাতে শর্ব্বরী গত, রটে শুকতারা
ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তেরে।
ধীরে আসি' ব্রতধারী
তেজঃপুঞ্জ কলেবর ব্রহ্মচর্য্যচারী
জানু পাতি' গাত্র হ'তে লোমবস্ত্রখানি
সভাস্থলে দিল দান অপূর্ব্ব বাখানি'
বিস্মিত-আয়ত-নেত্র তুলি' নটপানে
নহে নতি, আশীর্ব্বাদ, কি তাহা না জানে
নির্ম্মল নির্ম্মাল্য-সম মুগ্ধ প্রশংসায়
সকৃতজ্ঞ অন্তরের অর্ঘ্য ভরি' তা'য়
সিদ্ধার্থ ভক্তের প্রায়।
পশ্চাতে তাহার
ধীরে ধীরে আগুসরি', করি' নমস্কার
রাজাসন-পার্শ্ব হ'তে সামন্তপ্রধান
সসম্ভ্রম-শ্রদ্ধাভরে করে সম্প্রদান
গ্রীবা হ'তে গ্রৈবেয়ক গাঁথা মণি-সারি
নটের কণ্ঠের তটে।
রাজার কুমারী
সর্ব্বশেষে সসঙ্কোচে শঙ্কা করি' দূর
বিমূঢ়া নটীরে ধরি' আবেগ-বিধুর
পরাইল মণিবন্ধে অপরূপ মণি
রোচিষ্ণু বৈদূর্য্যভাতি অম্লান-নিছনি
সুবর্ণ-শৃঙ্খলে।
দুঃসহ বিস্ময়ভরে
'অদ্ভভক্ষ্যধনুর্গুণ' রাজা প্রশ্ন করে—

"একৈক-বিধানে কহ কি কাহার আছে
যেহেতু আবেগে চিত্ত বিত্ত ভুলিয়াছে
ক্ষণিক সঙ্গীত-নৃত্যে !"

ব্রহ্মচারী কয়
"আজি যা' পেয়েছি নৃপ, নয় কভু নয়
শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণে বা কদাচিৎ হয়
দৈববশে দৈববাণী চিত্তে গাঁথা রয়
প্রবেশি' কর্ণের পথে।

'ছন্দ ভেঙোনাকো'—
যে-গাথা গাহিল নট, আজি জেনে' রাখো
যে মহান্ সন্ধিক্ষণে মোর জীবনের,
সে-মুহূর্তে উঠেছিল হৃদয়-মনের
কি তুমুল বিলোড়ন, সাধনার পথে
সর্ব্বস্ব হারাতেছিনু, ভাগ্যে কোনমতে
রাজবর্ত্মে হেরি' আলো আসিনু হেথায়
উদ্‌ভ্রান্ত সঙ্গীত শুনি' কুরঙ্গের প্রায়
রূপে, রসে, গন্ধে, গানে, বড়িশে বাঁধিয়া
আমারে টানিয়া আনি নয়ন ধাঁধিয়া
মুগ্ধ করি', শুদ্ধ করি', বুদ্ধ করি' মোরে
কহে মোর কর্ণে যেন গুরুমন্ত্র 'ওরে !
চপল চঞ্চলচিত্ত ছন্দ ভেঙোনাকো,
আর দেরী নাই বৎস ! ধৈর্য্য ধরে' থাকো,
শর্ব্বরী প্রভাত হ'বে তপস্যার ফলে
'বিশোকা সা জ্যোতিষ্মতী' দীপ্তি তা'র জ্বলে
কূটস্থ ভাস্বর।'

এখনি চলিনু আমি
নিঃশ্রেয়স-কামী, জাগিয়া জীবন-যামী
যাহার আশায়, সর্ব্বস্ব ত্যজিয়া নিঃস্ব
যাযাবর-প্রায়, খুঁজে মরি' সারা বিশ্ব
তাহারি সন্ধানে।"

কহিল সামন্তরাজ
"শোন বন্ধু, নটনটী যা' করিল কাজ
যে মহান্ উপকার জ্ঞানে বা অজ্ঞানে,
তাহার উপমা নাহি পাই কোনখানে
অন্তরে বিদ্রোহী আমি, বান্ধব বাহিরে,
পয়োমুখ-বিষকুম্ভ এসেছিনু ধীরে
গুপ্তচর-সম আজি।

এই নটী-নট
ছন্দ সংশোধন করি' চিত্ত নিষ্কপট,
হিতবুদ্ধি দিল মোরে, গীতিমন্ত্রবলে,
নহে জেনো স্থির মোর অন্তর-গরলে
দহন করিত তব প্রাসাদ প্রাঙ্গণ
গৃহ-কক্ষ, গজ-বাজী, সৈনিক-স্যন্দন
ক্রূর বৈরিতায়।"

রাজার নন্দিনী কহে,—
—(নিতান্ত নহিলে নয়, না কহিলে নহে)—
নত-নিষ্পলক-দৃষ্টি, আয়ত-লোচনা
সুপূর্ণ লাবণ্যপুঞ্জ কান্তি গোরোচনা
উদ্বেল যৌবনপ্লবে দোদুল-গমনা,
গাঢ় মৃদুস্বরে : "পিতঃ, তুমি আনমনা,

নিমজ্জিত রাজকার্য্যে নিবিষ্ট বহুধা,
আমারে আকৃষ্ট করে অনন্ত যে-ক্ষুধা
জ্বালায় কামনা-বহ্নি, পূর্ণাহুতি লাগি'
আজি তা'র শেষরাত্রি, সে-মুহূর্ত্ত মাগি'
ছিনু জাগি' প্রতীক্ষায় লুব্ধকের তরে
সে-স্বপ্ন ভাঙিয়া দিল নট-নটী স্বরে—
পূত অভিনব স্বর্গ করি' বিরচনা
কহে মোরে, 'রাখো ছন্দ স্বচ্ছন্দ-চরণা
কর ছন্দে পদক্ষেপ জীবনের নাটে
উদ্দাম প্রশ্রয়ে যেন ছন্দ নাহি কাটে—
আকাঙ্ক্ষা-আগ্রহ তৃষ্ণা ধৈর্য্য ধরে' থাকো
রে অধীরা বিদ্রোহিণি! ছন্দ রাখো রাখো
শুধু মুহূর্ত্তের মোহে, হে রাজনন্দিনি!
কলঙ্কিনী, কুলঙ্কষা, কুপথ-গামিনী,
এতই সহজে হ'বি পথভ্রষ্টা যদি,
অনন্ত প্রান্তর-পথে, রে চঞ্চলা নদি!
কে তোরে দেখাবে পথ মহাসমুদ্রের
পরম-সঙ্গম-রঙ্গে, মহা-মুহূর্ত্তের
চারিচক্ষু-মিলনের 'সপ্তপদী'-চলা
সেই তোর মহাব্রত, রে ভ্রান্ত অবলা,
মরীচি-মৃগব্য মৃগি, চল সাবধানে,'—
গাহি' নট মন্ত্র পড়ি' মোর কানে কানে
রাজন্, বাঁচাল মোরে।"

আগন্তুক গুণী
কহে, "নৃপ, নটনটীকণ্ঠে সুরধুনী

সাবলীল পুণ্যতোয়া হিম-দ্রব-ধারা
বহে' যায় কলকণ্ঠ শুকপক্ষী-পারা
উড়ে যায় কণ্ঠ হ'তে সুর সারি-সারি
সুরজালে ইন্দ্রজাল বিরচনকারী
জাতুধান যাদুকর !
গান্ধর্ব্ববিদ্যায়
ব্রহ্মবিদ্যা বন্দী করি' মুক্ত করে তা'য়
সপ্ত-মূল-বেদচ্ছন্দে, অঙ্গভঙ্গিমায়,
লঘুতর নব তাল নূপুরে নিক্কণি'
সমাহিত করে চিত্ত আপনা-আপনি
অপূর্ব্ব আহ্লাদ-রসে।"
বিস্ময়াভিভূত
শিশু বৃদ্ধ নরনারী, হর্ষ-পরিপ্লুত
আপনা-বিস্মৃত স'বে।
নৃপতি তখন
দোঁহারে সৌহার্দ্দ্য-আর্দ্র করিল বরণ
সভা-নট-নটীরূপে।
কিছু কাল ধরি'
কি যেন গভীর-চিন্তা-সমুদ্র উত্তরি,'
(আদানের পরে যথা বর্ষি ধারাধর
ধরাধরে সিক্ত করে, তথা অতঃপর)
রাজার কার্পণ্য দৈন্য হৈল অপগত,
চৈতন্য উদিল চিত্তে, বিবেক জাগ্রত।
বহুবর্ষ বর্ষাহীন ঊষর অন্তর
মাল্যবান-মনোরমা করিল উর্ব্বর,
নিজকণ্ঠ হ'তে তুলি দিয়া রত্নহার
কহে নৃপ "নহে যোগ্য হে বন্ধু, তোমার !"

শ্যামল ও শুভ্র

কিসে তুই ধন্য হ'বি
মূঢ় কবি!
মিথ্যা ভাবিস জীবন ভ'রে
মিছে তুই দিন কাটালি
রে খেয়ালি!
পথ বাড়ালি বিপথ ধ'রে।

ওরে তুই চ'লতে নেমে
থম্‌কে থেমে
গলদ্‌ ঘেমে মরিস্‌ মিছে
সরণি দীর্ঘ জেনে
কপাল হেনে
হতাশ মেনে চাহিস্‌ পিছে।

বলি শোন্‌ ঐ কুসুমের
কুঞ্জবনের
পরাগ রজের সংখ্যা ধরে'
কবে কে ক'রবে সীমা
এই অসীমা—
অন্তহীনা সৃষ্টি 'পরে?

বলি তাই ওই যে রবি
রক্ত-ছবি
দিনের শেষে ডুবছে জলে
গায়ে তা'র—উদয় ক্ষণের
পূব-গগনের
রঙ্‌ লেগেছে অস্তাচলে।

যদি তোর কেশের শিখায়
শুভ্র-লিখায়
দৈব-যোগে মৃত্যু লাগে
তবুও ভয় কি রে তা'য়
পায়ের তলায়
সবুজ ঘনায় নবীন রাগে।

জীবনের তরুণ কাঁচা
সবুজ সাঁচা
দূর্ব্বাদলের বর্ণ ধরে
ওরে ভাই তত্ত্ব-কথা
নয় অন্যথা
সত্য কহি সত্য ক'রে।

মরণের অগ্নি-গিরির
বক্ষ চিরি
উৎস-ধারায় জীবন ঝরে
ধরণী নির্ণিমেষে
হর্ষাবেশে
চায় সে হেসে রঙ্গভরে।

এ যেন রক্তবীজের
জীবন, নিজের
আপনি চলে ইচ্ছামত,—
মরণের চেয়েও বড়ো
ততই গড়ো
আপনি ভেঙে প'ড়ছে যত।

শ্যামল ও শুভ্র

মরণে বরণ করে
হরণ করে
তাহার ব্যথা, তাহার দাহ,
মরণের বিপুল ক্ষুধায়
এই বসুধায়
অভাব নাহি, যতই চাহ।

জীবনের শ্যামল স্নেহ,
মরণের বরণ সাদা
এ যেন ননীর দেহ,
সে যেন বজ্র-বাঁধা।

করুণায় মায়ের মত
নম্রনত
সন্তানে সে জড়িয়ে ধরে
মরণের ফুৎকারে হায়!
জীবন জুড়ায়
ক্লান্ত-চোখে ঘুমিয়ে পড়ে।

ফিরে সে তাকায় যখন
ফুরায় স্বপন
নিদ্রা-সারা প্রভাত-কালে
সে যেন আরেক জীবন
নবীন জীবন
আবার শুরু নিজজালে।

———

শুধু কবিতারি জন্য

কবির স্বর্গ, কবির সৃষ্টি, নয় সে কিছুরি জন্য
(শুধু) নিজে নিজেই সে ধন্য।

তুচ্ছের পানে তৃষিত-দৃষ্টি
সকলের কাছে সে অনাসৃষ্টি
তাহাই তাহার কমনীয়তম
অন্যের যাহা বন্য,—

কবির স্বর্গ কবির সৃষ্টি
শুধু কবিতারি জন্য।

কবির প্রবাল প্রিয়ার অধরে
মুকুতা-দশনে দশদিকে ঝরে
স্মিত-হাস্যের কিরণের কণা
মণি-মাণিক্য-রত্ন

দুগ্ধ-ধবল-শয়নে কি কাজ ?
স্খলিতাঞ্চলে মুগ্ধ নিলাজ
ভূমিশয্যায় মৌন তাপস
চাহেনা সুখের যত্ন

পুষ্পচুম্বী ভ্রমরের মত
নয়নে নয়ন মগ্ন,
কবির কাব্য সোম-সুধারস
শুধু রসিকেরি জন্য।

কবিতা ও বনিতা

(সংস্কৃত হইতে)

আমার কবিতা, সে নহে কবিতা, বনিতা মম,
প্রতি পদে পদে পদবিন্যাসে পরমতম—
ছন্দের ধ্বনি উঠে রণরণি গুঞ্জরিয়া,
ফিরে পায় পায় মধুকর-প্রায় আমার হিয়া।

তাহার লাগিয়া নহেকো বন্ধু, রচনা মম,
যেজন হাসিবে দৃষ্টি হানিবে শাণিততম—
ব্যঙ্গের শর ব্যথা-জর্জ্জর বক্ষ'পরে
জানেনা সে হায়! মোর বেদনায় বক্ষ ভরে!

অনন্ত কাল, পৃথ্বী বিশাল, কখনো যদি
আসে কোনো জন, মনেরি মতন ,কোনো দরদী,
তাহারি লাগিয়া, কথা দিয়া দিয়া, গাঁথি এ-মালা
পরি' মোর হার হইবে তাহার বক্ষ আলা!

আজি কেহ নাই কাহারে শুনাই কবিতা মম,
গোপন-কক্ষে রাখিব বক্ষে বনিতা-সম।



একা-একা

আকাশে নাহি তারা
দিশে-হারা
একা-একা—
ধরণী অসরণি
খুঁজে সারা
পথ-রেখা।
আঁখিরে খুলে রাখি
তুলে রাখি
পথ-পানে
অথবা নিমীলিয়া
নিভাইয়া
অভিমানে।

বরষা-সমাগমে
ঘনাগমে
চাতকেরি
পিপাসু হিয়াখানি
কি না-জানি
করে হেরি।
কেহ না কহে' কথা
কী যে ব্যথা
বাজে বুকে —
ভাসিয়া আঁখিজলে
ধরাতলে
নত-মুখে।

একা-একা

চাহিলে পাসরিতে
বাঁশরীতে
কহে কানে—
কে যেন যাবে ফিরে
আঁখি-নীরে
অভিমানে।

আসিতে পারিনা যে
মিছে কাজে
ডুবে থাকি—
বাঁশরী ভয়ে ভয়ে
অনুনয়ে
ফিরে ডাকি।

আমি তো করি মানা
ছি ছি না না
কানাকানি
গোপন রহিবে না
সহিবে না
জানাজানি।

যে-প্রেম টুটে বুকে
ফুটে মুখে
তাহা কভু ?
বিজলী চাপা রহে
বারি বহে
মেঘ তবু।

কভু না যায় যাহা
যাবে তাহা
তা'রি পাশে
সুচির পথ বাহি
র'ব চাহি
নীলাকাশে।

আকাশে নাহি আলো
বাসি ভালো
তামসীরে
রজনী যত বাড়ে
আঁধিয়ারে
আসে ঘিরে।

আকাশে নাহি তারা
সাথী-হারা
চেয়ে থাকি
জীবনে একা-একা
কেহ দেখা
দিবে নাকি?

এলে তুমি একদিন

লজ্জালু-নমিত-নেত্রা
এলে তুমি একদিন
অলক্তকে আলিম্পন দিয়া
নিঃশব্দ-চরণ-ক্ষেপে
দেহলতা উঠে কেঁপে
পদে পদে পদাঙ্ক আঁকিয়া।

সাগরের গভীরতা
নির্ঝরের চপলতা
শ্রাবণের দুকূল-প্লাবনে
যৌবন-উর্মিল-হিয়া
কী পুলক বিচ্ছুরিয়া
পূর্ণিমার কৌমুদী-চুম্বনে।

রজনীগন্ধার গন্ধে
কঙ্কণ-ঝঙ্কার-ছন্দে
তন্দ্রাতুর আঁখি ঢলঢলি
পুলকে বেপথুমতী
কভু অভিমানবতী
অপরূপ আঁখি ছলছলি।

সাগর-সঙ্গমে মুক্তি
সে-মুক্তি পাখীর নয়,—
বাঁধা রয় তটের বন্ধনে
সেই মুক্তি স্নেহ-ডোরে
মুক্ত প্রেম দিলে মোরে
তটিনীর সৈকত-চুম্বনে

উদগ্র বাসনা যত
মোরে টানিয়াছে তত
তুমি মোরে টানো নাই পিছে
শর্বরীর নীহারিকা
দূর করি কুজ্ঝটিকা
বুঝায়েছো প্রহেলিকা মিছে।

প্রথম-প্রণয়-ভয়
পল্লবিত দেহময়
তুমি মোর কাঙ্ক্ষিত প্রেয়সী
গাঢ় অমানিশীথের
উষালোক তৃষিতের
তুমি মোর গর্বিত উষসী।

চিত্ত-পট-ভূমিকায়
চিত্রসম তুলিকায়
মোর কাব্যে তুমি রূপায়িত
ওই রূপ চাহি আমি
রূপাতীত-রসকামী
নহি বুদ্ধ প্রজ্ঞা-পারমিত।

—— ——

তুমি এলে সখি জীবনে যেদিন

তুমি এলে সখি জীবনে যেদিন
নব জীবনের শঙ্খ সেদিন
বাজিয়া উঠিল নবতম গান
গাহিয়া উঠিনু পুলকে
গাঁথিয়া যূথীর বরণের মালা
শূন্য করিয়া চয়নের ডালা
পরাইয়া দিনু কণ্ঠে তোমার
জড়াইয়া দিনু অলকে।
মোর ফুলহার পরিয়া তোমার
কুসুম-পেলব বাহু-লতিকার
নিবিড় নিগড়ে বাঁধিলে আমারে
অটুট অতনু-বাঁধনে—
সেই দিন হ'তে এই উড়োপাখী
মুগ্ধ বাঁধনে দাঁড়ে বাঁধা থাকি'
গগন উদার চাহে নাকো আর
বৃথা অসাধ্য-সাধনে।
কনক-চাঁপার চরণাঙ্গুলি
কৃতার্থ করি ধরণীর ধূলি
স্খলিত চপল ললিত গমনে
আধো বিজড়িত সরমে—
লাক্ষা-সিক্ত রক্ত-চরণ
আঁকিয়া রাখিল শুভ আলিপন
আমার চিত্ত-তটভূমি 'পরে
স্নেহ-নিষিক্ত মরমে।

ছিনু কি জাগিয়া জানিনা তো হায় !
জাগর-সুপ্তি নাগর-দোলায়
দুখের অশ্রু কিম্বা সুখের
ফুল্ল-কুসুম-পরাগে—

সাধিয়া বাঁধিয়া কুন্তলদাম
সাজাইয়া দিনু নয়নাভিরাম
লোধ্র কুন্দ চন্দ্রমল্লী—
বল্লরী করি সোহাগে।

মুগ্ধ-নয়নে কম্পিত-বুকে
অস্ফুট ভাষা না সরিল মুখে
আঁকিয়া রাখিলে সিঁথির প্রান্তে
স্মৃতির রক্ত-বরণে—
শুভ সুন্দর মহিমোজ্জ্বল
উষসীর বেশ করে ঢলমল
ফুটিয়া ফোটে না রক্ত কমল
আধো মুকুলিত নয়নে।

উদয়-অরুণ ভাস্বর-ভাতি
নবযৌবনে সে তোমার সাথী
আজি চৈতালি দিবসান্তিমে
অস্ত-রবির গরিমা,

ভূমিচুম্বিত অম্বরতল
আগুনের পাড় করে ঝলমল
গৈরিক-রাগে জ্বলে উজ্জ্বল
বৈরাগিণীর তনিমা।

তুমি এলে সখি জীবনে যেদিন

শ্যামল বনানী স্বপ্ন দেখেছে
আষাঢ়ের মেঘ মেলেছে আঁখি
নবজীবনের নন্দন-গীতি
সুস্মিত হাসি অধরে রাখি,—
সুনীল আকাশ, শান্ত সাগর
ঐ দুটী তব নয়ন ডাগর
কাকজ্যোৎস্নার কুহেলি-পাথারে
ভোরের ভরমে ডেকেছে পাখী।

কেশের কলাপে মেঘের মালায়
কপোলে রচিত পত্র-লেখায়
ফুটিয়া উঠেছে বনবীথিকায়
রূপ নহে যেন ফুলের রাশি,—
আশমান-তারা সুনীল সাগরে
না বুঝিয়া বুঝি ঝাঁপ দিয়া পড়ে
তেমনি রূপের রৌপ্য দীপালী
নীল শাটিকায় ফুটেছে হাসি!

আপনা ভুলিয়া শুধু ছুটে চলি
আমারে ভুলায়ে তুমি কুতূহলী
ধূম্র ধূসর গগন-প্রান্তে
কুয়াসার মত যায় যে দেখা,—

নিঝ্ঝুম রাতি তারায় তারায়
অঙ্গুলি তুলি ডাকে ইসারায়
জানোনা কি আমি হারায়ে গিয়েছি—
অসীমে খুঁজিয়া সীমার রেখা।

চোখের আভাসে আকাশের প্রায়
মেঘে ঢলঢল বাসনা ঘনায়
আলেয়ার মত জলভূমি চুমি
জ্বলি আর নিভি তবুও ছুটি,—
পক্ষিরাজের পৃষ্ঠের পরে
মনোরথ খানি উড়ে বায়ুভরে
উদগ্র-করে করি কশাঘাত
বজ্রে বাঁধিয়া বল্গা-মুঠি।

নববধূসম লজ্জা-মধুর
কভু উন্মনা উদাস বিধুর
আলুথালু বেশ কালো এলোকেশ
একদিকে গ্রীবা হেলায়ে
কখনো শিরীষ-কুসুম-কাতর
প্রতি-অবয়ব কাঁপে থর থর
দখিনা-দস্যু হানা দিয়ে যায়
সুপ্ত সুরভি বিলায়ে।

আমি ফিরি করি ফিরি পথে পথে
শিরের পসরা বহি কোনোমতে
আঁখির পাহারা যা'রা দেয় তা'রা
অন্ধ, তা'দেরে এড়ায়ে
কখনো মনের গোপনে স্বপনে
ধূলা-পড়া দিয়া জাগর-নয়নে
কভু যাদু করি প্রেম-মাধুকরী
রসের গাগরী ভরায়ে।

তুমি এলে সখি জীবনে যেদিন

ভুল হয়ে যায় কে পুরুষ নারী
চেয়ে চলে যাই দৃষ্টি-ভিখারী
পথে ঝ'রে-পড়া আঁখির কুসুম
চোখের সাজিতে কুড়ায়ে,—

তুমি তবু রহ মোর পাশে পাশে
বাধা নাহি দিয়া বাঁধিয়াছো দাসে
ছুটে চলিয়াছো আমার পিছনে
অলক-কুসুম উড়ায়ে।

ফিরিয়া চাহিতে মুগ্ধ নয়ন
তোমারি আঁখিতে হয় সচেতন
মিলাইয়া যায় কল্প-ভুবন—
স্বল্প সরল আদরে

গৃহের তীর্থে প্রেম-সাধনার
সাধিয়াছ উত্তর-সাধিকার
কৃচ্ছ্র-সাধনা,—কৃৎস্ন-কামনা
ডুবিল তোমারি সাগরে।

———

তখন ও এখন

তখনো তোমারে দেখিনি প্রিয়া,
তখনো নয়ন বঞ্চিত ছিল
অপরিচিতের বিরাগ নিয়া।

রূপ নাহি ছিল ভুবনে
অণুবীক্ষণে বীক্ষণ করি
সমালোচনায় বলি "আহা মরি!
কিবা সুন্দর! কি না সুন্দর
প্রণয়-বিমূঢ় নয়নে!"
তখনো দেখিনি, তখনো জানিনি
তখনো ভাবিনি স্বপনে।

হৃদয়-দোলায়, কঠোর-ভাষিণী
ছিল কাকাতুয়া পাখীটি
রঙ্গভঙ্গে কহিত ব্যঙ্গে
বাঁধা-কথা দুই চারিটি।

রূপ দেখেছিনু সাগর-সীমায়
আলো-আঁধারের ললিত-লীলায়
তারকা-খচিত নভোনীলিমায়
দেখি নাই চেয়ে নিকটে,
হরিণী-চপল নলিনী-নয়ন—
নয়নের কোণে কি রটে।

তখন ও এখন

তখনো পাহাড়ে গৈরিক রঙ্
সানুদেশ মাখা ধূসরে
তখনো ঝরেনি শিশিরের কণ্
আমার হৃদয় ঊষরে।

হেন কালে পরিভাবিণী
তুমি এসেছিলে আঁখির সীমায়
গৈরিক-রাঙা পট-ভূমিকায়
আশিস্‌-বরদা শাসন মিশায়ে
ভ্রূকুটি-কুটিল ললাটে
ভাঙিল টুটিল লৌহ-আগল
হৃদয়-দুর্গ-কপাটে।

সহসা পশিল আলোক ঝলক
ফেলিতে নারিনু আঁখির পলক
নিবিড় কৃষ্ণ চূর্ণ-অলক
মেঘছায়া-ঘেরা শশীরে,
প্রবল বৈরী আততায়িনীরে
হেরি ভয়ার্ত্ত বিবশ-শরীরে
অকৃত-সমরা অধৃত-অসিরে
সঁপি আপনারে অচিরে।

চেয়ে দেখেছিনু নয়নে তোমার
সুনীল জলধি সুষমা-পাথার
সীমা রেখাহীন অসীম আঁধার
ধ্রুবতারা তা'র সারথি,

সমালোচনার অণুবীক্ষণ
পরমাণু-বাদে ছিল নাকো মন
পরমানুরাগে মুগ্ধ নয়ন
করেছিল শুধু আরতি।

গেয়ে উঠেছিল পাপিয়া ও পিক
কাকাতুয়াটারে করি ধিক্ ধিক্!
কী যে দেখেছিনু মরণ-অধিক
কথায় কহিব কেমনে?

ওই মনোরমে ডুবেছিল মন
আবেশ-বিহ্বল মদির নয়ন
হারাইয়া গিয়া মোর হারাধন
ফিরাইয়া পেনু সেখনে।

হেরিয়া পরম রমণীয়তম
চিনেছিল আঁখি তা'র প্রিয়তম
মহা-মুহূর্ত্তে ডুবেছিল মম
চিত্ত তৃষিত ভিখারী

সরসীর জল করে টলমল
আধো-মুকুলিত যুগ্ম-কমল
সজল-কাজল-আঁখি ঢলঢল
দিশাহারা হল দিশারি।

সরল কথা

বারে বারে—প্রিয়া তোরে
প্রাণের ব্যথা জানাই কত
প্রবঞ্চনা নয় সে, না, না,
মিথ্যা চাটুকারের মত।

সরল কথা সরল ব্যথা
নয় সে বৃথা বাক্য-লীলা
মন-ভুলান রঙীন ঘন
কঠিন যেন মনঃ-শিলা।

ঘুম-পাড়ানি ছড়া-খানি
শুধু সুর আর স্নেহে গড়া
শিশুর মত সরল সে তো
নয় ভুলাবার মন্ত্র-পড়া।

বৈশাখীতে ঝড়ের গীতে
নৃত্য-পাগল ছন্দ তুলি
আষাঢ়-মেঘে তৃষ্ণা-বেগে
ফটিক-জলের কাতর বুলি।

শরৎ-প্রাতের শেফালি মোর
হেমন্তেরি হরিৎ-সোনা
শীতের রাতে শিশির-পাতে
তোমার কথা যায় না শোনা।

ফাগুন যবে আগুন দেবে
শাল্মলী আর পলাশ-বনে
প্রিয়ে তোমায় বক্ষে নিয়ে
পালিয়ে যাবো সঙ্গোপনে।

কুঞ্জবনে দ্রাক্ষালতা
ফলের ভারে প'ড়্‌বে নুয়ে
সফলতার সরসভারে
দুল্‌বে তোমার অধর ছুঁয়ে।

বসন্তেরি হাসির মত
বাসন্তী রঙ্‌ বসনখানি
লাজের মানা মান্‌বে নাকো
দখিন্‌-হাওয়া যাবে হানি।

অলক যদি দুলেই উঠে
দুরন্ত বায় আঁচল টানে
শিথিল করে বুকের কাঁচল
মনের-কথা কয় সে কানে,—

মর্ম্মরিয়া বনের বুকে
যে-কথা সে নিত্য বকে
তুমি বিনা কে বল না
বুঝাবে সে অশান্তকে ?

চৈতালি গান বৈতালিকের
বসন্তেরি পাগল অলি
গুঞ্জরিয়া তুল্‌বে কানে
প্রিয়া তোমায় আপন বলি

আমারি তো মনের কথা
উঠ্‌বে ফুটে তাহার স্বরে
মধু-মাসের মধুর ব্যথা
গন্ধে গানে উঠ্‌বে ভ'রে।

ডালিম-ফাটা লালিম-রঙে
ফলের মধু টুসিয়ে ঝরে
আর-না-ধরা রসের ভরা
পড়্‌বে ঝরে ঐ অধরে।

বান্ধুলী ফুল ফুট্‌লে গালে
কপোল-তলে মৌমাছিটি
অধর-মধুচক্র ঘিরে
গুণ-গুণিয়ে গাইবে মিঠি

বকুল-ঝরা হাল্‌কা হাওয়া
চোখে তোমার অলস দিঠি
মধু-মাসের মাদকতায়
সময় বুঝে বলব মিঠি।

বল্‌ব কানে সত্য কথা
তোমার শ্রুতি আমার বাণী
প্রাণের উপনিষদ থেকে
মহাবাক্য দু-চার-খানি।

কেউ-না-শোনে এমন স্থরে
বল্‌ব 'প্রিয়া আমি তোমার'
কেউ না জানে এম্‌নি কোরে
বল্‌ব 'সখি তুমি আমার—

তুমি আমার তুমি আমার
পূব্‌-গগনে উষার আলো
মিলিয়ে গেলে দিনের ছায়া
তুমিই আমার রাতের কালো।'

*   *   *   *

স্বর্গাধিকার

"A woman is a gift, bestowed upon man, to reconcile him to the loss of Paradise"--Goethe.

মনে কর যাহা হ'ল না সফল বাস্তব এ-জীবনে,
সেই সে কাম্য সার্থকতার সাধনা-শুভক্ষণে
বৈরাগে বসি মহাসমাধিতে অতি-অভাব্য-রূপে
অতি-অচিন্ত্য দার্শনিকের ভেদাভেদ-রসকূপে
টুটি মায়াবাদ চার্ব্বাকবাদ ক্ষণিকবাদের মোহে
অনন্তক্ষণ লভি সেইক্ষণ দোঁহাতে ডুবিয়া দোঁহে।

জ্বলে বিদ্যুৎ গরজে অশনি দ্বন্দ্ব নাহিক মনে,
আপনারে পর পরমাত্মীয় ভাবিলাম পরজনে,
তুমি বান্ধবী হ'লে ভৈরবী গৈরিক-কলেবর,
আমি মেখে ছাই ধূনী জ্বেলে তাই বেপথু মহেশ্বর!
সাধনার বলে বোধিদ্রুম-তলে লভিলাম প্রজ্ঞান,
দূরে গেল দূর নিকট মধুর তুমি আমি একপ্রাণ।

মনে কর এই মহাসমাধিতে পৃথিবীর প্রচ্ছায়
শ্যামল ব্রততী তরু-বল্লরী সজল বাদল-বায়—
ডুবে গেছে দিক ভেবে দেখ ঠিক তেমনি মধুর ক্ষণে
দোঁহে ডুবে যাওয়া নির্ব্বাণ পাওয়া নিবিড় আলিঙ্গনে।
হেলায় ঢলিয়া পড়ে দেহখানি মহাসিদ্ধির মোহে
ঢুলিয়া নয়ন ভুলিয়া চেতন দোঁহারে নেহারি দোঁহে।

মনে কর তা'রপরে পরিজন জটিলা কুটিলা যথা
তিক্ত করিয়া তুলে সঞ্চারি বিষাক্ত কুটিলতা,
সেই দুখে পিয়া মিলনের বিষ তোমারে বক্ষে নিয়া
মীনকেতনের মকরধ্বজে উঠিনু স্বর্গে গিয়া—
পুণ্যের শেষে পুরাণো ইন্দ্র ছেড়ে দিল রাজধানী,
আমি হইলাম নবাভিষিক্ত তুমি হ'লে ইন্দ্রাণী!

স্বর্গাধিকার দিবস প্রথিত হইল পৃথিবী-তলে,
ধন্য হইল এই আলাদীন ভাঙা প্রদীপের বলে!

স্বর্গ হইতে বিদায়

স্বর্গ যদি ভ্রষ্ট হ'লেম তোমার তরে প্রিয়ে !
নূতন স্বর্গ পেলেম হেথায় তোমায় বক্ষে নিয়ে।
কে চায় ফিরে স্বর্গ-সভা,
ঐ অধরের রক্ত-জবা
চূর্ণালকে আঁধার-ঝরা ঝর্ণাধারা পিয়ে,—
চম্পকে ও অলক্তকে বর্ণ বিনাইয়ে।

স্বর্গে থাকুন দেবতারাই স্বর্গ নিয়ে সুখে,
মর্ত্ত্যে মোরা স্বর্গসুখে রইব হাসিমুখে।
অমরত্বে আমার কি কাজ ?
চির-অমর হ'য়েছি আজ,
মৃত্যু যদি আসেই তবে আবার জনমিয়ে,—
আবার জানি তোমায় পাবো প্রীতি-পুণ্য দিয়ে।

কতই স্নেহ অঞ্চলেরি প্রান্তে পড়ে ঝরি,
খিন্ন হৃদয়, স্বিন্ন ললাট, জুড়াও মরি মরি !
বিনি সূতার বন্ধন-ডোর
স্বীকার করি অমাত্য মোর
নিত্য গৃহ-রণাঙ্গনে শঙ্খধ্বনি করি,—
কুরুক্ষেত্রে কপিধ্বজের বল্গা ধরি ধরি।

স্বর্গ যদি ভ্রষ্ট হ'লেম স্বর্গেরি তো ক্ষতি,
তোমায় নিয়ে ধন্য হ'লেম অহং মহামতি !
জ্ঞানের গাছে যে-রাঙাফল-
আস্বাদিলাম আমরা কেবল,
দেবদেবীরা সত্যযুগের মিথ্যা মায়া ক'রে,—
অমর হ'য়ে একঘেয়ে সুর ঐকতানে ধরে।

তাহার চেয়ে মৃত্যু ভালো,
জন্মে জন্মে বাসি ভালো,
ঘুরে ফিরে তোমায় আমায় এক মরণে ম'রে !

তিলোত্তমা

ফোটে ফুল তারার হাসি
আলোর রাশি
ঐ নয়নে,—
হিমানীর শুভ্র-তুষার-
দীপ্তি উষার
ঐ বরণে।

অধরের লোধ্র-পরাগ
হিঙ্গুল-রাগ-
রক্ত-টীকা,—
অরুণের উদয়-ক্ষণের
তরুণ প্রাণের
অগ্নিশিখা।

তিলোত্তমা

ঢেলে দিই গোলাপি লাল
লাজের গুলাল
কপোল-তলে,—
তুলে দিই মলয় মৃদুল
ঊর্ম্মি-দোদুল
নীলাঞ্চলে।

ফাগুনের হাল্‌কা হাওয়ায়
ঢেউ ব'য়ে যায়
গন্ধে গানে,—
তোমার ঐ অধর-পুটে
যে-সুর ফুটে
তাই সে লুটে
পায় তো আনে।

সলিলের নৃত্যলীলা
হে ঊর্ম্মিলা
বক্ষতলে,—
কালোজল দেয় যে দোলা
ভুবন-ভোলা
পদ্মদলে।

হরষের মুক্তপাখায়
ঐ উড়ে যায়
তোমার হাসি,—
উঠে ঐ প্রেমের তুফান
আনন্দ-গান
বাজায় বাঁশী।

দেখবো কখন কুসুম ফোটে

ওরে আমার ফুলের কুঁড়ি !
কখন যে তুই উঠবি ফুটে,-
নির্নিমিখে রইবো চেয়ে
চোখ মেলে তোর পর্ণপুটে।

শ্যাম-সোনালি পাতার আড়ে
দৃষ্টি হানিস্ বারে বারে
লাজ কেন লো, নয়ন মেলো—
কে নেবে তোর সুধা লুটে ?
আজ্‌কে আমি পণ ক'রেছি—
দেখবো কখন কুসুম ফুটে।

শিশির যদি না-ই ঝরে
না-ই পড়ে রৌদ্র-রেখা,—
গুম্‌রে মরে অবুঝ হাওয়া
না-ই মেলে অলির দেখা,

আমার সনে আমার প্রিয়া
চার-নয়নে রইবো চেয়ে,—
তা'র নয়নের অশ্রু-কণা
তোর নয়নে প'ড়বে বেয়ে।

দেখবো কখন কুসুম ফোটে

প'ড়লে ঝ'রে পাতার ভাঁজে
চাইবি না কি হর্ষে লাজে ?
আমার পানে না যদি চা'স
চাহিস্ প্রিয়ার আঁখির 'পরে,—
আমার মুখে ছন্দ-গাথা
তা'র মুখে না বাক্য সরে।

লজ্জা ক'রে লজ্জা দিলে
লাজময়ি ! সে লাজময়ীরে,—
পূর্ণ হ'বে উভয় মিলে
পদ্মরাগ আর কমল-হীরে।

কমল হীরের অমল আভা
আভাস দেবে তোর কপোলে,—
কমল-রাঙা প্রিয়ার গালে
ভোমরা-কালো অলক দোলে।

পূর্ব্বাচলে অরুণ উষার
যেমন করে ঘোমটা টুটে,—
মুগ্ধ হ'য়ে দেখবো তখন
তেমনি ক'রেই উঠবি ফুটে।

শঙ্কা

লো আমার কণ্ঠহারের মধ্যমণি !
বক্ষ'পরে দুলিয়ে তোরে—
দ্বিপ্রহরে শঙ্কা গণি।

আজকে যবে সুপ্রভাতে
ছড়িয়ে দিল আঙিনাতে
আগুনরাঙা বসনখানির
ঢেউ-খেলানো সোহাগরাশি,—
সেই সোনালি বর্ণকণা
গর্ব্বভরে কয় কত না
ওই বুঝি ও-তনুখানির—
পরশ পেয়ে উঠলো হাসি।

বক্ষে পারিজাতের কুঁড়ি
গন্ধে মনোভৃঙ্গ মাতে,—
গুণগুণিয়ে কইছে কতো
গাইছে তোমার আঙিনাতে।

তাইতো মনে ভরসা নাহি
যতই চাহি তোমার পানে,—
চোখের কোণে সৌদামিনী
শঙ্করেরো পরাণ হানে।

ঐ মোহিনী মূর্ত্তিখানি
এই ধরণীর সৃষ্টি-দিনে
মন্মথারির মন ভুলালো
মন মথিলো চক্ষে জিনে।

সেই হ'তে সে আদিম-কথা
আদিম-রসে ভিয়ান ক'রে
আমিই লিখে আস্‌ছি সখি!
নানান্ কবি-মূর্ত্তি ধ'রে।

এই ধরণীর আদম্-সুমার
যতই হ'ল হিসাব লিখে
সেই কাহিনী আদম্-ইভার
প্রচার হ'ল দিগ্বিদিকে।

আজকে তুমি একটুখানি
সম্বরিয়া সাম্‌লে থাকো—
কি জানি চাঁদ লুকায় পাছে
রূপের রাশি লুকিয়ে রাখো।

আমার বড় ভয় লেগেছে
অচিন-আঁখির আনাগোনায়
লুকাতে চাই বক্ষোমাঝে
কাজ কি কা'রো জানাশোনায়!

আঁখির পূজা

বুঝি আর রাত পোহাতে
প্রভাত হ'তে নাইকো দেরী,—
আকাশের শুকতারাটি
মলিন সেটি তোমায় হেরি।

তবুও মন মানেনা
কেউ জানেনা মনের কথা,—
যদিও চক্ষে রাখি'
পূর্ণ আঁখি
বক্ষে তবু ঘনায় ব্যথা।

এবে মোর চক্ষে আছো
বক্ষে আছো
তাইতে বাঁচি,—
তবু এই আঁখির পূজায়
ঐ প্রতিমায়
প্রসাদ যাচি।

এযে মোর ঔদরিকের
আর্ত্ত-আঁখির বুভুক্ষুতা,—
ভ'রে চোখ উপ্‌চে পড়ে
তাই সে ঝরে
মাল্য গাঁথি সেই মুকুতা।

অধরের তীব্র-সুধায়
এই বসুধার পাত্র ভরি,—
ধরা নয় মাটির সরা
সেই পসরা
মাথায় করি।

সীমা নাই, সান্ত্বনা নাই,
চাই শুধু চাই
হায় রে চাওয়া!
ঘটে যা'র ধ'রবে যত
মিলবে তত
তাহার অধিক যায় কি পাওয়া?

বয়ঃসন্ধি

কিশোরী বালিকা নহে আর
কামিনী সে কমনীয়,—
চটুল ভঙ্গী নাহি আর
রূপে গুণে রমণীয়।

সুরুচি-রুচির-শুচিতায়
শুভ্র যূথীর পারা,—
দেহের লাবণি ব'হে যায়
দর্শক দিশেহারা।

কাচের পুতলী নহে সে
পূজার প্রতিমাখানি,—
কণ্ঠ-জড়িমা আবেশে
কহে কুণ্ঠিত বাণী।

বুকে বাঁধা যেন দু'টী নীড়
তাহাতে বিহগ দু'টি,—
আশা-আশঙ্কা সুনিবিড়
আঁখি-তারা ফুটি ফুটি।

জলে ভাসে যেন তরীখানি
বহে মৌশুমী হাওয়া,—
চলিতে দেখিলে অনুমানি
পাল তুলে ভেসে যাওয়া।

দু'টি আঁখিকোণে আসে যায়—
মাছরাঙা দু'টী পাখী,—
চকিতে চমকি উড়ে যায়
কেমনে ধরিয়া রাখি?

কিশোরী কলিকা নহে সে
বিকশিছে দলগুলি,—
নব-সৌরভ ঢালে সে
নব-যৌবনে দুলি।

দিশেহারা

নয়নে দুটি নলিনী উঠে ফুটি
যৌবনেরি বরষা-ভরা জলে,—
বিশ্ব গিয়া বিস্মরিয়া ছুটি'
চলিল মনোভৃঙ্গ শতদলে।

অধরে নাহি ধরে সুধার ভরা
রূপের ঢেউ উথলি উঠে পড়ে,—
চলিতে পথে শিহরি' উঠে ধরা
হাজার-ফণা বাসুকি বুঝি নড়ে!

পবন বহে গায়ের ঘেঁষাঘিঁষি
ফুটাতে চাহে অফুট কলিকারে,—
মাতাল সম হারালো তা'র দিশি
আলুলায়িত কেশের ভারে ভারে।

আমার আঁখি, আঁখির পরে রাখি,
তুলিতে নারি' মগ্ন আঁখিতারা,—
অথৈ জলে অতলে ডুবে থাকি
উঠিতে নারে চিত্ত দিশেহারা।

———

যৌবন

যৌবন যেন কাল-বৈশাখে নিকষ মেঘের মত
কিম্বা যেন সে ঝঞ্ঝার পরে প্লাবন বন্যা-জলে,—
পিছনে তাহার বাত্যার বেগ, সমুখে উপল শত,
উর্দ্ধে তখন সূর্য্য-কিরণে রামধনু ঝলমলে।

যৌবন যেন ভরা-ভাদরের মাঝ-দরিয়ার তরী
টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফোটে যেন জল দু'দিকে দু'কূলে হানে,—
সাহসী নাবিক নীবীর বাঁধন কষিয়া তাহার 'পরি
সাথী সাহসিকা তরুণী নাবিকা একসাথে দাঁড় টানে।

যৌবন যেন সৌভ্রাত্রিক সাধারণে আপামর
সীমারেখাহীন লক্ষ্যবিহীন অলখ-নিরঞ্জন,—
দূর হ'তে দূরে, চলে ভবঘুরে, অকারণে যাযাবর
আঁধারে আলোকে অসহ পুলকে প্রয়াণ-পিয়াসী মন।

যৌবন যেন তীব্র সুরার উদ্বেল উচ্ছ্বাস
প্রাচীমূল হ'তে সন্ধ্যার কূলে উদয়াস্তিমাবধি,—
দ্রুতপদচার কে জানে কাহার মিলনের উল্লাস
অজানা সে কোন মহাসাগরের অভিসারে চলে নদী।

এল যৌবন,—কপোতের মুখে লোভন লিপিকা নিয়ে
প্রোষিতা প্রেয়সী, লিখিয়াছে বসি, লেপিয়া মসীর রেখা,—
গৃহ-পারাবতে ফিরিয়া পাঠানু মধুর ভাষণ দিয়ে
ফিরে গেল পাখী, স্মৃতিপটে রাখি, স্বপন-চিত্রলেখা।

চলে যৌবন, চঞ্চল-মন যৌবন-হিল্লোল
শৈল-শিলায়, তটিনীর প্রায়, আছাড় খাইয়া পড়ে,—
পিছনে আবেগ, ঝটিকার বেগ, উদ্বেল হিন্দোল
জ্বলে খদ্যোত, চমকে বিজলী, নিমিষার্দ্ধের তরে।

গেল যৌবন,—দখিনা-পবন মৌমাছি নাহি থাকে
মক্ষিরাণীর পক্ষপাতের মিথ্যা আলেয়া আশা,—
গেল যৌবন, মিলন-যামিনী কাহার মিনতি রাখে ?
নয়নের জলে, নেবেনি তা' ব'লে, নির্লাজ ভালবাসা।

যৌবন নাই, তবু তা'রে চাই, পাইলে সঁপিব কি যে,
শুষ্ক নীরস এই তামরস সরমে সঙ্কুচিত,—
কি দিব তাহারে দিয়া আপনারে অর্পিব আপনি যে
যৌবন-হীন সৌরভ ক্ষীণ সঁপিব শুচিস্মিত।

পিপাসা

পিপাসা কি শুধু ওষ্ঠে লাগে ?
হে সখি ! আমার অঙ্গে তোমার
অঙ্গ-পরশ-পিপাসা জাগে।
উভয়ে র'য়েছি যেন কত দূরে
তবুও মনের সুগোপন-পুরে
আপনি বেঁধেছো যে-কুলায়-খানি
আজি সে তোমায় তোমারে মাগে
কী পরম-ক্ষণে দেখেছি নয়নে
অঞ্জন-ঘন-প্রেমানুরাগে।

মৃগয়া

মৃগয়ার রথে, বনবীথী-পথে, হেরিনু প্রিয়া
ভ্রূকুটি-ভঙ্গে, চাহি অপাঙ্গে, জুড়িল বাণ,—
নয়নের কোণে লক্ষ্য করিয়া আমারি হিয়া
পিঞ্জর ভেদি, পঞ্জর ছেদি, বিঁধিল প্রাণ।
মরীচি-দগ্ধ মনের মৃগেরে
বিদেহ-মুক্তি করিল দান।

—————

ক্ষণিকা

নয়নে তোমার শফরীর চপলতা
গতি নৃত্যের বিদ্যুৎ-ঝলমল,—
আমার নয়নে বালকের বিহ্বলতা
কেঁপে কেঁপে উঠে মোর সরসীর জল।

উতল ঢেউয়ের আবেগ-বিধুর বাণী
সরসী মুখর শুনি সেই কানাকানি
সরমে জড়িত মরমের শতদল।

রবির প্রসাদ শশীর সুষমা মাখি'
তুমি রহ সখি ক্ষণেক অচঞ্চল,—
হৃদয়ে আমার ক্ষণেক বুঝায়ে রাখি
স্থির করি আঁখি ছলছল টলমল।

তব আলেখ্য অচপল থাকেনাকো
দুরাপ ললনে!
মিনতি, ক্ষণেক থাকো।

—————

কাঞ্চন-মঞ্জুষা

আমি চোর, সখি তুমি যেন মোর
কাঞ্চন-মঞ্জুষা,—
তোমাতে পূর্ণ র'য়েছে কতনা
মণি-মরকত-ভূষা।

মণি-মণ্ডিত করের কাঁকণ
চলিতে ফিরিতে বাজে ঘন ঘন
চমকে ছলকে অঙ্গ-লাবণি
নয়নে উদয়-উষা,—
আমি চোর, সখি তুমি যেন মোর
কাঞ্চন-মঞ্জুষা।

আমি চঞ্চল, ওগো চঞ্চলা,
অঞ্চল তব ঘিরি,—
করি কত ছল, ভ্রমর বিহ্বল,
আসে যায় ফিরি ফিরি,—

ফাগুনের মুখে আগুন ডারিয়া
লুব্ধ-মলয় মরিছে ঘুরিয়া
ঢালি পরিমল স্নিগ্ধ শীতল
তুমি তো চাহ না ফিরি,—
তস্কর-সম অন্তর মম
সঞ্চরে ধীরি ধীরি।

অরূপ-রতন

পিয়ারি ! হে পিয়ারি !
মানসচারী, আসছো পথে ?
পুষ্পরথে ?
ব'য়ে যায় মাহেন্দ্র-যোগ
স্বর্ণ-সুযোগ
হেথায় এসে উদয় হ'তে।

কে জানে আসছো কি না,
পথে পথ ভুলছো কি না,—
না কি কেউ থম্‌কে দিয়ে
চম্‌কে দিলে আচম্বিতে ?
বুঝি তাই আসবে যখন
বসন-ভূষণ
অবিন্যস্ত অসম্বৃতে,—
এসে যাই উদয় হ'বে
সগৌরবে
রক্তরবি অস্তমিতে।

কোথাকার পুণ্যপীঠে
নূপুরের মন্দমিঠে
ছন্দে কত
নৃত্যে রত,—
বাসনার সোনার ঘুঙুর
চরণ ঘিরে বাজছে তত
নাচছো যত
হে আমার মনের মত !

আমি যে সব পাসরি
নয়ন ভরি তোমায় হেরি,—
যদি পাই হাজার বাহু
কার্ত্তবীর্য রাজার মত
তোমায় ঘেরি।
জানি না তোমার তরী
মানস-পরী
কিসের দেরী ক'রছে অত ?
বেলা যে যায়রে চ'লে
সিন্ধু-জলে
ওই যে রবি অস্তে গত,—
গেল দিন, দিন ফুরালো
যাক্ সে ভালো
দিনের আলো চাইনে তত।
নয়নের ঝক্‌মকানি
সোনার ঐ অঙ্গখানি,
সে যেন স্বর্ণলতার
দুর্লভতার
ফলের ভারে পড়ছে ঢ'লে,—
রূপালি শুভ্র-হাসি
শেফালি পুষ্পরাশি
দশনের জ্যোস্না ঝরে
ওষ্ঠাধরের বিম্ব-তলে,—
হরষের তুফান যেন
বন্যা হেন প'ড়ছে গলে'
অনর্গলে।

৫

যেন সে বর্ষারাণীর
সম্বরষের মর্মবাণীর ঝর্ঝরাণি,—
নিয়ে যায় ধন্য মানি—
নিয়ে যায় আপূর্যমাণ
অচল মহান
ঐ-লাবণির সিন্ধু-জলে।

নয়নে চাও কি না চাও,
যদি চাও কা'র পানে চাও,
কোথায় যে যাও আকুল হ'য়ে ?
বিজলী ক্ষণিক জ্ব'লে
মেঘের তলে লুকায় ভয়ে।

উড়ে মন উতল হাওয়া
উধাও ধাওয়া
যায় না রওয়া চোখের আড়ে,—
বুঝি আর যায় না সওয়া
যায় না বওয়া
প্রতিক্ষণের প্রতীক্ষারে।

তোমার ঐ আঁখির আলো
হরিণীর চপল কালো,—
তোমারেই বাসবো ভালো
ভুলিয়ে দিয়ে—
হে মোর প্রিয়ে!

আমার এই আপন-ভোলা
নিখিল-ভোলা
দোদুল-দোলা পাখীর দাঁড়ে।

পড়াবো হে মোর প্রিয়ে!
পৃথিবীর কবির কবি মহাকবি
বঙ্গরবির কাব্য নিয়ে,
সে আমার গোপন-কথা
গোপন-ব্যথা
প্রাণের কানে গুনগুনিয়ে।

সোনালি সন্ধ্যাকালে,
সে যখন চাঁদের ফালি
পরায় ভালো আকাশ-ভালে,—
যখনি সজল হাওয়া
হিমেল হাওয়া
স্নিগ্ধ মধুর আবেশ ঢালে।

গোলাপের পাপড়ি ঝ'রে প'ড়লে পরেও,—
তবু তা'র হাস্য ভরে
অধর 'পরে
ধূলায় প'ড়েও।
তোমার ঐ অঙ্কোপরে
বক্ষোপরে হর্ষে সুখে,
অথবা তীর্থ-পীঠের
অনাদৃতের
ভাগ্যহত মলিন-মুখে,—

গোলাপের গন্ধ নিয়া
নয়নের মুগ্ধ আলো
তোমারেই বন্দনিয়া
না-পেলেও বাসবো ভালো।

কখনো হয় তো সখি!
অধরের গরল ভখি
চরমের মৃত্যুরে নীল কণ্ঠে বেঁধে,—
তোমার ঐ দেহের লতায়
পল্লবিত বল্লভতায়,—
অলক্ত-চম্পকের বরণ
লাবণ্যে যা'র ভুলায় মরণ
সান্ধ্য-সমীর
মত্ত অধীর বর্বরতায়,—

ভরে ওই হিল্লোলিত
আন্দোলিত
স্বর্ণলতায়
মর্মরতায়,—

তা'রে মোর বাহুর লতায়
গ্রন্থি-নিবিড় বন্ধে বেঁধে,—
তোমার ঐ কেশের রাশি
মৃত্যু-ফাঁসি
গলায় বেঁধে,
বলবো সেধে,—

অরূপ রতন

আমি আর বাঁচবো না তো
আশীবিষের বিষের জ্বরে,—
আমি আর ম'রবো না তো
অমর হবো দু'বার মরে'।
'নিতরাং'—তোমায় পাবো
বসুন্ধরায়,
সুতরাং পাবোই তোমায়
পুণ্যবলে সেই অমরায়,—
তুমি মোর হে উর্বশি!
অরুণ আলোর হে উষসি!
তোমার ঐ রূপের লহর
গভীর গহর
উর্মিমালা তুলবে বসি,
নন্দনেরি কুঞ্জে পশি।
তোমার ঐ নর্মবাণী
মর্ম-রাণী
মর্মে নিয়ে
আনবো গিয়ে,—

ডুবে ডুব-সাঁতার কেটে
পাথার ঘেঁটে
অরূপ-রতন আনবো তুলে—
তোমার ঐ রূপ-সাগরের
রত্নাকরের
গোপন মণির কক্ষ খুলে।

ভগ্নতরী

দেখি ডব্‌ডব্‌ ক'রে চেয়ে থাকা দুটি চোখ
কভু ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে ঢেলে দেওয়া আঁখিজল
হয় কুয়াসার মত অভিমান-নির্মোক—
নয় আশার আলোয় উজ্জ্বল ঝলোমল।

ডুবে ডুব দিয়ে সেই চোখে নাহি পাই তল
ওই নয়নের তারা আকাশেরি তারা যেন
নয় নীল সাগরের যেন ঘুমন্ত জল
আমি ঢেউ তুলে তুলে তা'রে বা জাগাই কেন ?

তুমি বলো না সে ঢেউ তোমারে কি দেয় দোল
বলো জাগিতে চাও না ঘুমাতেই ভালোবাসো
কভু স্বপনেও সখি ! করে সেকি উতরোল
নহে চকিতে নয়নে ক্ষণেক কেন না হাসো ?

ওই কাজল-আঁখির নীল-সাগরের
চোরা-শৈলের ঘায়
মোর জীর্ণ এ-ভেলা অবেলায় সখি,
ভাঙিয়া চুরিয়া যায়।

———

অভিমান

শ্রাবণের মেঘ নয়
এসেছে আবেগময়
　　মনে হয় এই বুঝি অভিমান—
এ নয় সে প্রেম নয়
নিকষিত হেম নয়
　　তাম্রলিপ্ত কিছু পরিমাণ !

জড়োয়ার সাত-নরী
কণ্ঠে জড়ায়ে মরি
　　বাঁকা-ঠোঁটে কোন পরী এল সে ?
ফুলে ফুলে ওঠে বুক
কেঁপে কেঁপে ওঠে মুখ
　　দুধে-আলতায় রঙ্ পেল সে।

প্রেম নয়, ছিল প্রেম
হেম নয়, ছিল হেম
　　এখন সে হ'ল খাদ-মিশানো,—
বিষাদ-বিধুর মুখ
হেরিয়া না পাই সুখ
　　সুধা যেন মিঠা-বিষে বিষানো !

আদি নাই, শেষ নাই,
মাঝখানে তরী বাই
　　থলকুল নাই বিলকুল তা'র,—
বরষায় ভরা জল
কোথা তীর কোথা তল
　　ঘূর্ণি ঘুরিয়া চলে অনিবার।

আমি ভাই খোলা-মন
বুঝি নাই ভোলা-মন
  ঢল নেমে আসে ঐ কোটালে—
জোয়ারের উত্তাল
ঢেউ ওঠে কি ভয়াল
  জল তা'র দুধ হেন ফোটালে।

ঢালো তেল বন্যায়
যদি কিছু অন্যায়
  ক'রে থাকো, মেগে নাও মাফ্ তা'র,
তরী হয় বানচাল
মাঝি ভাই! ধর হা'ল
  কর গান তালে তালে ভাটিয়ার।

জোয়ারের ক্ষণ আছে
ঢেউ তুলে জল নাচে
  তেমনি মনেরও আছে অভিমান,
মন তা'র ভাঙে পাছে
সরে' সরে' যাও কাছে
  অধরে কি পায়ে ধ'রে ভাঙো মান।

সেই কথাটি

"One word is too often profaned
For me to profane it,
One feeling too falsely disdained
For thee to disdain it." Shelley

সেই কথাটি ব'ল্‌বোনাকো
যে-কথাটির মানে, প্রিয়া—
পণ্যজীবী পণ্য করে—
অর্থ করে অর্থ নিয়া।
সবাই বলে 'ভালো' তা'রে
টাট্‌কা নয়কো নেহাৎ 'বাসি',
তবুও তা'র মুখের পরে
সদ্যফোটা ফুলের হাসি।
সেই কথাটি ব'ল্‌তে তোমায়
আমার ততই ভাল লাগে
যতই গালে বর্ণ ফলায়
দুগ্ধ-অলক্তকের রাগে।
ছন্দে সুরে ভারী সরল
চার-অক্ষরে, কক্ষে 'বাসা,'
তাহার সাথে মিলে যেটি
সেই কথাটি সর্ব্বনাশা।
বলি বলি সেই কথাটি
ব'ল্‌তে গিয়ে পারিনাকো
বুঝেও যদি বুঝ্‌তে না চাও
ইহার বেশী জানিনাকো।

—

"আঁখির অমিয়া অমরার"

এই তো এসেছ, আসিব না বলে'
কেন তবে মিছে শাসালে—
আমিতো বাসিব না-ই ব'লেছিনু
কেন মোরে ভালবাসালে ?
ওই আঁখি দুটি করি অনুনয়
আমারে ক'রেছে সখি তোমাময়
তোমার হৃদয় আমার হৃদয়
হেলায় ভেলায় ভাসালে—
বাসিব না ভালো ভেবেছিনু সখি !
তুমিই তো ভালবাসালে।

এই হৃদয়ের পাতায় পাতায়
লিখেছো কত না লিপিকা,
গোধূলি-ধূসর প্রদোষে নিশায়
জ্বালিয়া আরতি-দীপিকা,
পরে কোন পথে হারাইলে পথ
সেই হ'তে সখি মোর মনোরথ
তোমার দুয়ার পথ-নির্দ্ধার
পাইবারে গৃহ-পীঠিকা
সাজিয়া পসারী ফিরি পথচারী
অধরে তোমারি গীতিকা।

কত না তরাস ভয় সংশয়
সরিৎ-সাগর পারায়ে,—
একবার যেন চিনি-চিনি করি
আরবার ফেলি হারায়ে,
মনে শুধু জাগে পরিচিত আঁখি
বাঁধা করপুটে মোর রাঙা রাখী
এই পরিচয় মনে লাগে ভয়
কে দিবে তাহারে মিলায়ে—
যাহাদের মাঝে সে মোর বিরাজে
দিবে কি তাহারা ফিরায়ে ?

আজি আসিয়াছ মোর পথশেষে
শেষ হ'ল খেয়া-পারাপার
এস প্রিয়তমে, দেবতা আমার,
আঁখির অমিয়া অমরার,—
গড়ি আর ভাঙি নব নব আশা
ভাঙি আর গড়ি আরো ভালোবাসা
শ্যাম-দূর্ব্বার আসনে তোমার
রক্ত-চরণ রাখিবার,—
করতল তব মোর করতলে
অধরে অধর ঢাকিবার।

নারীর অস্ত্র

রমণীর চোখে দুটি মহাশর
একঘ্নী নহে অনেকে মরে,—
কভু অনুরাগে আঁখি ভর-ভর
কভু অভিমানে সে আঁখি ঝরে।

অনুযোগ

স্ত্রী :—

"পুরুষেরে কহ কথা অতি-প্রয়োজনে,
শুনিতে না শুনিতেই নাহি রহে মনে,
এক-কানে প্রবেশিল যদি কোনোরূপে,—
আর-কানে বাহিরিয়া যায় চুপে চুপে।"

পুরুষ :—

রমণীরে কহ কথা অতি-সঙ্গোপনে,
না-পোহাতে বিভাবরী শুনে সর্ব্বজনে।
দুই-কানে প্রবেশিয়া প্রকাশের তরে,—
একমুখে শতমুখ বিধাতার বরে!

অন্ধ-ভ্রমর

আজ রসনা বাচাল হ'ল
ব'লতে হ'ল নিষ্কপটে
এই লেখনী ধন্য হ'ল
চিত্র আঁকি চিত্তপটে।
লাবণ্যেরি ঢল-ঢল
আঁখি দুটির ছলোছলো
উচ্ছল ঐ তরঙ্গিণীর
তারুণ্যেরি দুইটি তটে—
তপ্ত তরল কাঞ্চনেরি
বন্যা হেরি সন্নিকটে।

আঁখির কালো ভোমরা দু'টি
শুভ্র শতদলের 'পরে
প্রান্ত হ'তে প্রান্তাবধি
অবিশ্রান্ত প্রয়াণ করে।
পল্লবিত তনুলতায়
উল্লাসেরি ঢেউ ব'য়ে যায়
কাশের বনে হাল্কা হাওয়া
কল্লোলেরি সৃষ্টি করে,
চূর্ণালকে পায়ের নখে
বক্ষ হ'তে কক্ষপরে।

হে পিয়ারি! মানসচারি
কৌতুকেরি রঙ্গরেখা
মিষ্টিহাসির ওষ্ঠপুটে
পৌর্ণমাসী যায় যে দেখা,
আল্‌গা ঢিলে ছন্দ মনের
মুক্তপাখী গহীন-বনের
বন্ধ হ'ল বনের গীতি
বনদেবীর সঙ্গে শেখা
উৎসবেরি উৎস তুমি
কল্পনারি কল্পলেখা।

অথৈজলে মীনের মত
মর্মে ডুবে বুদ্বুদ্ দিয়া
আমার মনোহরণ ক'রে
পালিয়ে গেলে হৃদয় নিয়া,
ছন্দে তালে সুরের ফেরে
আমার স্মৃতি ঘিরেছে রে
আমার মনের মুগ্ধ অলি
তোমার মধুগন্ধ পিয়া
ঐ অলকে অন্ধ হ'ল
কিঞ্জলক সন্ধানিয়া।

ভ্রমরের স্তব

তাপ নহে, শুধু তীব্র জ্বালা,
মরু নহে, মরুর পিপাসা,
মহৌষধি তুমি তা'র বালা,
বঞ্চিতেরে দিবে ভালোবাসা।

মারী নহে, মরি পলে পলে,
চক্ষে মুখে বিশ্বে নাহি রুচি,
পাতি কর বিম্বাধরতলে,
কুড়াইব অমৃতের কুচি।

দীপ নহে, নির্নিমিখ আঁখি,
তৃপ্তিহীন শুধু চেয়ে থাকা,
তৃপ্তি মোর কল্পলোকে থাকি,
শুচিস্মিতে! তব চিত্র আঁকা।

জরা নহে, জড়তা প্রবল,
দুঃখ নহে, হেন দুঃখ নাই,
অশ্রু নহে, বরষার জল,
অবিরল চক্ষে ঝরে তাই।

বাঁধা নাই তবুও বন্ধনে,
কে বাঁধিল স্মরণের রাখী,
কেহ নাই তবু আনমনে,
উদাস নয়নে চেয়ে থাকি।

লো অবলে! বলাকার সারি
উড়ে চলে সুদূর গগনে
নিবারিতে পারি কি না পারি—
উড়োমন উড়ে তা'রি সনে।

ওই স্নিগ্ধ সুগোপন নীড়ে,
আশা মোর বাঁধিয়াছে বাসা,
প্রাণ মোর প্রেমতীর্থ-নীরে
মিটাইবে মরুর পিপাসা।

মানসের মুগ্ধ-সরোবরে
লুব্ধ-মন ফিরে বারম্বার—
শতদলে শতবার ক'রে
মুখরিয়া তৃষিত-ঝঙ্কার।

কূলে কূলে পূর্ণ কালোজলে
তরঙ্গের দোদুল-অঞ্চল—
মুক্তি মোর রক্ত শতদলে
ফুটিয়াছে যৌবনচঞ্চল।

আনন্দের অরবিন্দ খানি,
পরিমলে মলয়-সৌরভ,
কাব্য নহে, এ গুঞ্জন-বাণী
কানে কানে ভ্রমরের স্তব।

ভ্রমর ও পতঙ্গ

ভ্রমর গোলাপে কহে ঃ 'আমি তোরে কত ভালবাসি
রজনী প্রভাত হ'লে নানাছলে তাই নিতি আসি।'
পতঙ্গ শুনিয়া কানে হাসিয়া বিদ্রূপ করি কহে—
'লম্পট কি জানে প্রেম ? মন তা'র মধুপানে রহে ;
প্রিয়া মোর দীপশিখা, আমি তা'র রূপে পুড়ে মরি,
ভস্মীভূত প্রাণ, তবু প্রেম ফিরে হাহাকার করি।'

চকোর ও চাতক

তোমার পানে চেয়ে চেয়ে—
মাতাল হ'য়ে উঠলো মন
তুমি রাজার মাথার মণি
হায়রে আমি অকিঞ্চন!

দীর্ঘ দড়ির বেষ্টনীতে
পশুর মত লুব্ধ চিতে
সবুজ তোমার শস্যকণায়
বৃথাই করি আকিঞ্চন,—
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয়—
চোখেই করি আস্বাদন!

৬

রাজ-প্রাসাদের মস্ত ভোজন
আয়োজনের ঘটাই কত !
সমারোহের সমাপ্তি নাই
রটেও যত, ঘটেও তত !

আমি রাজার খাস বয়স্য
মধুর ভাণ্ড আমার হাতে,—
হাতে পেয়েও পাতে না পাই
প'ড়বো ধরা হাতে-নাতে !

অপর্য্যাপ্ত লেনা দেনা
আমার তবু সাধ মেটেনা
আমার আঁখি, মরুর পাখী
সিন্ধুতীরে তৃষ্ণাহত,—
অসীম বারি, অগাধ বারি—
নয় কভু সে ওষ্ঠাগত।

রূপের হাটের সোনা-দানা
সকল সোনা হ'ল মাটি—
আমার চোখের নিকষ মণি
তোমায় ছুঁয়ে বুঝলো খাঁটি।

রূপের রাণী অনেক জানি
আলেখ্যেরি চিত্র লেখা
নুরজাহানের রাহাজানি—
সে রূপে নাই রসের রেখা।

চকোর ও চাতক

সাগর ছেঁচে উঠলো মাণিক
পূর্ব্বরাগের আভা চুমি
আবার ছেঁচে উঠলো সুধা
পাত্র নিয়ে উঠলে তুমি!

দেব-দানবের মহাসমর
লাগলো তখন আমার বুকে
একটী শুধু শব্দভেদী
সদয় হ'য়ে প্রাণটুকুকে—
মুক্তি দিল পাখীর মত,
সে পাখী মোর রাত্রি-চরা
দিনের আলো চায় না যে জন
তুচ্ছ মানে বসুন্ধরা!

নীল আকাশের দীপাবলী
সাঁঝের তারা ভোরের তারা
তোমার পানে চেয়েই থাকি
পান্থ আমি পন্থাহারা।

দশ দিকেরি খবর জানি
তাইতো সখি বেছে নিলাম
নয়টী দিকেই যায় না নয়ন
দশমে তাই দৃষ্টি দিলাম।

দশমীর ঐ শশীর পানে
চকোর নীরব দৃষ্টি হানে
বুকের চাতক স-রবে চায়—
ভাঙবে গরব তা'ও সে জানে।

ফটিক জলের বিন্দুকণা
হায় ললাটের বিড়ম্বনা!
ঢাকবে শশী মসী-মেঘে
যে মেঘ নিঠুর বজ্র হানে,—
উড়বে চাতক, পুড়বে পাখা,
মরবে চকোর অভিমানে।

———

মীন-কেতন

হে প্রিয় বান্ধবি!
মৌনেরে মুখর করি, মূকেরে করেছো তুমি কবি!
তোমার স্নেহার্দ্র নেত্র দিয়া
যে-মূর্ত্তি হেরেছো মোর
বিশ্বের সৌন্দর্য্য চয়নিয়া,—
সে-মূর্ত্তি আমার নহে
না না সে কাহারো নহে
সে শুধু ফাল্গুনে রহে
বসন্তের বরবর্ণ নিয়া।

আদিম 'আদম' হতে 'ইভা'র নয়ন-রশ্মি
প্রিয়তম রচিল উত্তম,
নরের নয়নে নারী, নারীর নয়নে নর
চির-তিলোত্তমা তিলোত্তম।

দয়াময়ী, মায়াময়ী,
কায়াময়ী, ছায়াময়ী,
চির-প্রহেলিকাময়ী নারী,—
আমারে বিশ্বের মাঝে
বিশ্বেরে তোমার মাঝে
আহরিলে অর্থ কিবা তা'রি
অপার রহস্যময়ী নারী!

তুমি নারী আমি নর—
এ বাঁধনে পরস্পর
আমাকে ও আপনাকে
সাত পাকে রাখিলে বাঁধিয়া,—
রূপ নাই রশ্মি নাই
বিদ্যুৎ খদ্যোত নাই—
দোঁহে দোঁহাপানে চাই—
দোঁহাকার নয়ন ধাঁধিয়া।

শষ্পে তৃণে বৃক্ষে দ্রুমে
ব্রততী মাধবী সহকারে
তোমারি তো হাতছানি
জানি আমি, আমি জানি,
অন্তরালে টানিছে আমারে।

অন্তরের অন্তস্তলে
যেথা মণিদীপ জ্বলে
অচপল সুধাস্নিগ্ধ ভাতি,
দিন নাই, সূর্য্য নাই,
কলহ-কল্লোল নাই,
শুধু তারা-পুষ্পভরা রাতি।

তুমি শুধু সাথী মোর
হয় নাকো নিশি ভোর
বাণী নাই ধ্বনি নাই মুখে,
নয়নে নয়ন দিয়া
অধরোষ্ঠ মিশাইয়া
সোমসুধা পান করি সুখে।

তা'র পর, তা'র পর
আর নাই, তা'র পর
কথায় কথাই বেড়ে চলে—
পুরুষ রমণী নাই
তা'র পর ডুবে যাই
প্রলয়ের পয়োধির জলে।

মীন-কেতনের সনে
ডুবে যাই নিশ্চেতনে
কে পুছে কে বলে তা'র পরে?
সে সলিলে ঢেউ নাই
বুঝাবার কেউ নাই
বুঝে তবু সর্ব্ব নারী-নরে।

সহজানন্দ

আমি জানিনে, আমি জানিনে,
আমি জানিনে সে কোন মহামুহূর্ত্তে
পারিনে বলিতে পারিনে,—
এসেছিনু কোন অসীম পারায়ে
দিগ্বলয়ের চিহ্ন হারায়ে
বাঁধিল কা'রা এ মাটির মায়ের—
স্নিগ্ধ হরিৎ আঁচলে ?
কে আনিল মোরে—কে দানিল প্রাণ ?
ভূমিষ্ঠ শিশু রোরুদ্যমান
কেবা শুনাইল ঘুমভরা গান
নয়ন আঁকিল কাজলে ?
আমি স্বয়মাগত সুস্বাগত
জানিনেকো পথ তা' বলে।

নিশীথের ঘন কালোর মাঝারে
শিহরে গহীন বনানী
বক্ষে কতো-না বেদনার ভার
চোখে জলভার না জানি,
প্রভাত অরুণ দেয় রাঙা আলো
নব কিশলয়ে সে রঙে রাঙালো
আমার অধরে সে রাঙা মাখালো
আঁখিরে করালো স্নান,—

শ্যামল হরিৎ পিঙ্গল পীত
নীলিম ধূম্র তাম্র লোহিত
রূপ রস ঘ্রাণ হইল বিদিত
ভরিয়া উঠিল প্রাণ।

পরিচয়? চাহো পরিচয়?
কই অপরিচিত তো কেহ নয়
কোন কিছু নয়,—
আমি যেন স্বামী সহজানন্দ
নহি সন্ন্যাসী, কোরো না সন্দ,
খেলিয়া ধুলিয়া তুলিয়া ছন্দ
করেছি ভুবন জয়
মোর পরিচয় নাই, পরিচয় তাই
শুধাইলে করি ভয়।

আমি কবি, আমি শিশু ভোলামন
খেলা করি নিয়ে পরশ রতন
জীবধাত্রীর লভিনু লালন
শ্যামল কোমল কোল
ঋতুচক্রের ঘূর্ণি-বলয়
সিক্ত স্নিগ্ধ শিশির মলয়
পরশে পরশে ভুলায় ছলয়
দোলায় দোদুল দোল।
আমি জানিনেকো আমি জানিনেকো
মিছে প্রশ্ন কেন বা কর?
জানেনা যেজন তা'রে অকারণ
শুধানো কেমনতর?

তিমির-পথ-যাত্রী

আঁধার হইতে এসেছি আলোকে
বেসেছি ভালো সে আলোকে
দুলিছে দোদুল নিখিল ভুবন
তাহারি পরম পুলকে।
নাচিল নয়ন শ্রবণ শিহরে
নাসা সে সুরভি আঘ্রাণ করে
অঙ্গে অঙ্গে লভিয়া পরশ
রসনায় রস আহরি,—
শিশু-মদে মাতি হইনু বন্য
পোহাইলে রাতি হইনু ধন্য
বিনা পণে কিছু লভিনু পণ্য
সকল দুঃখ পাসরি।

এবে তাই আমি সহজানন্দ
সবারে জানাই প্রণতি
তোমার দেহের দেব মন্দিরে—
আমার প্রাণের আরতি।

প্রেমের পরম কথা—

প্রেমের পরম কথা নহে শুধু এই মাত্র সার
প্রেমাস্পদ বিনা অন্য কিছু ভালো নাহি লাগে তা'র ;
প্রেমের পরম দশা বলি তা'রে যে দশার কালে
যাহা কিছু পড়ে চোখে তা'রে হেরে তা'রি অন্তরালে।
অবরেণ্যে বররুচি কালোরূপে লাবণ্যের আলো
আনন্দের প্রসাধনে অচেত-চেতনে বাসে ভালো।

তিমির-পথ-যাত্রী

প্রিয়ায়—
লব হিয়ায়,
লব কণ্ঠে ক'রে কণ্ঠী—
মনের সনে—
মিশিয়ে নেবো—
প্রিয়ার সাদা মনটী।

নির্নিমেষে নিরীক্ষণে
বদ্ধ হ'য়ে—পদ্মাসনে
ধেয়ান করে চোখের তারা—
গৌরতনু তন্বী—
রূপের শিখা চক্ষে দেখে
পরশ নেবো অঙ্গে মেখে
ভিক্ষু যেন ভস্ম মেখে—
সেবন করে বহ্নি।

প্রিয়ায় নিয়ে তীর্থে যাবো
তীর্থ হ'বে ধন্য,—
প্রেমের চেয়ে আর কি পাবো
মূল্যে বড় গণ্য?
প্রিয়ায় ক'ব মনের কথা
নিশুত হ'লে রাত্রি—
পাথেয়হীন পথিক দোঁহে
তিমির-পথ-যাত্রী।

চোখের বালি

চোখের বালি
ধুইয়া দিব
আমার আঁখি-জলে
রাখ গো তব
আয়ত-আঁখি
আমার আঁখি-তলে।
কিসের ছায়া
মরম-পাতে
সৃজিল আঁধিয়ার ?
কিসের দুখে
দীরঘ-শ্বাস
গভীর হাহাকার ?

অলকে কর
বুলায়ে দিব
বেদনা যাবে ভুলে
চাও গো মোর
নয়ন-পানে
নয়ন দুটি তুলে।
না-হয় মোরা
রহিব দোঁহে
সকল সুখ ভুলি
কুটীর কোণে
মাটীর দীপ
জ্বলিবে শিখা তুলি।

সাঁঝের বাতি
করিয়া সাথী
রুধিব দুজনায়—
দিনের আলো,
যদিও কালো—
নয়ন ব্যথা পায়।
কহিব দোঁহে
দোঁহার কথা
কেহ না যদি শোনে
শোনে তমসা
তন্দ্রালসা
অর্দ্ধ-জাগরণে।

গগনে তারা
আপনা-হারা
চাহিবে মিটি মিটি
দূরের বাঁশী
শ্রবণে আসি
গাহিবে মিঠি মিঠি।
মর্ম্মে যত
বেদনা, যত
গোপন কথা গুলি
কহিব কত,
কহিতে গিয়া
কখন যাব ভুলি—

হৃদয়ে যাহা
গুমরি উঠে
কণ্ঠে তাহা
না যদি ফুটে
নীরব ভাষা
ভাতিবে নয়নে

কেহই ভাল
না বাসে যদি
না আসে কেহ
নিকটে যদি
একেলা ভাল-
-বাসিব দুজনে

যাদুকরী

কেন আস কেন যাও
ফিরে ফিরে কেন চাও
শুধাইলে কেন কিছু বলনা,—
দলিত চরণতলে
হৃদয় কাঁদিয়া বলে
কোথা যাও, ফিরে চাও ললনা।
নূপুর রিণিকি ঠিনি
ভ্রমর-গুঞ্জন-জিনি
মন্ত্র পড়ি দিয়া মোর শ্রবণে,—
তুমি কোন যাদুকরী
ভুলাইলে মরি মরি!
চাহিয়া চটুল চারু নয়নে।

অনুপমা

রূপ তো নাই তা'র
তেমন রূপ আর
তবুও পড়েনি তো নয়নে,—
উর্ব্বশীরও শির
নমিত হয় তা'র
কোমল-নবনীত চরণে।
গুণের পারাবার
নহে সে, তবু তা'র
কি যেন কমনীয় মাধুরী,—
রমণী-সুলভতা
শান্ত নীরবতা
নাহিক ছলা কলা চাতুরী।

মানসী

নয়নে তোমার উষার আলোক ফুটেছে
ওগো অরুণ-অধরে বিম্ব বুঝি বা ফেটেছে
চঞ্চল-করে কুন্তল-পাশ
আলু থালু করে পাগল বাতাস
অঙ্গ-সুরভি গন্ধরাজেরে জিনেছে।

অঙ্গুলি-গুলি চম্পক-কলি নহে কি?
ওগো কুসুম-পেলব-অঙ্গে পরশ সহে কি?
শঙ্খ-ধবল-হাসিটী তোমার
নহে কি জ্যোৎস্না-হসিত-নিশার
রৌপ্য-তরল-নদী তরঙ্গ নহে কি?

রূপের আড়ালে অপরূপ কালো অলকে
বুঝি মেঘের আড়ালে বিজলীর আলো চমকে
কর-পল্লবে ঝরে আনন্দ
নূপুরে নাচিয়া উঠিল ছন্দ
শত শতদল ফুটিল চরণে পুলকে।

রাঙা কপোলের রাগে দাড়িম্ব বিদরে
ওগো যৌবনে ভরা বরষার নদী শিহরে
চলিতে চলিতে থমকি থমকি
রাম-ধনু-রাগ চমকি চমকি
আঁখি-ছল-ছল তৃণ-দল চাহে কাতরে।

নয়নের কোণে চকিতা হরিণী চাহে কি?
ওগো অবনত-মুখে অবগুণ্ঠন সহে কি?
শশাঙ্ক-মুখে শশকের লাজ!
কেন কুণ্ঠিত? সরমে কি কাজ?
মরমের কথা নয়নে লুকান রহে কি?

লাবণ্যময়ী

(মাত্রাবৃত্ত অমিত্রাক্ষর)

অয়ি, উচ্ছল-ফেনিল স্নিগ্ধ-সুধা
পরিপূরিত-কাঞ্চন-পাত্র-করে
কর পল্লব-যাবক-রাগ-ভরা
শুভ শঙ্খ-বলয়-তটে রত্ন-ভূষা।

হেরি মুগ্ধ-মধুর অনুরাগ-ভরা
সখি, শুভ্র-জ্যোৎস্না-মাখা দৃষ্টি তব
ঐ নীল-নলিন-নিভ-নেত্র-তটে
মরি উজ্জ্বল-কজ্জল-কৃষ্ণ-রেখা।

সখি মঞ্জু-মেখলা-খানি তোমারে ঘিরি
রিণি ঝিন্নিরে ঝঙ্কারে মন্দ মৃদু
তব চঞ্চল-শিঞ্জিত-পাদ-যুগে
মণি মঞ্জীর গুঞ্জরে ভৃঙ্গ-সম।

স্থল পদ্ম ফুটিল পায়ে রক্ত রাগে
কত ছন্দের ঝঙ্কার সঙ্গে তুলি
মণি মঞ্জুষা-সম্পদ বক্ষে ভরা
নব বঞ্জুল-মঞ্জরী ফুল্ল ফুলে।

নব মালতী-মল্লিকা সঙ্গে গাঁথা
সখি দুল্‌ল সে মালিকা কণ্ঠতলে
মণি বন্ধে-চরণে ফুল-বন্ধ বাঁধা
মুখে লোধ্র-কেশর-রেণু রঙ্গে মাখি।

মম মঞ্জিলে মঞ্জুল কুঞ্জ-বনে
মধু মাসে মধূৎসবে দেবী হবে
কত মর্ম্ম-কথা ক'বে নর্ম্মভাষে
মম মর্ম্ম-মধুব্রত কর্ণে তব।

ধূলা

কেমনে বাঁধিব হিয়া পরাণ ধরি,
যে অবধি গেছে পিয়া বিরহে মরি।
যে দেশেতে গেছে পিয়া
কামনা পূরাব গিয়া
সে দেশের ধূলা হয়ে রহিব পড়ি,—
কেমনে বাঁধিব হিয়া পরাণ ধরি।

যবে পিয়া যাবে চলি, চরণ-তলে
ভয়ে ভয়ে পরশিব চুমার-ছলে।
চলিতে সে পা'য় পা'য়
বাজিয়া বাজিয়া যায়
পুলকের রিণিঝিণি নূপুর-দলে,—
শুনিব গোপনে রহি চরণ-তলে।

পবনে উড়িয়া কভু অধরে প'শে
ডুবিয়া অমর হব অমৃত-রসে।
কভু তা'র সারা-গা'য়
পরশ বুলায়ে হায়
প্রিয়ারে মাখিয়া লব সুখ-রভসে,—
বসনে ভূষণে কেশে হাসিব ব'সে।

———

যাও

"নিষেধ-বেশো বিধিরেষ তেহথবা"—শ্রীহর্ষ।

'এসো'-মানে 'যাও' আছে লোক-ব্যবহারে
'যাও'-মানে 'এসো' হইবে এবারে
প্রিয়ার নূতনাচারে।
ধরিয়া এবার বৈয়াকরণে
আভিধানিকের শ্রবণে গোপনে
চুপি চুপি প্রিয়া বলিব তোমার
নূতন টীকা,—
প্রথম-দৃষ্টি হ'তে বিনিময়
গাঢ় হ'ল এবে যবে পরিচয়
শিখালে আমারে তব অভিধানে
প্রথম লিখা।

'যাও'-বলে মুখে ফিরাবে যখন
'এস এস' বলে ডাকিবে নয়ন
নয়নে অধরে অরুণ আঁখরে
রহিবে আঁকা,—
কপোলে ভাতিবে তাহারি আভাস
গাঢ় হবে স্বর গদ-গদ-ভাষ
অভিধা ছাড়িয়া ব্যঞ্জনা দিয়া
ভাষ্য বাঁকা!

যাও

প্রথম যেদিন মুখ-পানে তব
চাহি রচিলাম গীত নব নব
আঁখি-পরে আঁখি রাখিয়া কহিনু
করুণ সুরে,—
"ঐ আঁখি মোরে ক'রেছে পাগল
হৃদয়ে বৃথাই রুধিয়া আগল
বারে বার মিছে করেছি শাসন
অয়ি নিঠুরে"।

কুটিল নয়নে ভ্রুকুটী করিয়া
দশনে নধর অধর চাপিয়া
'ছি ছি যাও'-ব'লে গিয়াছ হাসিয়া
চাহিয়া ফিরি,—
বুঝায়ে দিয়েছে সে দিঠি আমায়
অপাঙ্গে তব যে মিঠি ভাষায়
লিখেছ লেখনী কাঁপিয়া কখনো
কখনও ধীরি।

"'যাও'-মানে ভুল বুঝনা হে প্রিয়!
মোর কথা মনে রাখিও রাখিও
আসিও যখনি পড়িবে আমারে
বলিয়া মনে",—
আমি বলি "প্রিয়া মনে পড়ে নাকি
ফিরালে আমারে পিপাসিত-আঁখি
অধর তৃষিত-চকোরের মত
বিদায়-খনে?

ঐ মুখ-সুধা চাহিয়া যখন
আদরে সোহাগে সাধিনু তখন
আধো-হাসি হেসে লুকালে মু'খানি
ঘোমটা টানি,—
লুব্ধ মুগ্ধ অবোধের মত
আধ-ফোটা-ফুলে ভ্রমরের মত
সাধিনু ফিরালে 'ছিছি যাও'-ব'লে
সরম মানি।

মান-ভরে যবে হে অভিমানিনি!
বাঁকায়ে গ্রীবাটী মরাল-গামিনি
যাও ফিরে ধীরে ফিরেও না চাও
অয়ি পাষাণি!
আমি ভয়ে ভয়ে সাধিয়ে সাধিয়ে
পায়ে ধরি 'ওগো ফিরে চাও প্রিয়ে'—
—বলিয়া সাধিনু রুষিয়া বলিলে
'যাও গো জানি'।

তা'র পরে সুখে দুখে কতদিন
গেল চলি কত বরষ নবীন
বসন্ত-শেষে সাড়া দিয়ে গেল
কুঞ্জ-দ্বারে,—
মাধবী-অশোক-শ্বেত-করবীতে
মালাটী গাঁথিয়া তব কবরীতে
দোলায়ে দিয়েছি গোলাপ-গুচ্ছ
কণ্ঠহারে।

জড়ায়ে দিয়েছি পরশ-বিভোল-
বাহু-বেষ্টনে কপোলে কপোল
রাখিয়া, যাচিয়া ফিরেছি ভিখারী
চুমাটি চাহি,—
সংযত করি শিথিলাঞ্চল
বক্ষ-নিচোল চল-চঞ্চল
কহিলে আমায় 'যাও যাও ছি ছি
সরম নাহি'।

আমি বলি "প্রিয়া, এমনি যখন
'যাও যাও' ব'লে ফিরালে তখন
'আসি'-ব'লে আজ যাই চলে, আঁখি
যেদিকে চলে,—
'এস'-ব'লে আজ দাও গো বিদায়,
এত সাধাসাধি আমারি কি দায় ?—
'এস' বল সখি আজিকে বারেক
বিদায়-ছলে"।

তুমি বল "মরি, এমন কখন
দেখিনি অবোধ জানে না যেমন
অবলার বলা কখনো আবার
এমনি ক'রে,—
মানে ধ'রে ধ'রে করে রাগ রোষ
আমাদের কভু নাহি কোন দোষ
মুখে বলি 'যাও' মনে তার 'এস'—
অর্থ ধ'রে।

তোমরা কেবল পাঁজি পুঁথি পড়ি
প্রলাপের মত কথা গড়ি গড়ি
কি জানি কুহক-মন্ত্র পড়িয়া
কবিতা গানে
নিজের কথায় কর কলরোল
নিজের ব্যথায় চির-উতরোল
মৌন মোদের হৃদয়ের ভাষা
শোনো না কানে"।

মৌন হইয়া রহিনু শুনিয়া
একটুখানি
মনে হ'ল যেন দেখিনু ভাবিয়া
আমিও জানি
চোখের সে ভাষা, চোখে বোঝা যায়,—
যায় না কানে,—
নয়নের পথে মরমে পশিয়া
বোঝায় মানে।

সে-ভাষা প্রথম বালার্কে হেরি
সরসী-বক্ষে অরবিন্দেরি—
মৌন অধরে ফুটে থরে থরে—
সকৌতুকে
শস্য-শীর্ষে ঢেউ তুলি তুলি
তরু-মর্ম্মরে উছলে আকুলি
পাখীর কূজন গভীর বিজন—
বনের বুকে।

শুনেছি সে সুর সেই আধো-বাণী
নদী-জল হ'তে কৌমুদী ছানি
কল্লোল-খানি মিশায়ে শিশুর
হাস্যে গানে,—
সে-ভাষা প্রেমের প্রথম প্রণীত
কিছু হয়, কিছু নয় প্রকাশিত,
মরমের কথা চির-পুরাতন
প্রেমাভিধানে,—
তবু সে নূতন, নিতুই নূতন
নব প্রণয়ের নব বিধানে।

পূজায়োজন

তাই হোক ওগো তবে
তোমার পূজার আয়োজন-ভার
তুমিই আপনি লবে।
তুমি নিজ-করে তুলি ফুল
আপন কণ্ঠে দোলাইবে মালা
শ্রবণে দোদুল দুল।
কুসুম-পরাগে গৈরিক-রাগ
বসনে মাখিয়া কস্তুরী-ফাগ
মুক্ত-অলক দোলাবে দখিন-পবনে,—
মন্ত্রণা করি মধুকর-কুল
আসিবে ছুটিয়া ত্যজি যত ফুল
তব কুন্তল-গন্ধ বিলাবে ভুবনে।

বিহগ-কণ্ঠে কল-কল-রব
ফুল-সৌরভে তব গৌরব
তব লাবণ্য ফুটিবে বন্য-প্রসূনে,—
তব নিঃশ্বাস মদির-গন্ধ
মধু-মদরাগ বিলাবে মন্দ
রক্তিমা তা'র ফুটিবে উষার অরুণে।

পরশে তোমার মৃত বনভূমি সরসা
স্নেহ-বিগলিত-নয়নে গলিত বরষা
কেতকীর কানে কহিবে কে জানে কত কি,—
তাহার নিভৃত কথাটি গোপনে
শুনিয়া শিখিয়া লবে মনে মনে
অমৃতের ধারা পানে মাতোয়ারা চাতকী।

শিখাবে আমারে আনন্দ-গান
তব পূজনের মন্ত্র মহান্
সব অভিমান লুটাবে চরণ-ধূলিতে,—
সান্ধ্য-সোনালী ঘন নীলিমায়
তোমারি বর্ণ ছড়াবে সেথায়
আঁকা-বাঁকা-রেখা শিল্পী-শিশুর তূলিতে।

ফুটিয়া উঠিবে আলেখ্য তব
আলোয় ছায়ায় অতি অভিনব
লুকোচুরি খেলা খেলিবে মেঘেলা শোভাতে,—
তিলে তিলে আমি করিব চয়ন
যা কিছু উজল, যা কিছু হিরণ,
যা কিছু নিবিড়, মধুর সন্ধ্যা প্রভাতে।

শশি-তারকায় যে আলোক ভায়
কজ্জল-রেখা আঁখি-তারকায়
চঞ্চল আলো বিজলী-উজল-নয়নে,—
তুমি ওগো তুমি হবে পরকাশ
ভরিয়া উঠিবে নিখিল আকাশ
মত্ত বাতাস লুটিবে উদাস বসনে।

তুমি ওগো প্রিয় প্রেয়সী আমার
যোগাইয়া দিয়া সব সম্ভার
আপনি আসিয়া আপনারে দিবে আমারে—,
আমার চক্ষে মুগ্ধ চকোর
চাহিবে তৃষিত স্রোতোবেগ মোর
নদীজল-সম সাগর লভিবে তোমারে।

মোর রাখালিয়া বাঁশী

বাঁশরী পেয়েছি হাতে কৈশোর-প্রভাতে
ধূলি-ধন্য জীবনের খেলার বেলাতে
মোর রাখালিয়া বাঁশী।
শিখানো সে নয়—
শিখায় নি কেহ মোরে প্রাণ-মনোময়—
যে সুরে উঠেছে কাঁপি আরণ্য মর্ম্মর
যে ছন্দে কাঁপায় পাখা পাগল ভ্রমর
বন্য ফুলকলিটিরে মুগ্ধ করি করি
তাই গাহিয়াছি গানে, রাখিয়াছি ধরি
গাঁথিয়া বাঁশীর সুরে।

বেদনা গভীর
রাত্রিদিন ধরি মোরে করে সে অধীর
মহামৌন-পারাবারে আকাশে বাতাসে
তাহার হিল্লোল দোল উত্তরিয়া আসে
মর্ম্মের রহস্য-লোকে।

কেতকী পরাগে
প্রসাধিত মধুকর, কণ্টকাগ্র-ভাগে
ছিন্ন পক্ষ আপনার হেরি ক্ষুব্ধ লাজে
দূরে চলি যায় যবে বক্ষে মোর বাজে
সহানুবেদনা তা'র।

বাজে মোর বাঁশী—
দীর্ঘশ্বাসে উভরায় কণ্ঠে পরকাশি
সগদ্‌গদ অশ্রুজলে যে ব্যথা উথলে
ধরণীর অন্তঃপুরে যবনিকাতলে—
তাহারি কম্পন তুলি' সুরে মূর্চ্ছনায়—
হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ফুটে বেদনায়—
করুণ বেহাগে।

আসে যবে সূর্য্যালোক
পূর্ব্বাচল-পথে, ধন্য মানি সে আলোক
মাখে পৃথ্বী মৃত্তিকার পরতে পরতে
উদয়ের বর্ণমালা।
আসে স্বর্ণরথে
বিভাবসু

বিহগ বাজায় তূর্য্যধ্বনি,
কুলু কুলু গাহে নদী, আপনা আপনি,
আনন্দের হুলুধ্বনি উর্ম্মিমালা তুলি,—
ঘর ছাড়ি বাহিরিয়া ঘর যায় ভুলি
কৃতাঞ্জলিপুটে তা'র সুবর্ণ-সুন্দরে
উষার কনকপদ্মে বরণ সে করে
ধরার বাসরঘরে, পড়ে ঝরি ঝরি
অম্লান-প্রভাতরশ্মি গলিয়া ঝর্ঝরি
মাণিক্য-কিরীট হ'তে।
কত যাত্রী আসে
জানা অজানার মেলা প্রতি বারোমাসে
ষড়ঋতু প্রদক্ষিণ করি নিয়মিত
স্বেচ্ছায় সানন্দ গীতি গাহে পরভৃত
ফাল্গুন-কুলায়ে বসি।
সমতল-পথে—
কেহ আসে কেহ যায় দুর্গম পর্ব্বতে
দুস্তর-সাগরে কেহ, কেহ বসি তীরে,
যে গিয়া ফিরিল নাকো, ব্যর্থ আঁখিনীরে
বসিয়া প্রহর গণে সে যাত্রীর লাগি,—
আমিও বাজাই বাঁশী তা'রি অনুরাগী
সে যদি কখনো ফিরে।
বিচিত্র-আহ্বানে
তাহারে শুনাতে চাই, সুর-দেওয়া গানে
আপন প্রাণের সুরে, সেই অধরায়
অধরে বাঁশরী চুম্বি সুর উড়ে যায়
বলাকা মানস-পথে।

মোর মানসীরে
শুনাতে বাজাই বাঁশী ভাসি আঁখিনীরে
বসি যাতায়াত-পথে, পথে যায় লোক
আগ্রহে চাহিয়া দেখি।

চম্পক অশোক
ঝরায় অঝোর রেণু, বেণুবন হ'তে
পবনের স্বনস্বনি গোধূলির পথে
উড়ায় গোক্ষুর-ধূলি।

বাজে মোর বাঁশী
যাহার শ্রবণে পশে তাহারে উদাসী
করে সে উদাস-সুরে।

দিগন্তের পার
আবার ডুবিলে দিন রজনী আবার
আসিবে পাখীর মত সাপটিয়া পাখা
ঘনকৃষ্ণ মহাপক্ষ কুয়াসায় মাখা
স্বপ্নময়ী দুরাশায়।

দূরে নীহারিকা
আমার নয়নে পড়ে কি রহস্য লিখা
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে তা'র।

বাজে মোর বাঁশী
অশ্রুসিক্ত দীর্ঘশ্বাস আশামিশ্র হাসি
সঞ্চারি উচ্ছ্বাস গাহে আবাহনী গান
আনন্দের কলধ্বনি কল্লোলের তান
তটিনী-নটন-ছন্দে।

স্মৃতির কাঁটা

বাজে বাঁশী খানি,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে উঠে সুর, সুরভি-সন্ধানী
মন্দার-মদিরা-মত্ত ভ্রমরের মত
তাহারি সন্ধান করে সুর-মধুব্রত
সুরের পিয়াসী যারা, তাহারি সন্ধানে
কস্তুরী-কুরঙ্গ সম খুঁজে সবখানে
কাঁদিয়া কান্দিগ্‌ভূত।

খুঁজিয়া সে মরে,
কোথায় থাকিয়া মৃদু চুপিচুপি-স্বরে
কখনো সঙ্গীতে, কভু বংশীধ্বনি ক'রে
জানায় সন্ধান ত'ার।

বাহিরে ভিতরে—
কি যেন সঙ্কেত করি করে আনমনা
একমনে শুনি-তবু তত্ত্ব মিলিল না
এত মৃদু কণ্ঠ তা'র।

আমি শুনিয়াছি
দূরে নহে, দূরে নহি, আছি কাছাকাছি
তবুও খুঁজিয়া বুলি, গায়ে মাখি ধূলি
এই রাখালিয়া বাঁশী বাজাইয়া বুলি
তাহারি উদ্দেশে ফিরি,—যদি ভালবাসি
রাখালে সে মনে করি ধরা দেয় আসি।

স্মৃতির কাঁটা

তোলাপাড়া অনেক ক'রে,
মনে মনে অনেক পড়া বোঝা
কোন্নগরে গেলাম চ'লে রাস্তা ধ'রে সোজা।
কারণ? কারণ মিছে খোঁজা।
বেশী তো দূর নয়কো মোটে
গ্রাম্য গোঠে সন্ধ্যা নামে-নামে,
পল্লীবালা পথের বাঁকে
থাকে থাকে
পিছন ফিরে থামে।
সাথের শিশু পিছিয়ে পড়ে পাছে,
দিনের আলো আর কিছু কি আছে?
ঝোঁপে ঝাড়ে
আঁধার বাড়ে
অস্ত-মেঘে একটু শুধু রাঙা
সন্ধ্যাভরা অন্ধকারে ভ্রান্তি-ভুল-ভাঙ্গা
একটী শুধু রাতি—
রাত পোহালেই ফিরতে হ'বে—
কিম্বা রাতারাতি।
রাত কাটিয়ে কোনরূপে
পাশ কাটিয়ে চুপে চুপে
এলেম ফিরে ধীরে,—
উষার আলো—
যেই ফুটালো সূর্য্যমুখীটীরে।

সেই আলোকে দেখ্‌ল যারা
আত্মহারা
চেয়ে মুখের পানে
বল্‌লো কানে কানে—
"কোন জহুরী গলিয়ে মরি
গ'ড়লো রে তোর সোনা,
কোন পথে বা তাহার আনাগোনা?
যা'র পরশে দৃষ্টি ভর-ভর
যাহার সোহাগ-সোহাগাতে
গলিয়ে দিল, রাত পোহাতে
যায় না মানুষ চেনা এমনিতর!"
এখনও সেই কোন্নগরে
ঘরের কোণে চিত্ত মাথা কোটে
স্মৃতির কাঁটা রাত্রি দিনে
বক্ষে শুধু ফোটে।

বাসা-বদল

ভাঁড়ার হইতে হাঁড়ি কুঁড়ি আর ডেয়ো ঢাক্‌নার ঝুড়ি
এটা ওটা নাড়ি, তুলি পাত্তাড়ি, উঠি বসি হামাগুড়ি।
মুড়্‌কি চিঁড়ায় খই মুড়ি যায় প'ড়ে ছড়াইয়া ঘরে
পর্ব্বতাকার মোট পোঁটলার স্তূপাকার থরে থরে।
আল্‌তার পাটি খ'ড়কের কাঠি, ছড়ি ছাতা লাঠি আর
উনুনের সিক্, ভেঙে সব ঝিঁক, সংগ্রহ করি তা'র।
খোকার দোল্‌না, খুকীর খেলনা, বড়োদের বইখাতা
চপ্পল চটি, কুরুণি ও বঁটি, তোষক বালিশ কাঁথা।

জামা ও ইজের মেটেনাকো জের সেমিজ ব্লাউজ সায়া
বেঁধে নিতে হ'বে যে ক'দিন ভবে র'বে কাঞ্চন কায়া!
ফার্ণিচারের ভিতরে ঢুকেছে দলিলের দপ্তর
শিল নোড়া, আর চাকৃতা বেল্‌না, সুগঠিত প্রস্তর।
ঝাঁটা ঝুলঝাড়া পাপোষ বুরুস্ মাদুর শীতলপাটি
তারকব্রহ্ম নামের মালাটি, নাম-লিখিবার মাটি।
চন্দন-পিঁড়ে, পঞ্চপাত্র শঙ্খ প্রদীপ সাজি
সব তোলা হ'ল কাংস্য পিতল তাম্রকুণ্ড মাজি।

হীরে হ'তে জীরে, বাঁধা হ'ল ধীরে, কেবা কা'র কথা শোনে
বাঁধা হয়ে গেলে নিঃশ্বাস ফেলে দেখি প'ড়ে এককোণে—
সোনা ফেলে রেখে আর সব ঢেকে বাঁধা হ'ল সব কিছু
শেষে দেখা যায় ক্যাসবাক্সটী হেলায় প'ড়েছে পিছু।
ওটা নিতে হ'বে ভালো ক'রে ভেবে তাই অভাগার ভালে
অধিকের লাগি অল্প মেলেনি প'ড়ে আছে জঞ্জালে!
শেষে ধূলা ঝেড়ে সাড়ীখানা ছেড়ে গৃহিণী নিলেন তা'রে
মনে ভাবিলাম ধন্য হ'লাম রমণী রত্ন-ভারে!

সব কিছু নিয়ে চড়িলাম গিয়ে উভয়ে ছ্যাকড়া গাড়ী
পুরাণো কথার স্মৃতি-সম্ভার মনে মনে তুলি পাড়ি।
নবোঢ়া তরুণী আসিয়া গৃহিণী প্রৌঢ়া হ'লেন আজি
ত্যজিতে সে ঘর তিনি তৎপর শুভ্র বসনে সাজি।
আংশিক গৃহ ভাড়ায় দিলাম, কত এল ভাড়াটিয়া
কত পুষিলাম পুষি 'টেরিয়ার' কত চন্দনা টিয়া।
যা'রা এসেছিল একে একে গেল আজি আমাদের দিন
শেষ-যাত্রায় স্মরণ-পাথেয় অন্তরে অবলীন।

শেষ মুহূর্ত্তে মনে পড়ে আজ প্রথম মিলন-দিনে
নিরীহ কিশোর কিশোরী যেদিনে অধরে কপোল চিনে,
সেই স্মরণের শেষ-শৃঙ্খল এই গৃহে এনু রাখি
প্রথম মিলন বাঁধন বিধুর হলুদ বরণ রাখী।
চুনকাম-করা দেয়ালের গায়ে যেন সেদিনেরি পারা
সিঁদূরের সারি স্নেহধারা তা'রি ঢালে সুধা বসুধারা।
কাঞ্চন রেখে কাচ নিয়ে যাই গৃহমঞ্জুষা হ'তে,—
হায়রে কৃপণ! দুর্ল্লভ ধন ফেলিয়া দাঁড়ালি পথে!

উড়ো-পাখী

দূর গগনে উড়ে যাওয়া
আমার মনের উড়ো-পাখী
পথ-হারাণো দিশেহারা
কাহার তরে জানো নাকি?
তুমিই সখি, তুমি সেজন
তোমার লাগি স্বপ্নলোকে
ঊর্দ্ধে বাঁধি সুখের বাসা
বক্ষ বাঁধি দুঃখে শোকে।
তুমিই সখি, তুমি আমার
মুগ্ধ মনের মাথার মণি
পথে চলার যষ্টি আমার
দৃষ্টিখানি প্রেমের খনি।
এই সরসীর কালোজলে,
পঙ্কিলতার কোন অতলে,
ঢালো তোমার চোখের আলো
ফুটিয়ে তোলো পদ্মদলে।

দিন ফুরালে দিনান্তরের
প্রথম উষার আঁখির আলো
আমার চোখে তোমার চোখে
কি জানি সই কী মিলালো!

সেই যে চোখে লাগ্‌লো নেশা
কল্পলোকের মেলামেশা
দু'টী প্রাণের একটী তৃষা
সব ভুলালো সব ভুলালো।

মিট্‌লো না তো মিট্‌লো না সে—
মিটবে না লো কোনোকালে
চাইবে শুধু, চাইবো শুধু,
সকাল হ'তে আর সকালে।

ঝোড়ো হাওয়ার ঘূর্ণিপাকের
কে বলনা খবর রাখে?
কখন জানি পথের বাঁকে
কোথায় বা কে লুকিয়ে থাকে?

আমি থাকি তোমার আড়ে
তুমি থাকো আমার বুকে
এই পৃথিবী তলিয়ে গেলেও
সেই অতলে থাকবো সুখে।

সিন্ধু যদি যায় শুকায়ে
হয় সে তপ্ত মরুভূমি
তাহার মাঝে ঝর্ণা ফুটে
তৃষ্ণা টুটে তোমায় চুমি।

নিবিড় মনে কোন নিভৃতে
লুকিয়ে র'ব বর্ষা শীতে
ফুল্ল হ'য়ে উঠবো ফুলে
ফাল্গুনেরি খবর নিতে।
বইলে পরে দখিন হাওয়া
ক'রবে তখন আসা যাওয়া
আমার প্রাণের নীরব ভাষা
তোমার নীরব চাউনিটীতে।

পরিমল দূত

তোমারি কুঞ্জ-কুসুমে—
সখি,—তোমারি পরম-পরশ-বিকচ-কুসুমে—
যে হাসি ফুটেছে সুষমা তাহার
ভরিছে ভুবন, পবন তাহার
সুরভি বিলায় গগনে,—
আমার কুঞ্জ-ভবনে
প'শেছিল তার মৃদু আঘ্রাণ গোপনে ;—
কুসুমের ভাষা কুসুমের গান
এনেছিল কানে তব আহ্বান
ডেকেছিল মোরে কত সঙ্কেতে—
কত শঙ্কিত বচনে।
তাইতো এসেছি প্রিয়া মোর—
পরিমল-মুখে বারতা শুনিয়া
অমিত আবেগে উচ্ছল-হিয়া
স্নিগ্ধ-পরশে দাও জুড়াইয়া
বিরহ-বিধুর হিয়া মোর।
মুগ্ধ নয়নে নয়ন রাখিয়া
চাহ আরবার চিত-চোর!

৮

প্রিয়ার আগমনী

"'She is coming my own,—my sweet"
—Tennyson

ঐ ঐ আসে আমারি প্রিয়া সে
আমারি পাশে
বিস্ময়ে মরি চমকি শিহরি
মরি যে ত্রাসে!

যদি মোর প্রিয়া আসিত উড়িয়া পবন-ভরে,
প্রজাপতিটির চেয়ে লঘুতর পাখ্‌না ধ'রে,
আমার পরাণে পশিত তবুও তাহার ধ্বনি
হৃদয়-শোণিতে ছন্দ উঠিত রণন রণি।

যদি মোর প্রিয়া আসিত হাঁটিয়া ধরণী-বুকে
মোর মৃতদেহ মৃত্তিকা-তলে কাঁপিত সুখে
শত বছরের শীতল কবরে,
প্রণয়োষ্মায় উঠিত সে ভ'রে,
তাহার প্রতিটী চরণাঙ্কেরে রাখিত ধরি',—
শ্যামল কোমল শিশির-সিক্ত
তৃণ দলে দলে রহিত লিপ্ত
ফুটিয়া উঠিত প্রতি রোমকূপে
হর্ষ-কুসুম মরি গো মরি!
মোর হৃদয়ের রক্ত-গোলাপ
তাহার রক্ত-চরণে ধরি।

কৃষ্ণা কালো মেয়ে

পিতৃহীন দুটী বোন কৃষ্ণা ও কাবেরী
কালো, অসঙ্গতিপন্ন। বিবাহের দেরী
হবেই তো, তবু যেন হয়, সে আশায়
সর্ব্বস্ব করিয়া পণ নানান্ শিক্ষায়
উভয়ে পালন করে দরিদ্রা জননী
হরিদ্রা ময়দা সর কখনো নবনী
মাখান তা'দের মুখে।

গ্রামে বিদ্যালয়ে—
হইলে শিক্ষার শেষ চলিল উভয়ে
উচ্চতর বিদ্যা লাগি বিশ্ববিদ্যালয়ে।
সেথা হ'তে নগরীর উচ্চশিক্ষা ল'য়ে
উভয়ে ফিরিল ঘরে।

কাবেরীর রঙ্
কিছু কম কালো, তা'র হাল, চাল, ঢঙ্,
কথাবলা আধুনিক, বেশ বাস রুচি
ফিট্‌ফাট্ মডার্‌ণ্, সেলায়ের সূচী
চালায় দর্জ্জির মত, বাজায় এস্রাজ,
আঁকিতে গাহিতে নৃত্যে কিছুতে নারাজ
নহেকো, যদিও ছোটো, তবু তা'র বিয়ে,
—অবশ্য তা'দের যথাসর্ব্বস্ব বিক্রীয়ে—
হ'য়ে গেল আগেভাগে।

কিন্তু অতঃপর
কৃষ্ণার বিয়ের ফুল ফোটানো দুষ্কর
হইল দুর্ঘট কিছু। ঘটক তৎপর
হইল যদ্যপি তবু তা'র যোগ্য বর
মেলা সুকঠিন কিছু।

একে যোগ্য ছেলে
মেলে না, যদিবা মেলে কোষ্ঠী নাহি মেলে !
কেন্দ্রে রন্ধ্রে, গ্রহ-তারা নানা যোগাযোগ,
কাহারো অষ্টমে রাহু অকাল-বিয়োগ,
যোটকের বহুবিধ অবৈধ ওজোর,
কিম্বা যদি তা'ও মেলে, নাই ঘরদোর
শিক্ষা দীক্ষা চালচুলো।
তবু লজ্জা নাই,
অম্লান বদনে কেহ বলে, 'দেখ ভাই,
নগদ হাজার দুই, ত্রিশ ভরি সোনা
আর বরাভরণের, সে আর বলো না
ঘড়ি-চেন আংটি আর পাথেয় ধরিয়া
কত হ'বে বড়জোর শ'বারো করিয়া
ধ'রে নাও মোটামুটি। কি বলিলে ? দিতে
পারিবে না ট্রেণভাড়া ? আমারি কি নিতে
ইচ্ছা তাহা ? জামাতারে পোষ্টে পাঠাইতে
পারিতাম ভি-পি করি, কিন্তু পদ্ধতিতে
এখনো চলেনি তাহা।'
কিছু কাল কাটে,
কৃষ্ণা রয় প'ড়ে যেন হাটের রেজাটে
নিকৃষ্ট বাছট্-পড়া বিক্রয়ের শেষে
ঝুড়ির তলার মাল।
হতভাগ্য দেশে
মেয়ে আছে, ছেলে নাই !
মেয়েটীর গুণ
প্রচারিত মুখে মুখে, রন্ধনে নিপুণ,

মধুর কীর্ত্তন গায়, সৌজন্যে শিক্ষায়
সমকক্ষ নাহি তা'র, তবু তা'রে হায় !
কেবা ল'বে ? সে যে কালো, নাহিক যৌতুক
কৃষ্ণারে বলিতে কৃষ্ণা সবারি কৌতুক !
রূপ নাই ঋদ্ধি নাই বৃন্তে নাই বল,
অকালে শেফালি যেন চুম্বে ভূমিতল,
রূপ নাই গুণ নাই, অর্থ যদি থাকে,
শশীর মসীর মত সে কলঙ্ক ঢাকে
রৌপ্যশুভ্র চুনকামে ! অর্থ না থাকিলে
*'রায়স্পোষ' হবে কিসে, সন্তোষ না মিলে
কাহারো 'নির্জ্জলা' গুণে।
ব্যর্থ হয় সবি,
রূপ গুণ শিক্ষা শীল সব পরাভবি
প্রভাব প্রকাশ করে অর্থের অভাব
দারিদ্র্য আচ্ছন্ন করে সাধুরো স্বভাব,
প্রতিভার সুতীক্ষ্ণতা।
তাই ঘরে পরে
দরিদ্রেও দরিদ্রেরে দয়া নাহি করে,
সবাই শুষিতে চায়, যা'তে অবহেলে
বিনা পরিশ্রমে অর্থ ততটুকু মেলে
যা'তে সুখে দিন কাটে, ঋণ হয় শোধ
তাহার দারিদ্র্য-দুঃখে চায় প্রতিশোধ
লইতে অন্যের পরে। গতানুগতিক
এমনি চলেছে রীতি, চলেছে পথিক
চলার মসৃণ পথে।

* ধনবৃদ্ধি। সপ্তপদীর তৃতীয় পদক্ষেপের মন্ত্র :—
"ওঁ রায়স্পোষায় ত্রিপদী ভব।"

কৃষ্ণা কালো মেয়ে,—

সেই ক্ষুদ্র সংসারের সুখ শান্তি খেয়ে
বেড়ে ওঠে বিষবৃক্ষ মলিন উদাস
কালোবর্ণ কালোতর হয়, হতাশ্বাস
বক্ষে যত ধরে চেপে।

কৃষ্ণা কালো মেয়ে,—

বছরে বছর বাড়ে ; তা'র পানে চেয়ে
জননীর রক্ত জল, মুখে অন্নজল
রোচে না, নয়নে তা'র ভ'রে উঠে জল
চাহিলে কন্যার পানে।

কৃষ্ণা কালো মেয়ে,—

শঙ্কিত কুণ্ঠিত প্রাণে দেখে চেয়ে চেয়ে—
সমবয়সীরা একে একে হয় পার
তাহারি সে মন্দভাগ্যে না হয় উদ্ধার
কৃতকর্ম দুর্ব্বিপাকে দুর্ব্বিষহ ভার
দ্বাবিংশতি বৎসরের কালো অন্ধকার
কিছু নাহি কমে তবু।

কৃষ্ণা কালো মেয়ে,—

কিন্তু তা'র মুখ চোখ রূপসীর চেয়ে
সুগঠিত, পটলের মত চোখ দুটী
টানা-টানা ভাসা-ভাসা, ঠিক যেন ফুটি'
উঠিয়াছে মুখে তা'র ইন্দীবরশোভা
অনিন্দিত ঢল-ঢল শিল্পি-মনোলোভা,
ক্ষীণ বিষাদের হাসি শুক্লা পঞ্চমীর
ব্রীড়ান্বিত কমনীয়, স্বভাবে সুস্থির
যৌবনের অকৃপণ দানে।

অহর্নিশ
প্রতিবেশিনীরা ঢালে মুখে মুখে বিষ,
বলে, 'বীজ রাখিয়াছে এ সোমত্ত মেয়ে!'
কেহ বলে, 'নেকাপড়া সহরেতে পেয়ে
হয়ে গেছে খিরিশ্চান!'
হ'ল বহুবার
যাওয়া-আসা সাজাগোজা মেয়ে দেখাবার
প্রশ্নোত্তর বিড়ম্বনা। হেঁট মুখ করি
যত সে থাকিতে চায়, চিবুকেতে ধরি
অভিভাবকেরা তত তুলিয়া দেখায়,
নতমুখী কুমুদিনী লাজে ম'রে যায়
দ্বাদশ সূর্য্যের তেজে। কালোমুখখানি
আরো কালো হ'য়ে যায়, প্রসাধন দানি
হয় না উজ্জ্বল কিছু।
তা'রা চলে যায়,—
অনাদৃতা কালো মেয়ে সরমে শুকায়,
মরমে মরিয়া যায় অবহেলা পেয়ে,
ধনহীনা জননীর রূপহীনা মেয়ে;
সামান্যা সবার চোখে, অসামান্যা নারী,
দেখার শোনার দুঃখ সহে প্রতিবারই
নিরুপায় অসহায় মা'র মুখ চেয়ে,
নিজেরে করিয়া তুচ্ছ অমূল্য সে মেয়ে,
মায়ের চোখের মণি।
সে দিনো তেমনি
আসিল কে অকস্মাৎ, পড়িল অমনি
মেয়ে-দেখাবার পালা।

মেয়ে বলে মা'য়ে,
গোপনে সজলচক্ষু, ধরি দুটি পায়ে,—
"আমারে রাখিয়া দাও তোমার সেবায়
আবাল্য বিধবা ঘরে যতটুকু পায়
ততটুকু স্থান দিয়া।"
শিরে হাত রাখি,
বক্ষে জড়াইয়া নিয়া চুম্বনেতে ঢাকি
সে করুণ মুখখানি, তপ্তঅশ্রু-স্নাতা
"ও কথা বলিতে নাই" কহে তা'রে মাতা,
স্নেহার্দ্র মমতাময়ী, "সে দিন স্বপনে
স্বর্গগত পিতা তব মধুর বচনে
বলিলেন মোরে—'ছাখো, কৃষ্ণা সুখী হবে
সোনার সংসার গড়ি গৃহিণী-গৌরবে
পরিপূর্ণ চরিতার্থ সুপবিত্র সুখে
বিবাহিত জীবনের'।"
শুনি', তা'র মুখে
অপূর্ব্ব লাবণ্য ফুটে আশার অঞ্জন
কে যেন মাখালো চোখে নয়নরঞ্জন
নবীন লাবণ্য-লেখা।
কাবেরীর স্বামী
রমানাথ ট্রেণ হ'তে আসিয়াছে নামি,
এই মাত্র সাথে ল'য়ে বাল্য-বন্ধু তা'র,
কালো মেয়ে জেনে শুনে তবু দেখিবার
অসীম আগ্রহভরে, সরোজেশ নাম,
কাশী-বিশ্ববিত্যালয়ে অধ্যাপক, ধাম
স্বনির্ম্মিত কাশীধামে।

পিতা পক্ষাঘাতে
পড়িয়া শয্যায় তা'র, জননীও বাতে
সকল সামর্থ্যহীন।
সুস্থ সুপুরুষ
সুন্দর প্রশান্ত মূর্ত্তি ললাটে পৌরুষ,
বলিষ্ঠ বিশালবক্ষ। সমীক্ষার ক্ষণে
কহিল কৃষ্ণারে ডাকি সুনম্র বচনে ঃ—
"আমি আসিয়াছি আজি দেখিতে তোমারে,
পরীক্ষা করিতে নয়। রমা তো আমারে
ব'লেছে তোমার কথা, সব শুনিয়াছি,
আমার ঘরের কথা নিজে আসিয়াছি
জানাইতে তোমাদের।
তা'র মুখে শুনি,
কমনীয় স্বভাবের গুণে তুমি গুণী,
অপরাজিতার রূপ, শ্যামল সুশ্রীতা,
সুখে দুঃখে সংসারের তুমি সুশিক্ষিতা,
তাই প্রশ্ন করি,—গৃহসুখ ত্যাগ করি
তুমি আমাদের দুঃখ লইবে কি বরি ?
স্বতঃসিদ্ধ করুণায় সুপ্রসন্ন মুখে
তুমি কি বিদেশে যাবে স্বযাচিত দুখে,
লইতে সেবার চর্য্যা জননী-পিতার,
অপোগণ্ড শিশুসম লইবে কি ভার
অসহায় তাহাদের বার্দ্ধক্যের দিনে ?
দুগ্ধ-অলক্তক বর্ণ আমি সে চাহিনে,
চাহি না সুন্দরী সূচীকর্ম নাচ গান,
চাহি শুচিতায় নিত্য সুনীতির দান
সানন্দ সুস্মিত মুখে।

সংসারে আমার
অকুণ্ঠিত চিত্তে বধূ গৃহিণী হ'বার,—
যদি বাধা নাহি থাকে, যদি মন লাগে
লইতে মোদের ভার সর্ব্ব-স্বার্থ-ত্যাগে
তোমার মাতার মত পরিপূর্ণ স্নেহে
অসমৃদ্ধ গৃহে মোর, পরিশ্রান্ত দেহে
খাইতে ক্ষুধার অন্ন পরি' রুক্ষবাস
উদয়াস্ত ব্যস্ততায় রহি' বারোমাস
আত্মীয় স্বজন ছাড়ি, দূর দেশে গিয়া,
বহুদূর বারাণসী, মোদের লাগিয়া,—
ভাল কি লাগিবে তব এত দুঃখ ভারে
সহযাত্রী হ'তে মোর তীর্থ করিবারে
দুর্গম সংসার-পথে ?
তবে সত্য করি
সরল মনের ইচ্ছা, সঙ্কোচ পাসরি,
কহ মোরে জীবনের এই সন্ধিক্ষণে।
অস্বীকার কর যদি অকুণ্ঠিত মনে
গ্রহণ করিব তা'ও সুস্থ ঋজুতায়,
আতুরাশ্রমের ভার কেবা নিতে চায়
যাচিয়া সুদীর্ঘ দুঃখ, না হইতে ম্লান
সদ্য ফুলশেজ-সজ্জা মাল্য-পরিধান
বিড়ম্বিত পরিণয়ে !"
নিরুত্তর নীচু
কৃষ্ণার মুখের কথা সরিল না কিছু
কৃতজ্ঞ সম্মতি মৌনে দুই ফোঁটা জল
প্রণতার নেত্র হ'তে ঝরিল কেবল।

কাব্যসখী

চিন্‌তে পারো, কাব্যসখি!
ছিলেম দু'দিন রসাতলে
আজকে দুখের দিন পোহালো
এলেম তোমার রঙ্‌মহলে।

মুখ ফিরালে আঁখির আড়ে
আঁধার বাসি মুহূর্ত্তেকে,
তাই তোমারে দেখতে এলেম
চোখের চাওয়া বক্ষে এঁকে।

দৈবে যদি আঁচল হ'তে
কাঞ্চনেরি কুঞ্চিকাটি,
আমার হাতে প'ড়ল এসে
শঙ্কা শরম গেল কাটি।

ছন্দে সুরে কথায় গানে
গাইব দেশে দেশান্তরে
উৎসবেরি জয়ন্তিকা
বাজিয়ে দেবো বাঁশীর স্বরে।

আমার সুরে তোমার বাণী
ফুটবে না তো কোনো কালে,
তবু তোমায় অর্ঘ্য দেবো
দূর্ব্বাদলে পাতার থালে।

সাজিয়ে দেবো বরণডালা
বিশ্ব যেথা বরণ করে—
অরুণ আলোর রঙীণ সাড়ী
প্রভাত যেথা নিত্য পরে।

সেই প্রভাতে আমার ব্যথা
আমার প্রেমের রক্তরাগে
উঠবে ফুটে রক্তকমল
ফুটে ওঠার অনুরাগে।

আমার চোখে দেখবে চেয়ে
নির্নিমিখে সবার আঁখি,
আমার সুরে উঠবে গেয়ে
প্রথম-গাওয়া ভোরের পাখী।

যে ফুল ফোটে, যে ফুল লোটে,
ধরার বুকে বিষাদ-ভরে
তাহার সুখে তাহার দুখে
অশ্রু আমার প'ড়বে ঝরে।

আমার অশ্রু মেঘের মত
শ্যামল-স্নেহে ভ'রবে ধরা
বৈশাখেরি তপ্ত বুকে
সান্ত্বনাতে সিক্ত করা।

কিন্তু সখি চোখের কোণে
তোমার শুভ দৃষ্টিখানি
আমার মনের স্বয়ম্ভুরে
জাগিয়ে দিল সেই তো জানি।

লীলাচ্ছলে মধুর হাসি
যূথীর মত প'ড়লো ঝ'রে
মুগ্ধমনে মোর নয়নে
মধুর নেশা উঠলো ভ'রে।

চিত্তাকাশে দৈববাণী
সেই সে খনে উঠলো বেজে,
অজয় হ'বো তিন ভুবনে,
অমর হ'বো তপস্তেজে।

সিদ্ধি দিলে তুমিই প্রিয়ে
সমৃদ্ধি সে তুমিই রাণি !
কাব্য নহে সত্যকথা
ভয় করিনে কানাকানি।

আমার বাড়ী

আমার বাড়ীর নীচু তলায়
ঘুট্‌ঘুটে আঁধার,
দিনের বেলা চোখ চলে না
বিজ্‌লী বাতি জ্বালি,—
রুদ্ধ ঘরে হাঁপিয়ে মরি
ঘুলঘুলিতে তা'র,
দুপুর রোদে পাই কদাচিৎ
সরু আলোর ফালি।
উপর তলায় প্রেয়সী পায়
চুল-শুকানো রোদ,—
দেখলে তা'রে বক্ষতলে
নৃত্য করে আশা,
বিশ্বজগৎ নিঃস্ব ব'লে
তখন করি বোধ,—
শাহান্‌শাহের কোহিনুরের
দীপ্তি ভালোবাসা।

নাইকো ধূলা নাইকো কালি
নাইকো মলা মাটি—
উপর তলায় বাসা আমার
কুলায় পরিপাটি।

আমার বাড়ীর নীচুতলায়
শ্যাওলা এবং স্যাঁতা
পথের ধারে ড্রেণের গন্ধ উঠে,—
ঝাঁট দিয়ে আর নিকিয়ে মরি
নোংরা ভিজে ন্যাতা
সাফ্ করিতে সহিষ্ণুতা টুটে।

আমার বাড়ীর উঁচু তলায়—
চিলের কোঠা খানি
দিনে রৌদ্র, চাঁদের আলো
রাতে তারার সাথে,—
রাজ্য করি রাজার মত
প্রিয়া আমার রাণী
চোখ মেলিনে দিনের বেলায়
চোখ মুদিনে রাতে।

নীচে তলায় কচ্কচানি
মচ্ছিহাটার ভিড়
কিছু উর্ধ্বে ঈগল পাখী—
তাই বেঁধেছি নীড়।

কপোতী ও নারী

বক্ বকম্ বক্ বকম্,—
বকোর্‌র্ বকোর্‌র্
বক্ বকম্।
যে-ব্যথা রটিছে কপোতী রোদনে
নারীর বেদনা নহে তো কম।
ক্ষুব্ধ বেদনা খেদ নৈরাশ
না-ঝরা অশ্রু চাপা নিঃশ্বাস
ঊর্দ্ধ নয়নে চাহনি উদাস
নীরব দাহনে দহে মরম
আমার বেদনা নহে তো কম

পিকের কূজন কলাপীর কেকা
কল কলালাপ বেদনার লেখা
বাতায়নে বসে পথ চাহি একা
এ পথে ভুলে সে চলে না হায়,—
বন পোড়ে সবে দেখে সে দহন
মন পোড়ে বল জানে কোন জন?
আয় লো কপোতি! মোরা দুই জন
দুজনের কথা কহি দোঁহায়!
বকোর্‌র্ বকোর্‌র্
আহা বোন তো'র
বুক ফাটে মুখ ফোটে না হায়।

যে-বেদনা আমি পারি না কহিতে
মৌন মনের মরম দহে—
সে-ব্যথা তুমিও পার না সহিতে
অফুট কাকলী কণ্ঠ কহে।
এস দুইজনে বসি মুখোমুখি
উভয়ে অসম ভাষণে ভাষি—
কূজনে রোদনে করি বিনিময়
বিফল দোঁহার বেদনা রাশি।

গোধূলি স্বয়ম্বর

বলতো বালিকা ব'লেছো তো কত
ব'লেছি তো কত কথা ভুল
ব'লেছি কি মোর কামনা-সাগরে
উর্ম্মি তোমার এলোচুল ?
কালিয়-দহের
কালো পঙ্কের
আলো-করা ফুল-দুলালী,—
পরমাহ্লাদে সহজ সাঁতারু
সহজে ক'রেছি মিতালি।
যখন তোমার মৃণালে ধরিয়া
কালো জলে দোলা দিয়েছি
বলতো তুমি কি ব'লেছো কখনো
'নিওনা' তবুও নিয়েছি ?

সহজে তোমার নব পরিমল
লুব্ধ ক'রেছে আমারে
বলতো কলিকা সেই দেওয়া-নেওয়া
লাগেনি কি ভালো তোমারে ?
আজি কেন ছল, কি হইল বল,
আঁখিজল উঠে ছলকি'
বলতো বালিকা সুশীতল জলে
জ্বলিল বাড়বানল কি ?
শাওনের মেঘ এখনি ঢালিবে জল
এখনি তোমার নিবাইবে সে অনল
বেলা যায়-যায় সাঁতারুও যায় ঘর
বিদায়-করুণ বিহ্বল কণ্ঠস্বর,—
বলতো বালিকা
বিফল হবে কি
গোধূলি-স্বয়ম্বর ?

দরবেশ

রাত পোহালো কোন সকালে
দিন ফুরালো সন্ধ্যাবেলা
সকাল হ'তে কাট্‌লো একা
যে একেলা সেই একেলা।
এই একেলা দীর্ঘ পথে
আপন জনে ভুলিয়ে ছলে,
আপন মনে চলেই চলি
যে দিকে দুই চক্ষু চলে।

চলেছি ভাই পথের টানে
আগাগোড়ার নাই ঠিকানা
পাওনা দেনার ধার ধারিনে
হিসাব নিকাশ নাইক জানা।

মুক্তি নিলে আপন-জনে
আমায় দিলে জপের মালা
দরবেশেরি কণ্ঠীখানি
মুসাফিরের তল্পী তালা।

তাই চ'লেছি পান্থশালায়
পথিক আমি চলার পথে
পথের দেখা পথের শোনা
পথ কাটানো কোনো মতে।

তোমায় যদি আপন বলি
তোমরা আমায় আপন বাসো
দুঃখে তুমি দরদ ঢালো
হর্ষে মধুর একটু হাসো।

মনে রেখো তাহার বেশী
নেইক দাবী, নেইক আশা,—
অবজ্ঞা তো মাথার মণি
হেলা ফেলা-ই ভালোবাসা।

এমনিতর পথ চ'লেছি
চলার সুখে চ'লেই চলি
পথে চলার কাব্যকথা
বলার সুখে ছন্দে বলি।

দরবেশ

গৈরিকেরি বর্ণচোরা
বৈরাগিণীর পেলেম দেখা
মনের কথা বোঝে সে জন
চোখের কোণে প্রেমের রেখা।

চাইতে গিয়ে অন্যপানে
অর্থহারা নয়ন দুটি
ব্যর্থ করে লাজের মানা
দৃষ্টিখানি পড়ে লুটি।

পথের ধূলি পথের ধূলা
ধন্য হ'ল সেই নয়নে
বৈরাগিণী নয় সে জানি
অনুরাগের প্রেমাঞ্জনে।

কখন মোহ লাগলো চোখে
কখন মায়া গেল কাটি
হৃদয় গেল শুকিয়ে শোকে
বর্ষা-বিহীন মাঠের মাটি।

আমি তো ভাই পথিক-জনা
পথেই করি যাওয়া আসা
মাথার মণি মুক্তাহীরা
সওদাগরীর নেই দুরাশা!

সেই হ'তে সে আলাদীনের
প্রদীপখানি হারিয়ে ফেলে
অন্ধকারে একাই চলি
সন্ধ্যাতারা উর্দ্ধে জ্বেলে।

আজ্‌কে বুঝি পথ ফুরালো
দিন ফুরালো সন্ধ্যাকালে
সাঙ্গ হ'ল একলা চলা
চলার পথে দিন ফুরালে।

আগে চলার গান

মুসাফির, মুসাফির,
চল ভাই মুসাফির!
ফিরে ফিরে কেন চাস্‌ পিছনে?
আগে চল্‌ আগে চল্‌,
পিছু ফিরে কিবা ফল?
রে পথিক! পথহারা বিজনে।

আগুয়ান, আগুয়ান,
আগে চল্‌ রে যোয়ান!
যেতে চায় দুনয়ান সেদিকে,—
রাত্রির অবসান
সুরু হ'ল দিনমান
বন্ধুর সন্ধান যেদিকে।

কুচি কুচি পাথরের
কাঁটা হেন পথে ঢের
ফোটে পা'য় বজ্রের মত সে,—
সারা গা'য় অবসাদ
সব সাধে সাধে বাদ
ভীরুতায় জড়তায় আলসে।

আগে চলার গান

হুঁসিয়ার মুসাফির !
মনোরথ-সিদ্ধির
আসেনিক আসেনি রে সুসময়,—
আছে দূর কিছু দূর
পর্বত বন্ধুর
ধীর পায়ে উঠে পড় কি বা ভয় ?

মেঘ-ঝড়-ঝঞ্ঝায়
ভয় নাই সন্ধ্যায়
সন্ধ্যার পরে চাঁদ উঠ্‌বে,—
আনন্দে উজ্জ্বল
পৃথিবীর পরিমল
রজনীগন্ধা হ'য়ে ফুট্‌বে !

মুসাফির তৎপর
নাই ডেরা নাই ঘর
কোন টানে পিছু টান লাগে তোর ?
কিছু নাই, নাই কিছু
কেন মিছে চাস্‌ পিছু
কত হ'ল দিন-শেষ নিশি-ভোর।

আসেনিক অবসর
আসেনিক সুসময়
মুক্তির তীর্থের
মেলে নাই পরিচয়
সুরু পথ সারা হয় যেখানে,—
আসেনিক পাশে কেউ
বাসেনিক ভালো কেউ
কোনো সুখ-স্বপনের ধেয়ানে।

দূরে ঐ কালো মেঘ
বাত্যায় বাড়ে বেগ
ঢেকে যায় নীলাকাশ ধূলাতে,—
গিরি-মরু প্রান্তর
হেরি কেন মন্থর
মনে তোর কোন রঙ্ বুলাতে ?

বাধা হেরে ভীরু জন পায় ভয়
কেশরীর মত বীর চায় জয়
ক্ষতি হোক ক্ষত হোক মানে না,—
ক্লান্তি ও অবসাদ
ভ্রান্তি ও পরমাদ
হতাশা হতাশ্বাস জানে না।

চল ভাই মুসাফির!
চল ভাই দরবেশ!
সন্ত-ফকির পর (ম্) হংস!
পদ্মপত্রে নীর
পরমায়ু হয় শেষ
মন বিনা মনোরথ ধ্বংস।

জ্যোৎস্নার হাসি নয়
বিজলী ও জ্বালাময়
চপলা ও থির নয় এক পল,—
বজ্রের গরজন
বাঁধি নিয়া হিয়া মন
চল চলি চলিবি অচঞ্চল।

আগে চলার গান*

কেন বুক থরথর
কিসের আতঙ্ক ?
সাহসে করিয়া ভর—
হও নিঃশঙ্ক।

সৃষ্টির সূচনাই
প্রলয়ের ইঙ্গিত
হাসিমুখে চল ভাই
চলি নিশ্চিন্তিত—
ভরসায় ভর করা চাই আজ।

দন্তুর মৃত্যুর
পরিচয় নিষ্ঠুর
পল্‌কা ও দেহপুর
প্রাণ ক্ষণ-ভঙ্গুর
বুকে এঁকে রাখ্‌ তুই
আঁখি দুটী বন্ধুর
হবে জয়, নাই ভয়, নাই লাজ।

মুসাফির ! চল বীর !
ঊর্ধ্বে তুলিয়া শির
তা'র পানে চেয়ে বল কি না সয় ?
তীর্থের মন্দির
তপস্যা সিদ্ধির
দূর নাই, দূর কর সংশয়।

———

জলদ-স্বয়ম্বরা

একটি শশীর স্নিগ্ধ জ্যোছনা-রেখা
ভালবেসে হেসে মেঘে প'ড়েছিল ধরা,—
ঝরিল ধরায় হাসিল ইন্দুলেখা
নাম হ'ল তা'র জলদ-স্বয়ম্বরা।

স্বর্গ

স্বর্গ আমার শয়ন কক্ষে
বক্ষে রাখি প্রিয়ারি বুক
থাকুন সুখে স্বর্গবাসী
আমার স্বর্গে অনন্ত সুখ।

স্বর্গসুধা এই বসুধার
প্রিয়-প্রিয়ার মুখে মুখে
সেই অমৃতে মৃত্যু পলায়
প্রেম যা মিলায় দুঃখে সুখে।

কবুলতি

আমার আঁখি চাইল কেন ঊর্দ্ধপানে
কে তা' জানে?
তোমার আঁখি প'ড়ল তখন মোর নয়ানে
কি তা'র মানে?
চোখের পাতায় সই হ'ল সেই কবুলতি
বোলো না সই গোপন রেখো এই মিনতি।

অবুঝ

সবারি লাগি ক'রেছি বটে সব
তোমার লাগি করিনি কিছুমিছু
রজনী গেল গত রজনী পানে
দিবস গেল দিনের পিছু পিছু।

সবারে আমি সকল কিছু দিয়া
নিজেরে শুধু রেখেছি তোমা লাগি
তোমারি শুধু তোমারি আমি প্রিয়া
তোমারি তরে জীবন ভ'রে জাগি।

জানি গো জানি আমারি তুমি রাণী
আমি কাহারো নহি তোমার ছাড়া
গগন-তলে সরল দুটি প্রাণী
বসতি করি নিরীহদেরি পাড়া।

তোমারি শুধু তোমারি অনুরাগে
কাহারো আঁখি চক্ষে নাহি লাগে
কাহারো মুখ হেরি না পাই সুখ,
বোঝোনা সখি! ইহাই বড় দুখ!

——

চিরায়মাণা

এস এস প্রিয়া রিক্ত এ হিয়া
তোমার লাগি—
স্বপনে নিরখি নিরখি তোমায়
চমকি জাগি ;
সে কথা কি সখি অজানা তোমার ?
আজি অচেনার মত—
বিদেশিনী যেন দাঁড়াইলে কেন
মৌন নয়ন-নত ?

বারি-ঝর-ঝর বাদল-বেলায়
ডেকেছিনু তোরে উতল-হাওয়ায়
উচ্ছল-জলে ঢেউ গণি গণি
তরী বাহিবার তরে,—
এলে যদি কেন না এলে তখন
নবঘনছায়া রচিত যখন
জলভরা মেঘ সজল নয়ন
আষাঢ়-গগন-পরে ?

নাহি নাহি এবে স্নিগ্ধ সমীর
সিক্ত তরুর শিরে.—
বৈশাখী হাওয়া সঞ্চরে শুধু
দগ্ধ মরুরে ঘিরে।

প্রিয়াহীন ঘরে আছি গৃহহীন
নাহি কাটে রাত, নাহি যায় দিন
সীমাহীন বেলা কাটি আনমনে
অকাজের শত কাজে।
এসো এসো এসো হে প্রিয়া আমার
আয়োজন নাহি নাহি উপচার
আছে শুধু আছে বিরহ তোমার
রিক্ত-হৃদয়-মাঝে
এসো এসো প্রিয়া মুক্ত এ হিয়া
এস গো হিয়ার মাঝে।

———

অতিথি-প্রিয়া

ক্ষণেক দাঁড়াও অনেক বরষ
সাধিয়া তোমারে পেয়েছি,—
কত না আকাশ-কুসুম-সুষমা
চয়ন করিয়া অয়ি মনোরমা
বরণ করিয়া মনোমন্দিরে লয়েছি।

আজি কি হৈম-বরণি! তোমার
অচিরাংশুর ক্ষণিক প্রভার
চকিত চমক রাখিয়া আমার নয়নে,—
মিলাইয়া যাবে স্বপনের মত
না, না, সখি মোর অতিথির মত
বারেক বিরাম লভ অবিরাম-গমনে।

দোলাবে দোদুল কালো কেশ-পাশ
আদরে সোহাগে উতলা বাতাস
মিনতি বেদনা কহিব কত না শ্রবণে,—
চূর্ণ-কেশের চারু কপোলের
ছায়াটি রচিয়া তব চিবুকের
শ্রমজল-কণা মুছিব কত-না-যতনে।

অতিথি প্রিয়ায় অনশনে হায়!
আজি কে বলনা ফিরাবে?
এই লহ সুধা, সখি, শুধাব কি—
অম্লে মধুরে আজি মিলিল কি
সব সুখ-দুখ হাসি-রোদনের শরাবে?

কত না দীর্ঘ রজনী-দিনের
আশা-হতাশায় মম জীবনের
ফুল ফল যত দ্রাক্ষার মত দলিয়া—
নিঃশেষ কর নিমেষে চুমুকে
সুধার পাত্র ধরি মুখে মুখে
অবশেষ-লেশ রেখোনা হেলায় ফেলিয়া।

———

দেবতা আমার

দেবতা আমার তুমি
পূজা উপচার এ দেহ আমার
সঁপিব চরণ চুমি।
নিশীথে নীরবে পূজার লগ্ন
ঘুম-ঘোরে যবে নিখিল মগ্ন
মন্দিরে তব চলি ধীরে ধীরে
দিঠি-দীপ খানি জ্বালি,—
সে প্রদীপ-শিখা নিভিতে জানে না
অনিমিখ আঁখি কখনো কাঁপেনা
চেয়ে থাকে শুধু পলক-বিহীন
নিলাজ অংশুমালী।

ধূপ দিব প্রাণ দগ্ধ করিয়া
মন্দির তব উঠিবে ভরিয়া
মন্দ অনিল গন্ধ বিলাবে আকাশে,—
মালাটীর মত বাহু-বল্লরী
রহিবে তোমারে বেষ্টন করি
দুলিবে তোমার কণ্ঠে সোহাগ-বিলাসে।

চন্দন হবে পরশ আমার
অঙ্গে অঙ্গে লিপ্ত তোমার
জড়িত রহিবে পরিরম্ভণ-রভসে,—
অর্ঘ্য-পাদ্য-উৎসবহীন
মম নিবেদ্য অশ্রু-মলিন
বেদনার ভার মিলাবে তোমার পরশে।

ধন্য হইবে পূজারী এবার
হৃদয় নিঙাড়ি শোণিতের ধার
রচিবে রাতুল চরণে তোমার শোণিমা,—
সার্থক হবে বিষাদে হতাশে
চাহিয়া নৈশ নীলিম আকাশে
বরষে বরষে তব বিরহের গরিমা।

প্রদীপ

ক্ষণেক দাঁড়াও সই!
তোমার প্রদীপ খানিতে আমার
প্রদীপ জ্বালিয়া লই।
আছে-কি-না-আছে স্নেহ অবশেষ
প'ড়ে আছে শুধু বর্ত্তিকা-লেশ
শেষ-নিঃশ্বাসে হাসিল আঁধার
এক-নিমেষে
তোমার প্রদীপ-রশ্মি আশার—
ক্ষীণ-রেখা-খানি টানিয়া আবার
জাগালো আমায় নব জীবনের
স্বপ্নাবেশে।
দেখালো আমারে ঐ মুখখানি
অনিন্দিতে!
বঞ্চিত এই অনাদৃতেরেই
আনন্দিতে।

প্রভাতের পথে

তোমারে আজি হে প্রভাতের পথে
প্রথম নয়নে হেরেছি
শুধু ক্ষণিকের তরে দুটি-আঁখি-ভ'রে
হেরিয়া পরাণ সঁপেছি।
হে পথিক পিয়া যাও যাও নিয়া
যাহা কিছু আছে আমারি
আমি জানিনা তোমারে
চিনিনা তোমারে
না চিনিতে ভাল বেসেছি।
তুমি আসিলে কেমনে এ পথে
আমি খুঁজিয়া ফিরেছি জগতে
তাই আমার মনের মনোহারিণীরে
মন প্রাণ ধ'রে দিয়েছি।

কৃপণ প্রেম

প্রিয়ে তোমায় মন যে দেবো
একটি শুধু মন—
কেমন করে রাখবো মনে
করলে সমর্পণ ?
সেই মনেরি ভূর্জ্জপাতায়
তোমারি নাম লেখা-
পড়ায় মনে আঁখির কালো
কজ্জলেরি রেখা।

প্রিয়ে, তোমায় হৃদয় দিতে
অক্ষমতা বাসি—
হৃদয় নহে স্মৃতির লেখা
গ্রন্থ রাশি রাশি।

প্রসাধনের লোধ্র-পরাগ
ফাল্গুনেরি ফাগ—
ওই হৃদয়ের স্পর্শে পাওয়া
হৃদয়ভরা দাগ।

অশোক চাঁপা কিংশুকেরি
রক্তরাঙা রেখা—
এই হৃদয়ের ভাঁজে ভাঁজে
নিরক্ষরে লেখা।

প্রিয়ে, তোমায় প্রাণ দিব যে,
আঁধার সে তো খালি-
আবির্ভাবে তোমায় পাবে
আঁখির অংশুমালী।

পাখীর মত পড়াবো যে—
প্রেমের ব্রজ-বুলি
তাহার চেয়ে তুমিই বল
প্রাণের কথাগুলি

অন্তরে যে অনন্ত সাধ
সাধের মহোদধি
মিটাই না কি ? জানোই তো তা'
সাধ্য হত যদি !

বন-দেবী

আমার মনের উপবনে বন-
দেবী হ'য়ে র'বে ষোড়শী
হিয়া উলসি'
লুটিবে তোমার চরণোপান্ত পরশি। বন-
কুসুম চয়ন করি
করে ধরি'
পরাইয়া দিব ললনে,
ফুল কাননে, গড়ি
আধফোটা ফুলে কাঁকণ হরিতে হিরণে।
দুটী-চরণ রাতুল
ঘিরিয়া আকুল
বেদনা প্রাণের বাজাবে নূপুর যতনে
মধুর রণনে।
কটিতট তব ঘিরিয়া, তোমায়
আবরি তোমায় বরিয়া, আমার
সুনীল সজল বাসনা-শ্যামল —
আষাঢ় মেঘের ঘন কজ্জল বরণে, আবরি
কনকোজ্জ্বল বরণে,—
স্নিগ্ধ করিয়া ঢাকিব তোমায় রাখিব তোমায় ধরিয়া
জীবনে মরণে অটুট বাঁধনে বাঁধিয়া বাঁধন পরিয়া।
বাদল মেঘের জল ছল-ছল বরণে,—
ব্যাকুল হইয়া বুলিব—তোমায় আঁকিয়া হৃদয়-গগনে।

বিজলীর মত বেড়িয়া, তোমায় ঘেরিয়া
গুরু-গুরু করি গুমরি গুমরি
দুরু-দুরু হিয়া কাঁপি থরথরি
চকিতে পরশি পরশি মরি শিহরিয়া।

(ওই,) তরল অনল তড়িত হাস্তে
পলকে সকলি পাসরি
(ওই,) গলিত স্বর্ণ
এ অধমর্ণ
বালকের মত চাহিবে তখন
নিমেষে নিখিল বিসঁরি।

নেহারি তোমায় নেহারি,—তোমারে
বালকেরি মত চাহিবে নিয়ত
হিমকরে কর পসারি।

চল চঞ্চল চপলার মালা
তোমারে বক্ষে দোলাইয়া বালা
থাকি থাকি থাকি চমকি উঠিব
ছলকি উঠিব পুলকে, তোমার
বিজলী-উজ্জল আলোকে।

মুগ্ধ করিবে লুব্ধ আমারে
দগ্ধ করিবে পরশি, তোমার
অমৃতাগ্নির আহিতাগ্নির
উরসে উলসি বিলসি, তোমার
অসহ দহন সহ শিহরণে হরষি।

(তোমার) কুণ্ঠিত অবগুণ্ঠন ভার
এলায়ে পড়িবে পলকে, তোমার
আলুলা-য়িত কুন্তল ভার
দুলিয়া উঠিবে পুলকে।

আমার কাননে কাঞ্চন-লতা
জড়াইয়া দিব অলকে, তোমার
কবরীমুক্ত অলকে,—সজনি !
সুনীল বসনে অলকে।

অয়ি হেম-চম্পক-বরণে !
আমার কুঞ্জে অলকানন্দা
চুম্বি তোমার চরণে, তোমার
লাক্ষা-লোহিত চরণে,
মুছিয়া লইয়া লক্তক রাগ
পরাইয়া দিবে কুসুম-পরাগ
প্রথম উষার লোহিত-ললাম-বরণে।

তবুও

না হয় আমার সুখালসহীন
রজনী আঁধার যাপিব
বিরহ-শয়নে,—
না হয় আমার বরষণহীন
আষাঢ়ের মেঘ বহিব
নিঘুম-নয়নে।

না হয় কুসুম-সুরভি-বিহীন-
-মালাটি আমার লুটায়ে
পড়িবে ধূলিতে,—
না হয় আমার সব-সাধহীন-
-বিষাদ-পুতলী ফুটায়ে
তুলিব তূলিতে।

না হয় আমায় দরশন-ক্ষীণ
নয়ন মলিন জাগিয়া
হইবে আঁধিয়া,—
না হয় আমার সমাদর-হীন
কুঞ্জ-ভবনে গাহিয়া
মরিবে পাপিয়া।

না হয় আমার বদন মলিন
প্রতি-নিশি-দিন হইবে
বিহ্বল কাঁদিয়া,—
না হয় আমার তার-ছেঁড়া-বীণ
মূর্চ্ছনা-হীন হইবে
নীরব সাধিয়া।

না হয় আমার সুপ্তি-বিলীন
স্বপনের ছবি ডুবিবে
গভীর আঁধারে—
না হয় আমার আয়োজন-হীন
প্রণয়ের পূজা হইবে
বিফল কাঁদা রে।

তবুও

না হয় দূরের পাখীটি অচিন
দূর হ'তে শুধু ডাকিয়া
পলাবে সুদূরে,—
না হয় সে মুখছবি কোনোদিন
চাহিবে না কভু হাসিয়া
হৃদয়-মুকুরে।

না হয় এ ভরা যৌবন ক্ষীণ-
-তটিনীর মত শুকাবে
রহিয়া রহিয়া—
না হয় আমার প্রয়োজন-হীন
জীবনের আলো জুড়াবে
নিভিয়া মরিয়া।

তবুও দগ্ধ দীপ-শলাকার
ক্ষীণ চঞ্চল আলোকে আমার
মন্দিরে তা'র পূজারতি-লেশ হ'বে তো,—
তবুও পূজার ভবনে ভবনে
নির্ব্বাণ-দীপ-গন্ধ গোপনে
তাহারে আমার মরণের
কথা ক'বে তো।

———

তোমারি লাগি

সখি,

তোমারি লাগি
সারা— রজনী জাগি
মোর—নয়ন ঝরে ঝরঝরি—
তোমারি পানে
মোর— পরাণ টানে
মন—কেমন করে মরি মরি!

তোমারি তরে
সারা—জনম ধ'রে
কত— কামনা করি কত আশা—
তোমারে চাহি
সারা— জীবন বাহি
বহি—হৃদয়-ভরা ভালবাসা

তোমারি আঁখি-
'পরে— অবোধ-পাখী
মোর— পাগল আঁখি
শুধু—চাহিতে চায় অনিমেষ—
তোমারি স্নেহে
সুখ— শিথিল- দেহে
চির— মদির মোহে
মোর—চেতনা হয় নিঃশেষ।

কিশোরীর প্রতি কলিকা

আমি ফুল,—
ফুটে উঠিয়াছি কোন্
কনকোজ্জ্বল দিবসে—
কখন
যাইব ডুবিয়া নিবিড়-অন্ধ-তমসে।
ফুটিয়া মুদিব—মুদিয়া ঝরিব
ঝরিয়া পড়িব—ধরণী-বক্ষে বিবশে।
সমতুল
ওগো র'বে না'কো মোর ভুবনে
নিখিল ভুবনে
যখন
রূপের পসরা কিশোরীরা মোরে—বাঁধিবে
তা'দের অলক-গুচ্ছে গাঁথিবে
তখন
তা'দেরি বলিব, মোদেরি মতন
তোমরাও সখি মিশিবে ধূলার রাশিতে
বিম্ব-অধরে কণাও র'বে না—মধু না মাধুরী
কুন্দ-দশনা-হাসিতে।
বনফুল
বনে ফুটে সে মিলায় বনেতেই
মনে-মনে-তেই
সখি
মিলায় তেমনি লাজুক প্রাণের বাসনা
ব্যাকুল বেদনা।

কলিকার মত শিহরে শুধুই ফোটে না
বালিকার মত চাহে সে কিছুই বোঝে না
অজানার মত
অচেনার মত
লাজ-লতিকার পরশ-চকিত-পরাণে
কাহার,—
পরশন লাগি কে জানে ?
(শুধু),—চেয়ে থাকা চির-অশ্রু-সজল-নয়নে
(শুধু), —পথ চেয়ে থাকা চির-বিনিদ্র-নয়নে
(শুধু),—দিন গণি গণি দিন-যাপনের
প্রতি-দিবসের রজনী-দিনের রোদনা
(শুধু),—আশা-হতাশায়-বাসনা-ব্যাকুল-বেদনা।
প্রেম-ফুল
সখি
ফোটে সে বারেক জীবনে—
নবীন জীবনে ;
না মানে সে মানা
গোপন মানে না
সুবাস ঢাকে না
গোপনে
বিফল গোপনে।
ছুটে আসে অলি
ফিরাবে কি বলি
তাহারে
যখন,—
দিয়া আপনারে, বরণ করিবে তোমারে

তখন,—

সে শুভ-খনেরে ঠেলো না হেলায় সজনি
সে যে গো নারী-জীবনের সার্থকতম রজনী।
অনুকূল
বায়ু
বহে যবে প্রেম-দরিয়ায়,—
ত্বরা করি আয়
তরী ভাসাইয়া দিবি
যেদিকে দু'আঁখি যেতে চায়।
মিছে ব'য়ে যায় বেলা
একি হেলা-ফেলা
আলসে ?
সুবাস-বিহীন-পলাশের মত
নয়নের মোহ কে চাহে বলত
প্রেমহীন-প্রাণ বহিবি কিসের লালসে ?

দশকিয়া

'একে চন্দ্র' 'পক্ষ দুই'য়ের শুক্ল নিশার রশ্মি মাখি,
'তিনে নেত্রে' প্রেমাঞ্জনে ফুটলো প্রেমের দিব্য আঁখি
'চতুর্যুগে' যাহার কথা ইতিহাসের পাতায় ভরে
'পঞ্চবাণে' যাহার পানে পুষ্পধনু লক্ষ্য করে।
'ষড়ঋতুর' সার্থকতা সেই তো তুমি, সেই তো তুমি
'সাতসমুদ্র' পরপারের স্বপ্নেভরা স্বর্গভূমি।
'অষ্টবসু' 'নবগ্রহের' শুভদৃষ্টি প্রসাদ লভি
'দশদিকে' তাই কীর্ত্তিকথা রটিয়ে দিল মুগ্ধ কবি।

———

সঙ্কেত

আমারে ডেকেছে প্রিয়া
আজি দুরু-দুরু হিয়া—
উঠিছে পুলকি—
নূপুর-নিক্কণ সুখে
ভরা কলসের মুখে—
ছলকি ছলকি।
কঠিন কর্কশ ভূমি
লভিছে চরণ চুমি—
পরশ রাতুল—
দেহ-লতা থর-থর
দখিন-সমীর-খর—
পরশ-আকুল।
বক্ষে প্রেম-পারাবার
কক্ষে কলসের ভার
অবনত শ্রমে—
দোলায়ে দক্ষিণ-করে
বুঝিবা সঙ্কেত করে
সরমে সম্ভ্রমে।
সিক্ত বাসে সারা গায়
অঙ্গরাগ বাহিরায়
ঈষৎ আভাসে
আগে পিছে নাড়ি হাত
মোরে করে পক্ষপাত
মৃদু মন্দ হাসে।

লুকোচুরি

আর কেন সখি বাঁধিছ নয়ন
গোপনে কিসের তরে,—
চিনেছি তোমায় চিনেছি তোমার
কোমল মৃণাল-করে ?

পারো কি লুকাতে অঙ্গ-সুরভি
পরশ তড়িৎ-মাখা ?
পারো কি ঢাকিতে যে ছবি আমার
পরাণে পরাণে আঁকা ?

পারো তুমি কভু লুকায়ে থাকিতে
ঢাকি মোর দুটী আঁখি ?
পারো কি আপন পরশরতন
পরশি' রাখিতে ঢাকি ?

শত জনমের জীবনে মরণে
শত কামনার পাশে
শতবার ক'রে বেঁধেছ আমারে
আসি দাঁড়ায়েছ পাশে।

আর কেন মিছে, দাঁড়াইয়া পিছে
বাঁধ গো নূতন ক'রে
এস এস রাখি নয়নে নয়ন
নিরখি নয়ন ভ'রে।

ভুল

ভুলেছে ভালবাসা সেই তো ভালো,—
নূতন-বেদনায়
কেন গো পুন তা'য়
দহিয়া দাবানলে জ্বালিবে আলো ?

তাহার ঘুমঘোর কেটেছে যদি,—
অলীক স্বপনেরে
কেন সে চাহিবে রে
বিফল আঁখি-জলে রচিয়া নদী ?

নিভেছে দীপ যদি নিভিয়া যাক্,—
নাহিক স্নেহ তা'র
জ্বলিবে না'কো আর
পুড়িবে হিয়া শুধু, জ্বেলো না থাক্।

নীরব যদি আজি প্রেমের গান,—
নিঠুর নিপীড়নে
তুলোনা নিরজনে
বিধুর বেণু বীণে করুণ তান।

যদি সে ভুলে থাকে প্রেমের দুখে,—
ঘুচিবে অবিরল
নয়ন-ছল-ছল
গভীর বেদনায় অধীর-বুকে।

মথিয়া মন-প্রাণ হৃদয় চিরে
উঠিলে হলাহল
ভখিব সে গরল
অমর হ'ব মরি চা'ব না ফিরে।

প্রেমের ব্যথা

জান না যদি প্রিয়া
জানিয়া কাজ নাই
প্রেমের ব্যথা
উষ্ণ আঁখি-জলে
তিতিবে ধরাতল
শুনিয়া কথা।
অশ্রু-বরিষণে
মুছিত যদি প্রিয়া
স্মৃতির লেখা
মিলা'ত চিরতরে
ক্লিষ্ট ললাটের
বিষাদ-রেখা।
দীরঘ-নিশ্বাসে
জুড়া'ত যদি প্রিয়া
হৃদয়-ক্ষত
স্নেহের ফুৎকারে
ব্যথিত বালকের
ব্যথার মত।
তাহ'লে জুড়াইত
প্রাণের জ্বালা যত
তাহ'লে শুকাইত
নয়ন বারি
ধরণী স্নেহ-ভরা
হইত ঝ'রে পড়া
বকুল-শেফালির
বেদনা-হারী।

আমিও হাসি-মুখে
ছুটিয়া আসি সুখে
তোমারে রাখিতাম
হৃদয়ে ধরি
দিতাম ভালবাসা
নয়নে অধরেও
নিতাম ভালবাসা
হৃদয় ভরি।

প্রবোধ

কেন গো দীপ জ্বালা?
ভুবন-ভরা জ্যোৎস্না আজি—
পবন মধু-ঢালা
মিছে প্রদীপ জ্বালা।
শিশির-ভেজা-বায়ে
এখনি ঢুলে পড়িবে আঁখি
নিদ্রালস-কায়ে
মন্দ-মধু-বায়ে।
গভীর ঘুম-ঘোরে
শঙ্কা নাহি শিথিল-বাস
যদি বা যায় স'রে
নিশীথ ঘুম-ঘোরে।
শরম নাহি কিছু
রহিব জাগি দুয়ারে, দুটি-
নয়ন করি নীচু,
শরম নাহি কিছু।

সমীর-ভরে আসি
লুটায় যদি বুকের পরে
লুটাক্ কেশ-রাশি
কবরী হতে আসি।

বিম্বাধর-পুটে
জ্যোৎস্না-ধারা চেতনা-হারা
পড়ুক না সে লুটে,—
ওষ্ঠাধর-পুটে।

নাহিক ভয় বধূ!
যেমন তব তেমনি র'বে
অনাঘ্রাত মধু
নাহিক লাজ বধূ!

অবুঝ

কর সাজ
সখি কর সাজ
ওগো কুসুম-সজ্জা কর আজ—
আজি এ ধরণী
কনক-বরণী
কনক-ভূষণে কিবা কাজ?
শুধু কুসুম-সজ্জা কর আজ।

কত আর
বল কত আর
সখি বুঝা'ব তোমারে কত আর ?
মুকুতা-উজ্জল
মুখ নিরমল
রতন মাণিক কিবা ছার !
সখি বুঝা'ব তোমারে কতবার ?

বাঁধা যায়
সে কি বাঁধা যায় ?
তবু বসন-শাসনে বাঁধো তা'য় !
পলকে পলকে
অসহ পুলকে
মুকুলিত তনু-লতিকায়
বৃথা শরম-শাসনে বাঁধো তা'য় ।

নহে আজ
সখি নহে আজ
ওগো শুধু চুম্বন নহে আজ—
নিবিড় করিয়া
বাঁধিব তোমারে
লভিব তোমারে হিয়া মাঝ,—
ওগো শুধু চুম্বনে নাহি কাজ ।

বিরহ

প্রিয়া আমার
হিয়া আমার
উচ্ছল আজি—তব দুঃসহ বিরহে,—
আজি—জ্যোৎস্না-হসিত—মুগ্ধ নিশীথে
স্নিগ্ধ সমীরে বাঁশরীর গীতে
বিরহ-অনল এই তুষানল কে সহে ?

বাতায়ন-তলে বসিয়া নিরখি গগনে
পল্লব-পাতে চমকি শিহরি সঘনে
তোমার চরণ-শবদ স্মরিয়া বিমনা—
তুমি কোন স্বপনের কল্পনা বনে
ভ্রমিছ একা ?
মনে কি পড়ায় মোরে কোনোখনে
স্মরণ-রেখা ?
তোমার পরাণে পশে কি আমার যাচনা ?

ওগো চির-অপূর্ব্ব অচেনা,
ওগো চির-পুরাতন, তবু পরিচিত হ'বেনা ?
লুকাবে কি মোরে—চিরদিন ধ'রে
চিরদিন মোরে ফিরাবে ?
চিরদিন শুধু সঞ্চিত-মধু-
-কুসুমের মত নীরবে সুরভি বিলাবে ?

প্রতি-নিশি-দিন ক'রেছি রচনা
নবীন স্বপ্ন নবীন কামনা
নিবিড় প্রেমের বাহু-বন্ধন-পিয়াসী,—
তুমি আছো তবু ঊর্ম্মি-বিহীন
শান্ত সাগর স্পন্দন-হীন
না জানি কি লাগি গভীর বিরাগে উদাসী ?

নাহি জানি ভালবাসো কি না-বাসো
জ্যোৎস্না-নিশীথে হাসো কি না-হাসো
ঝরায়ে অমৃত-মদিরা-নিঝর বিরলে,—
আঁখিতে আঁখিতে করিলে পাগল
আঁখি ফিরাইতে রুধিলে আগল
রুদ্ধ দুয়ারে ফিরালে আমারে বিফলে ?

আমার সজল-মুগ্ধ-দৃষ্টি নিখিল আকাশে বাতাসে
চিত্রিবে তব চির-বিচিত্র মূরতি,—
তোমার উজল-কজ্জল-আঁখি শ্রাবণের মেঘে ভরা সে
অসীমের মাঝে বাসনা লভিবে বিরতি।

রূপ

রূপ, শুধু রূপ, শুধু রূপ
হে সুন্দরি! হাসিরাশি
আমি শুধু ভালবাসি
ওই তব আনন্দ-স্বরূপ।

ভয় নাই, শঙ্কা নাই নাই,
আর কিছু ? কিছু নাহি চাই
তুমি মোর নয়নের আলো,—
কি সঙ্কোচ কা'রে ডরি ?
হেরি দুটী আঁখি ভরি
ওইরূপ বাসিয়াছি ভালো।

এই লহ মোর আঁখি'
তোমারি নয়নে রাখি
দর্পণের সমুখে দাঁড়াও,—
এই লহ মোর হিয়া
তোমার হৃদয়ে নিয়া
যদি মোরে বুঝিবারে চাও।

কুঞ্চিত কুন্তল-রাশে
এলাইয়া নাগ-পাশে
লীলায়িত করি করাঙ্গুলি,—
ঈষৎ বঙ্কিম আঁখি
গ্রীবাটী হেলায়ে রাখি
বসন-শাসন যাও ভুলি।

ওই বক্ষ-স্বর্গ 'পরে
আঁখি নিমজ্জিয়া মরে
অমৃতের পিয়াসী নির্ভীক,—
অবগাহি চুপে চুপে
ওই রূপ রস-কূপে
দাও তা'রে পান ক'রে নিক।

পরম সম্প্রদান

তুমি মোর প্রিয়া, মোর পরিপূর্ণ প্রাণ,
আপনি তোমার করে
নৈবেদ্য দিয়েছি ধ'রে
আমার পরম সম্প্রদান।
সেই যে মুহূর্ত্তখানি
মোর আবাহন মানি
নীরবে উদয় হ'লে নিজে,
সেই সে পরম ক্ষণে
প্রশ্ন নাহি ছিল মনে
আবির্ভাব স্বপ্ন-সরসিজে।

প্রেম সরোবর-সম
পদতলে অনুপম
ছায়াখানি জড়াইয়া ধরে,—
কালো এলোকেশ-রাশি
আলো তা'র মাঝে আসি
প্রতিমার চালচিত্র করে।
প্রতিটীপদ্মের দলে,
আরক্তিম পদতলে
চিত্ত ফিরে মুগ্ধ মধুকর,—
হরষে সরসী কাঁপে
কে তা'র তরঙ্গ মাপে ?
আনন্দ-হিল্লোলে থরথর।

চক্রবাক মত্ত ভাষে
চক্রবাকী পরিহাসে
পুরুষের প্রেম বুঝি ফাঁকি—
সে-অবোধ বোঝে না যে
চক্রবাক মজিয়াছে
মরিবার অল্প কিছু বাকী।

অনুপমা

তা'ই হোক, এলো চুল
বেঁধোনা খোঁপায়, থাক্
উড়ে যাক্ এলোমেলো সমীরে,—
শ্রবণে দোদুল দুল
তালে তালে দোল খাক্
জল্‌কে চলিতে পথে অধীরে।
দূরে ঐ হাতছানি
কে যেন বা দেয় জানি
কেন করে কানাকানি সখীরা ?
কেহ হাসে খিল্-খিল্
অঞ্চল উর্ম্মিল
অতি চঞ্চল গতি রুচিরা।
কনক-কাঞ্চীখানি
বাঞ্ছিত কটিতটে
শিঞ্জন গুঞ্জন গাহিয়া,—
নাসার বেসরখানি
কি জানি কি যেন রটে
বিম্ব-অধর পানে চাহিয়া।

গলায় বেলের গোড়ে
আধ-ফোটা কুঁড়ি তা'র
উরসে উলসি চাহে ফুটিতে,—
শরমে মরম পোড়ে
বুঝি সে পারে না আর
দ্বিধায় হৃদয় চায় টুটিতে।

তা'ই হোক্ তবে আজ
বাঁধিয়া নাহিক কাজ
অঝোরে পড়ুক ঝরি সুষমা,—
তনুর তনিমাখানি
শ্রাবণ-বন্যা মানি
নাহি নাহি ও রূপের উপমা।

অরুণের চুম্বন

কালো আঁখি তা'র ঘন তমসার
ধূম্র-কুয়াসা-জালে
কি যেন গভীর ছায়া সুনিবিড়
রহস্যে নিমগন,—
সুপ্ত সাগর শান্ত নিথর
রাত্রি প্রভাত-কালে
পাংশু উষার স্বপ্ন-ভাঙানো
অরুণের চুম্বন।

———

মনের রূপ

কুরূপে মজিয়া মনটী দিয়েছি
    সরল মনের রূপে,—
স্বরূপে বিরূপ হইয়া ফিরেছি
    ভয়ে ভয়ে চুপে চুপে।

মনোহর রূপ রূপসীর রাণী
    পয়োমুখ হলাহল—
অধরে অমিয় সুমধুর বাণী
    অভিনয়-ভরা ছল।

তা'র চেয়ে ভালো সুস্থ চিকণ
    কালিয় লাবণি দেহে
কষিত কনক মনটী যাহার
    অন্তর ভরা স্নেহে।

খর্জ্জূর তনু তুলনা তাহার
    অঙ্গ সুষমা-হীন
রূপহীন দেহ অন্তরে স্নেহ-
    সুধা ঝরে নিশিদিন।

গূঢ়মন্ত্র

গুরু দেন মন্ত্র কানে সুখাসনে শুনি অবহিত
অন্য কানে বাহিরায় আনমনে মুক্ত কান দিয়া
প্রিয়া দেন মন্ত্র কানে উপাধানে মস্তক রক্ষিত
অন্য কান রুদ্ধ তায় গাঁথা রয় অন্তরে পশিয়া।

স্মরণ-সিন্ধু-ভেলা

তাই হোক তবে আজ।
হৃদয় লইয়া যে খেলা খেলিছ—
তাহে নাই নাই কাজ!
প্রেম যেথা নাই, করুণা না চাই—
মরমে মরিয়া র'ব—
ধার-ক'রে-আনা নয়ন-সলিল
ফিরাও নয়নে তব।
যদি হ'য়ে থাকে ভুল—
ভরা-ভাদ্রের কূল—
ভেঙে প'ড়ে থাকে, ভাঙনে তাহার
বুঝেছি তরণী চলিবে না আর—
হতমূল তরু ভগ্ন কিনারে
প'ড়েছে উপাড়ি মূল—
হয়তো হ'য়েছে ভুল।

আজিকে তোমার নয়নের পানে
মোর আঁখি দুটী চাহে
নিদারুণ দাব-দাহে,—
ভীত পাখী সম পরম কাতর
আপাদ চঞ্চু কাঁপে থরথর
বলিবার নয় কহিবার নয়
তবুও কহিতে চাহে,—
ভয় নাই আর,—সাগরে ভাসিয়া
শিশিরে কি বারিবাহে।

বসিলে মিলন-মেলা—
মন দিয়া নিয়া হবে ছিনিমিনি—
খেলাঘরে ছেলেখেলা।
ক্ষণিক খেলায় মিছে মাতামাতি—
ফুরাইবে মোহ, ফুরাইলে রাতি
কাক-জোছনার বেলা—
সখি মোর আঁখিজলে ডুবিবে অতলে
স্মরণ-সিন্ধু-ভেলা।

মরীচিকা

কী আছে ভাই জীবনটাতে—
মাথার ঘামে বইছে নদী
একটু সময় নেই তাহাতে
উদয় হ'তে অস্তাবধি।
একটু যদি পিছন ফিরে
এক নজরে দৃষ্টি কর
দেখ্‌বে তরুর বক্ষ চিরে
পুষ্পে শাখা ভর-ভর।
অনেক খাটা অনেক খাটি
অনেক কিছু দেখলে ক'রে
কী জানি কি মিথ্যা মাটি
ভূতের বোঝা পূরলে ঘরে।
তাই তো বলি দেখবে চল
বৃক্ষতলে ক্ষণেক থাকো
আমের মুকুল সফল হ'ল
তা'র কি কিছু খবর রাখো?

কাঠবিড়ালী পুচ্ছ তুলে
বিড়ালিনীর ফিরছে পিছু
দেখবে নাকি নয়ন খুলে
সেই অনাদি-রসের কিছু।

তোমার সূক্ষ্ম দৃষ্টি খানির
তুষ্টি কোথায় তাই বলো না—
প্রসাদ লাগি রাজারাণীর
রাজ-প্রাসাদে আনা-গোনা।

তোমার কুঁড়ে ঘরের কোণে
মাটির প্রদীপ জল্‌ছে মিটি
পলকে সে প্রলয় গোণে
পথে চাওয়া প্রিয়ার দিঠি।

কোথায় লাগে মুক্তাহীরা
মিথ্যা শুধু ঝক্‌মকানি
প্রেম থাকে তো লক্ষ হীরা—
তুমিই রাজা তিনিই রাণী।

হায়রে দূর-দর্শী তুমি
দৃষ্টি দূরে, নেই কো কাছে
এই ধরণী স্বর্গভূমি
স্বর্গ কি আর কোথাও আছে ?

যৌবনেরি জোয়ার এল
বসন্তেরো বইল হাওয়া—
কখন এল কখন গেল
ব্যর্থ হ'ল দাবী দাওয়া।

ভাবছো তুমি প্রত্ন-কথা
ইতিহাসের পত্র প'ড়ে
কতই গূঢ় প্রশ্ন কথা
চিত্ত তোমার পূর্ণ করে।

এই যে প্রিয়ার পদ্ম-কলি
তোমার শুভ দৃষ্টি মাগি
ব্যর্থ হ'ল হায় সকলি
কিসের লাগি, হে বৈরাগী ?

ধ'র্‌লে ধুলো করলে সোনা
পরশমণি ভাগ্যবলে—
কিন্তু সখা ক'রলে লোনা—
মুখের গরাস চোখের জলে !

অর্থ এল অর্থ গেল
যা' গেল তা' আর এল না—
ভাগ্য-দুয়ার যতই ঠেল
ফিরবে না কো একটী কণা।

নিতল-নিবিড়-ভালোবাসা

আমি শুধুই মনের কথায়
বিনি সুতায় গাঁথি মালা
চোখের জলে ফুটাই মুকুল
শুভ্র দোদুল হাস্যে ঢালা।

দুঃখ সুখের হিসাব নিকাশ
করিনে ভাই মিথ্যে জমা
বুকের ব্যথা মিলায় বুকেই
মুখের হাসির নেই উপমা।

সপ্তপদী

আসবে তো ভাই এমনি এসো
যেমন আছো তেমনি সাজে
তোমার প্রাণের দ্বারে আমার
নিতুই উতল বাঁশী বাজে।

বুঝবে না তো মন মানে না
সয়না প্রহর দণ্ড বেলা
এই এলে তো সফল হ'ল
নইলে শুধুই হেলা-ফেলা।

প্রাণের পরে থরে থরে—
ফোটা ফুলের গন্ধ মাতে
তোমার তরেই সুরভি তা'র
ছুটলো তোমার মন ভোলাতে।

এই তো আমার সন্ধ্যারতি
উঠলো বেজে উঠলো জ্ব'লে
আমার গানে আমার প্রাণে
আমার গৃহ বেদীর তলে।

তুমি এসো তুমিই এসো
প্রাণের প্রাণে উঠলো ধ্বনি
লাগলো আলোয় অলক্ত-রাগ
উঠলো বেজে আগমনী।

ঐ নূপুরে হৃদয়-পুরে
উঠলো নেচে উতল আশা
চোখের নেশা নয় শুধু সে
নিতল নিবিড় ভালোবাসা।

মনের মোহ

মনে যাহা উঠে ফুটে
হৃদয়ের পর্ণপুটে
ক্ষণ পরে মনে পায় লয়,—
মনের মোহের খনি
প্রেম কি তাহারে গণি
মৃত্যুহীন আনন্দ-নিলয় ?

নহে, নহে, কভু নহে
ক্ষণিক অন্তর দহে
ক্ষণপরে নাহিক সন্ধান,—
প্রেম নাহি মনসিজে
ক্ষণিক ভুলিয়া নিজে
সিন্ধু-ভ্রমে সরোবরে স্নান !

দিনেক দুদিন পরে
যৌবনের খেলাঘরে
বণিকের হিসাবের মত,—
কড়া ক্রান্তি লাভ ক্ষতি
মিলনের পরিণতি
মনে নাহি লাগে মনোমত।

লুণ্ঠিত রাজ্যের প্রায়
বাঞ্ছিতের সমুদায়
দস্যুসম করি অধিকার,—
কারাগারে দিলে চাবি
মিটে কি প্রেমের দাবী ?
রুদ্ধ হিয়া কাঁদে অনিবার।

প্রেম নাহি চাহে কিছু
সব দিয়া আঁখি নীচু
রাজা রহে ভিখারীর প্রায়,—
প্রেম লাগি প্রেম যাচে
প্রাণ সে তো দেওয়া আছে
বিনিময়ে কিছু নাহি চায়।

লাভ ক্ষতি টানাটানি
করাঘাত হানি হানি
কি বল না চাহিবার আছে?
জীবন-বসন্তে বঁধু
ত্যজিয়া ফুলের মধু
কে বল না ইক্ষুরস যাচে?

পরিচয়

এ নহে হৃদয়
মুকুলিত হয়
আঁখির কিরণ মাখি,-
কিশোর কমল
প্রেমে ঢল-ঢল
সলিল-শয়নে থাকি।
শিশির সহে না শুকায়ে মরিবে
তবুও রবির আলো,—
বাসিবে যেমন গরবী চাতক
মেঘেরে বাসিল ভালো।

তেমনি তৃষিত প্রাণ কুতূহলী
প্রভাত-রবিরে যুড়ি অঞ্জলি
'আলো দাও'-বলি পাতিল কমল কর,—
দিল রূপ, দিল সুরভির ভার,
আর যাহা কিছু দিল আপনার
রক্ত-পরাগ-রঞ্জিত অন্তর।
কাঁটায় পঙ্কে উঠিল মৃণাল
আশায় ফুটিল ফুল
ফুল্ল হৃদয় সরসিজময়
সরসী দোহুল দুল,—
এই সে হৃদয়
এর পরিচয় বুঝিতে না হয় ভুল।

নব-পরিচয়

পরিচয় নয় প্রদীপ জ্বালানো
দীপ হ'তে শিখা নিয়া-
হৃদয়ে তাহার স্নেহরস-ধার
জীবন-বর্ত্তি দিয়া।
শীতল আলোক নিতল সোহাগে
অনুরাগে উদ্ভাসি
করে সঞ্চার নয়নে তাহার
হরষ চেতনা হাসি।

বেতার-বারতা মন হ'তে মনে
নিতি করে যাওয়া আসা
'চক্রবৃদ্ধি' বাড়ে পরিচয়—
'মূলধন' ভালোবাসা।
হৃদয় হইতে শির-সৌধের
মানস-স্বর্গ সহ-জীবনের
অন্তর-লোকে অন্ধ মনের
অন্তর-পুর-বাসী,
চক্ষে ফুটায় ঈক্ষণ তা'র
বক্ষে কুসুম-মুকুল-বিথার
'ফোটো-ফোটো'-ব'লে কলিরে ফুটায়—
শরম-জড়িমা নাশি।

নূতন প্রদীপে নব পলিতায়
মিলায় মনের কালো
নূতন দীপ্তি অরুণ করুণ
আভায় করে সে আলো।
কামনা-লোহিত হৃদয়-শোণিতে
নূতন ছন্দ লাগে
করে ঝঙ্কার তন্ত্রী আশার
নব আশাবরী-রাগে।
হৃদয় পরিবে শতনরী হার
পরশমণির মালা
'নব পরিচয়'—মুকুতা ফলিবে
স্বাতীর আঁখির আলা।

গোধূলি-মিলন

ভাগ্য যেন প্রসন্ন হয়
আশিস্ কর আশিস্ কর,—
আশঙ্কা আর আশায় মিলে
বুক যে কাঁপে থর-থর
তোমরা আমায় আশিস্ কর।
পূর্বাকাশে অরুণ আলো
ঊষার গালে ফাগ মাখালো
অধরে তা'র গুল-বাসোরার
ফুটলো কুঁড়ি।
আমার গায়ে আমার পায়ে
আমার আঁখি-পাতার ছায়ে
সারা অঙ্গে লা'গলো আলোর
আবীর-গুঁড়ি।
আমার পথ ঐ সামনে পাতা
রাস্তা সোজা পূর্বমুখে,—
আস্তরণে শ্যামল তৃণে
চরণ পেতে চ'লব সুখে।
পাথেয় নেই একটী কড়া
অন্তরে দুরাশার পুঁজি,—
দূরের পথে যাত্রা করি
দুর্ল্লভেরি সূত্র খুঁজি।
দস্যু যদি থাকেই পথে
কি নেবে, তাই ভয় করিনে,
চলেই চলি হায় কেবলি
নির্বিকারে রাত্রিদিনে।

সেদিন যেদিন পথ ফুরাবে
সেই গোধূলি-মিলন-বেলা,—
পারাবারের বেলাভূমে
ব'সবে তোমার মিলন-মেলা।
সাঙ্গ হ'বে সঙ্গহারার
সঙ্গী খুঁজে দিন কাটানো,—
তুমি আমার সঙ্গী হ'বে
সকল সাথীর সাধ মেটানো।

ভূমা

প্রাণ যবে প্রেমে জর-জর
চোখে অশ্রু, দেহে দাহ-জ্বর,—
কী করিবে সন্নিপাতে
শয্যা রচি মৃত্তিকাতে
তৃষাদগ্ধ ওষ্ঠপুটে শিশিরের কণা!
যত পাই চাই তত,
যদি কহ—'নাই অত'
ভূমার সন্ধান বিনা আমি ফিরিব না।

এক বিন্দু প্রেম

প্রেমিকের শিল্পে হয় অপরূপ প্রেম
স্বর্ণকার করে যথা অলঙ্কার হেম।
অকূল-বিথার-সিন্ধু
পাই তা'র একবিন্দু
প্রেমিকের ঠাঁই তাই মাগিতে এলেম,—
যাহারা ডুবায়ে দেয় একবিন্দু প্রেম।

কারারুদ্ধ

কোথায় থাকি, কোথায় রাখি,
হারিয়ে গেছে সকল দিশে,—
শুধাইলে ব'লব সখি!
আজকে মাসের পঁইতিরিশে!

একটী কথা বল'তে শুধু
একটি কথা কইতে জানি,
কান পাতিনে কারো কথায়
ভয় করিনে কানাকানি।

ঐ নয়নের নীলাঞ্জনে
নীল গগনের তারার হাসি,
কাকাক্ষি-নীর সরোবরের
ফুল্ল কমল রাশি রাশি।

চক্ষে যখন উদয় হ'লে
বক্ষ তখন বা'সলো ভালো,
মুগ্ধ আঁখি ডুবলো দেখি'
তোমাব আঁখির অতল কালো।

আমার দুটী আঁখির তারা
ঐ নয়নে দৃষ্টি দিয়ে,—
হায় রে! কারারুদ্ধ হ'ল
আর এল না খবর নিয়ে।

———

পাগল হ'ল বসুন্ধরা

জানিনা, তোমায় আমায়
কী মমতায়
মর্মে কোথায়
লাগ্‌লো ফাঁসি,—
রূপের রাশি!
চাহিনা আর কিছু তাই
চাই শুধু চাই
ঐ নয়নের নীরব হাসি।

যখন ঐ গোলাপী লাল
কোমল মৃণাল
বাহুর ডোরে
বাঁধলে মোরে,—
ওলো সই! কাটলো আমার
ভয়-ভাবনার
নৈশ আঁধার
নীলাম্বরে।

মেলে চোখ চাইতে জেগে
হর্ষাবেগে
প'ড়লো চোখে
প'ড়লো মুখে,—
যেন কোন্ মন্দাকিনীর
নির্ঝরিণী
এই সাহারায় ঝ'রলো বুকে।

সে-দিনের সেই ক্ষণিকের
সেই ক্ষণিকের
নেশায় মেতে
আস্‌তে যেতে,—
আঁখি মোর নিষ্পলকী
ডুবলো সখি!
তোমার্ আঁখির মাঝখানেতে।

ডুবে আর পায় না দিশা
পায় যত, তা'র যায় না তৃষা
যায় না মোটে
দগ্ধ ঠোঁটে,—
অধরের দ্রাক্ষা সরস
তপ্ত সে রস
অধর যত পায়, সে লোটে।

চাতকের ফটিক-জলের
একটু খানির অনেক সাজা,—
মুখে মোর নিষিদ্ধ ফল
স্বাদু শীতল
সদ্য তাজা।

চকোরের চাঁদের সুধার
কে ধারে ধার,
কে শুধা'বে তা'র বারতা?
তোমার ঐ স্মিত হাসির
জ্যোৎস্না-রাশির
যে-জন জানে মর্ম্মকথা।

চোখে যেই রঙ্গ ঝরে
শরমের হিঙ্গুল রাগ
কপোলের আর্শি 'পরে
রচে সেই ফাল্গুনী ফাগ,—
উরসের শুভ্র সুডোল
নিখুঁৎ নিটোল,
রেশ্‌মি নিচোল
রঙ্‌ ফিরোজা,—
যেন তা'র যুগ্ম-চূড়ায়
মকর-কেতন উড়ায় ধ্বজা।
কাঁচা ঐ রূপের খনি
সেই লাবণি-
বন্যা যেন ভাসায় ধরা—
যেন তার ঘূর্ণি জলের
ঊর্ম্মি-বলে
মন্মথেরো ডুবায় ভরা।
তোমার ঐ রূপের শিখায়
নির্নিমিখা আঁখির তারা,—
বাসনার তপ্তরাগে
রাত্রিজাগে তন্দ্রাহারা।
তোমার ঐ চোখের লীলায়
নিকুম্ভিলার দহন-দাহ,—
তোমার ঐ ভ্রূভঙ্গিমার
অপাঙ্গিমায় যখন চাহ।
সে-চোখের দৃষ্টি পিয়ে
ধিক্ ধিকিয়ে তৃষ্ণা জ্বলে,—
স'রে যাই এলোকেশের
মেঘাবেশের ছায়ার তলে।

হতাশায় বুক ভাঙা সে
দীর্ঘশ্বাসের দগ্ধ-ধূমে
করে তাই চোখের নতি
তোমার প্রতি
ঐ প্রতিমায় চক্ষে চুমে।

হিমানীর তুহিন গ'লে
তপ্ত জলে বইলো নদী,—
বুকে তা'র অগ্নি-গিরির
উষ্মা লেগে
অন্ধ-বেগে
ছুটলো যদি,—

মাঝি তা'র ভাসায় তরী
বাসনার পাল ফুলিয়ে,—
হুঁসিয়ার বৈঠা ধরি
কেটে যায় ঢেউ তুলিয়ে,
তুমি তায় ভয় না ক'রে
ভরসা ক'রেই ব'সবে উঠে,—
গোধূলির তরল সোনায়
তোমার সোনার কান্তি ফুটে।

কি জানি, ঐ পসরা
রূপের ভরা
বইতে নারে,—
নিখিলের তৃষ্ণা-কাতর—
আঁখির যে শর
তোমার আঁখি সইতে নারে,—

যদি তা'য় শরম লাগে
কপোল রাঙে,
ধৈর্য্য টুটে,
আমার এই বুকের আড়ে,
ভয় কাহারে ?
পাখীর মত আসবে ছুটে,—
আমার এই শঙ্কাহরণ বক্ষপুটে ।
নিখিল আঁখির আঘাত-কাতর
দুর্গপুরীর কক্ষপুটে ।
শোনাবো নর্ম্ম-বাণী
মর্ম্ম-রাণি ! সেই নিভৃতে,—
বলি তা'ই তা'রই খানিক
গান গেয়ে ঠিক
স্বর্গসুখের খবর দিতে ।

হৃদয়ের দ্বাদশ-দলে
কামনার সোনার আগুন উঠলো জ্ব'লে
উঠলো রাণি !
ঘিরে ঐ রক্ত-কমল
কুসুম-কোমল
আল্‌তা-রাঙা পা দু'খানি ।
রূপে তা'র উদয়গিরির তুষার গ'লে
অথৈ-জলে
ভাসলো ধরা,—
হরষের তুফান লেগে
সেই আবেগে
পাগল হ'ল বসুন্ধরা ।

বন্যটিয়া

হায় লো প্রিয়ে, বন্যটিয়ে !
পোষ মানো না পক্ষী অচিন্,—
শীষ দিয়ে কি শস্য দিয়ে
মনটী পাওয়া বড্ড কঠিন।

যখন তোমায় বক্ষে চাহি
তখন দেখি কোথাও নাহি—
এক পলকে উদয় হ'য়ে
কোথায় জানি হও উধাও।
মন-ভুলানো বন্যপাখী,
মন ভুলিয়ে কোথায় যাও !

হায় লো প্রিয়া—পথ চাহিয়া
চক্ষে হ'ল দৃষ্টি মৃদু,
মন নিয়ে তো মন দিলে না
অপূর্ণ পূর্ণিমার বিধু !

বুঝতে পারি, মনেই আছো
আনমনেরি অন্তরালে,
অবয়বের আবছায়াটী
অমনি মিলায় হাত বাড়ালে।

অন্তরেতে উদয় হ'য়ে
গায়েব হ'লে মন্তরেতে,
তোমার মত লাজুক মেয়ে
আর দেখিনি সংসারেতে।

আঁচল-ভরা দম্‌কা হাওয়া
সহজ গতি পিছল পথে,
পরশ-ভয়ে পালিয়ে যাওয়া
তড়িদ্‌গতি চিত্ত-রথে।

না চাহিলে হয়তো আসো,
আসোই নাকো চাইলে পরে,
আস্‌তে যেতে ব্যস্ত সদাই
অন্তরেরি বাইরে ঘরে।

সবাই বলে পরের ভুলে
সকল কিছু পণ্ড হ'ল,
কেউ ধরে না নিজের ত্রুটি
কি আর কা'রে ব'লব বল ?

যখন তোমার বিস্মরণে
যত্ন করি পরাণপণে,
তখন তুমি আমার মনে
আসন পেতে হও আসীন,—

ডুবলো তরী ডুবলো ভরা
শূন্য আমার বসুন্ধরা,—
পালিয়ে গেলে অমনি ফেলে
গহীন জলে জলের মীন ।

হায় লো প্রিয়া বন্যটিয়া
পোষ-না-মানা পক্ষী অচিন্‌

রক্ত কমল

ছন্দে নাচে চোখের তারা
যৌবনেরি মর্ম্মবাণী,
গুঞ্জরিয়া কয় সে কানে
ছন্দে দোলে আঁচলখানি।

রূপ নহে সে উর্ম্মিমালা
নৃত্যশীলা মন্দাকিনী,
লাবণ্যেরি লহর তুলে
রঙ্গে নাচে তরঙ্গিণী।

কোথায় চলে কোন সাগরে
হর্ষে তুলি কলধ্বনি,—
আঁধারে পথ দেখায় তা'রে
নীল আকাশের মাথার মণি।

সেই সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে
স্রোতের মুখে সুখের ভেলা,
সেই অতলে তলিয়ে গিয়ে
অথৈ-জলে ক'রবো খেলা।

ছন্দে কভু ছন্দ তুলে
দু'লবে দোদুল ঊর্ম্মিমালা,
বক্ষ নেচে উঠবে দুলে
চক্ষে তরল তড়িৎ ঢালা।

আঁখির কোণে লাজের চাওয়া
হাজার ডোরে বাঁ'ধবে ঘিরে,
নিঃশ্বাসেরি দম্‌কা হাওয়া
সকল বাঁধা ফে'লবে ছিঁড়ে।

হাতছানি সে দেয় আমারে
সেই ইশারা আশার মত,
পশ্চাতেরি স্মৃতির ভারে
কে বলনা বইবে কত ?

সন্ধ্যাতারা রয় প্রহরী
আধেক আলো-অন্ধকারে,
স্বপ্নলোকের স্বর্ণপরী
নীল আকাশের পরপারে।

ফিরবো ঘুরে ঘূর্ণিপাকে
সন্ধানিয়া সিন্ধুতলে,
নির্ঝরিণী ছুটতে থাকে
যেথায় জলে মুক্তা ফলে।

মুক্তামালা, গাঁথবে বালা!
হর্ষে ঝরা অশ্রুনীরে,
স্বচ্ছ হাসি উঠবে ভাসি,
দশনে দশ-হাজার হীরে।

যৌবনেরি গভীর জলে
অরুণ আলো প'ড়বে যবে,
তোমার গালে লাল গুলালে
ফাল্গুনী-ফাগ লাগবে তবে।

প'ড়লে চোখে চোখের আলো
ধৈর্য্য ভেঙে চূর্ণ হ'বে,
মিলাবে সংশয়ের কালো
আঁধার কি সে আলোক স'বে?

সেদিন প্রেমের রক্তকমল
লীলায় খেলায় উঠবে ফুটে,
হর্ষে রসে সহস্র-দল
না যেন তা'র পাপড়ি টুটে।

স্পর্শ-সুখে লাগবে দোলা
গভীর-জলা সরোবরে,—
সেই রভসে আত্মভোলা
বক্ষ তাহার ছন্দে ভরে।

ছন্দে নাচে রক্তকমল
ছন্দে নাচে চোখের তারা,—
ছন্দে দোলে সহস্র-দল
কাকাক্ষি-জল আত্মহারা।

দৃষ্টি

দৃষ্টিখানি মিষ্টি বড় কতই সুধা বৃষ্টি করে
দগ্ধ হিয়া মর্ম্মরিয়া তাইতো সখি উঠলো ভ'রে।
উঠলো ফুটে মধুর হাসি,
পড়লো ঝ'রে রূপের রাশি
ঐ তোমারি শুভ্র হাসি দুধের মত উথলে পড়ে,—
দৃষ্টিখানি মিষ্টি বড় ততই সুধা বৃষ্টি করে।

কপোলতলে অথৈ-জলে অরুণ হেসে দিলেন দেখা
লাজ কেন লো, নয়ন মেলো, কিসের তরে লাজের লেখা ?
চোখ দুখানি চটুল পাখী
খঞ্জনেরি ছন্দ রাখি
নৃত্য করে যাহার তরে তাহার পদচিহ্ন-রেখা,—
সন্ধানিয়া আকুল হ'ল হায় তাহারে যায় না দেখা।

ধৈর্য্য ধর একটু ধীরে আলোর তীরে লাগলো কালো
গোধূলি এই খেলায় ভুলি সাঁঝের কোলে এই ঘুমালো।
ধূম্রতর ধূসর ছায়া
আধেক আলো আধেক মায়া
কাহার ভীরু পদধ্বনি আশার বাণী ঐ শুনালো,—
ক্লান্ত দুটী চোখের 'পরে কোমল দুটী হাত বুলালো।

দৃষ্টিখানি মিষ্টি বড় চার নয়নে একটী চাওয়া
নিথর হ'ল শব্দ সাড়া নিঃশ্বাসেরি একটু হাওয়া,—
ওষ্ঠে শুধু তৃষ্ণা জাগে
স্বপ্ন-মোহ বক্ষে লাগে
সেই মিলনের অনুরাগের তপ্তমধু যায় কি খাওয়া ?
কল্পনারি কল্পলতা যুগান্তেরো অন্তে পাওয়া।

মৃত্যুভয়

মরি যদি ক্ষতি নাই প্রিয়া
বরণীয় মরণের লাগি,—
বক্ষে তব মূরতি আঁকিয়া
জেগে আছি মৃত্যু-অনুরাগী।
নিদাঘের দীর্ঘ দিবা
শীতরাত্রি ক'ব কিবা
নির্নিমেষ-নেত্রে শুধু জাগি,—
প্রয়াণের দীর্ঘ পথে
ধরার বন্ধন হ'তে
কোনোমতে মুক্তি শুধু মাগি।
মৃত্যু-নীড়ে বাঁধিয়াছে বাসা
প্রাণ-পাখী করে যাওয়া আসা,—
রাত্রে যায়, দিনে আসে,
স্বপনে ধেয়ানে ভাসে
সে-মূরতি সর্ব্বদুঃখনাশা।
তাই শুধু মৃত্যুভয় লাগে
মনে লাগে, প্রাণে ব্যথা জাগে।
বক্ষে আঁকি রাখিয়াছি মম
প্রস্তরে উৎকীর্ণ অনুপম
মরমের মর্ম্মর-প্রস্তরে,—
অনুরাগ দিয়ে লেখা
প্রতি অঙ্গরাগ-রেখা
আঁকিয়াছে চক্ষের ভাস্করে
রাখিয়াছি বক্ষে তাই ধ'রে।

মৃত্যুভয়ে ভীত মোর মন
মৃত্যু নহে, মূর্ত্তি-নিরঞ্জন।
আমার মৃত্যুর সনে
এই ভয় হয় মনে,—
তোমারি প্রতিমা-বিসর্জ্জন।

তাই মৃত্যু ভয় করি,
নয় মৃত্যু জয় করি,—
করি তা'রে নিত্য আবাহন।

শুক্তি ও মুক্তা

তোমায় যদি ক্ষণেক দেখে থাকি
মুহূর্ত্তেরি চোখের পরিচয়,—
চিত্তপটে চিত্র নিয়ে আঁকি
আমারি লাভ তোমার কিছু নয়।

সঙ্কেতে কি ইঙ্গিতেও কভু
চোখের চাওয়া মুখের মৃদু হাসি,
বলিতে গিয়া টুটিল হিয়া তবু
বলিনি ফুটে, 'তোমারে ভালোবাসি।'

তোমার কিছু হয়নি কোনো ক্ষতি
হয়নি এক লহমা অপচয়,
তোমার আঁখি নেয়নি অনুমতি
আমার আঁখি করিতে মোহময়।

সেদিন হ'তে আমারে পলে পলে
অতুলনীয় অভাবনীয় প্রেম,
অসহনীয় দহন-তুষানলে
দহিয়া হিয়া কষিয়া নিল হেম।

পরাজিতেরি পরম চাটুবাকে
শরম-রাঙা করিনি কোনো দিন
আহুতি দিয়া আমারি আপনাকে
মরণ মাগি স্মরণে অবলীন।

আজিকে যদি একাকী পেয়ে থাকি
তোমারো কিছু নাহিক থাকে ত্বরা,—
তোমার রূপে ডুবাই দুটী আঁখি
ক্ষণেক মোরে ক্ষমহ মনোহরা!

মালিকা মোর কণ্ঠে তুলি লহ
সন্ধ্যামণি বুকের মাঝখানে,—
হে লাজময়ি! না যদি কিছু কহ
আসিব ফিরি' মৌন-অভিমানে।

চলিবে যবে সরণি করি আলা
চরণ হ'তে ছন্দ নিয়ে নিয়ে,—
সে-হারখানি তোমার কানে বালা
আমার বাণী কহিবে বিনাইয়ে।

অনুরণন ঘোষিবে মৃদু মৃদু
কখনো হবে মৌন সুবিধুর,—
কৌতূহলে হেরি শারদ বিধু
শিশুর মত হরষে পরিপূর।

আশা

আমার আঁখি রাখি চরণতলে
শরণ মাগি সরণি-ধূলারাশি,—
অনুসরণ করিব কোনোছলে
আমি কে যেন অচিন্ পরবাসী।
শুধা'বো কভু উদাস আঁখি তুলে—
কোথায় কবে যা'বে সে কোন পথ?
যেখানে গেলে আশার অনুকূলে
মিটা'বে মোর দেখার মনোরথ।
শুক্তিসম মুক্তাফল লাগি
মেলিয়া ধরি' শুভ্র দুটী দলে
চাহিয়া র'ব আয়ত অনুরাগী
স্বর্গ হ'তে স্বাতীর সুধা-জলে।

আশা

আশা আছে, আজো কি আছে আশা?
কাহার আঁখি-তারকা ভাসা-ভাসা
জাগায় প্রাণে সুপ্ত শিশু আশা
সৃষ্টি-ছাড়া দামাল ভালোবাসা!
তাই তো ভাবি, হয়তো আছে আশা।
পাখীর মত চকিত দিঠিখানি
চাহিয়া রয় কেন সে নাহি জানি।
বক্ষ-নীড়ে কেন সে বাঁধে বাসা
চায় কি দিতে, অলক্ষিতে,
অল্প ভালবাসা?
এখনো তবে হয়তো আছে
একটুখানি আশা।

নাহিক আশা, নাহিক নাহি নাহি
কিসের লাগি কাহার পানে চাহি ?
একেলা পথ একাকী অতিবাহি
জীবন-রবি সুখ-স্বপন-নাশা
নাহিক আশা, নাহিক হায় আশা !
জটিল বাঁকা গিরি-নদীর পথে
চলেছি তরী সামালি' কোনোমতে
কোথায় জানি মিশিব পারাবারে
নদীর সাথে সাগর-অভিসারে।
আছে কি আশা ? হতাশা আসে বুঝি,—
দিবসে তা'রে যায়না পাওয়া
সাঁঝে কি পাবো খুঁজি ?
ঐ যে জ্বলে সন্ধ্যাতারা
সে যেন তা'রি আঁখির তারা
আকাশ-পারাবারে—
হায় ! জীবন-তারা অস্তে গেলে
পাবো কি পরপারে ?
তাহারি লাগি বেঁধেছি বুক
রেখেছি ভালবাসা
হয় তো নাই হেথায়, তবু—
সেথায় আছে আশা।

কান্তমণি

আমি অপরূপ লৌহপিণ্ড
তুমি সে অয়স্কান্ত-মণি,—
আঁখি-অগোচরে বেঁধেছো নিগড়ে
বক্ষে টানিয়া লহ অমনি।

দেউলিয়া

আঁখিরে যদি দেখিতে দিলে বিধি,
দিলে না কেন শকতি উড়িবার ?
নয়ন দিয়ে হরণ করি নিধি
আসিতে পথ পাইত ফিরিবার।
নয়ন নয়,—নিরীহ ভীরু পাখী
পুড়িতে পারে, উড়িতে নারে তবু
কাঁপায় পাখা খাঁচায় থাকি-থাকি
উড়িতে চায়, না পারে হায় কভু।
হে সুন্দরি! মুকুতা মুঠি ধরি'
মূল্য নাহি বুঝিতে পারো তা'র
বেণার বনে ছড়াও মরি মরি!
আমারে দিয়ে আঁখির হাহাকার!
দেউল তুলি সুদূর নদীপারে
দণ্ড নিয়া যাবজ্জীবনিয়া,
ধ্যানের ধনে ধেয়ান করিবারে
রূপের ঋণে হ'লেম দেউলিয়া।

প্রেমের গতি

নদী নিম্নপথে চলে বহি তা'র সুগভীর প্রেম
সমুদ্র বক্ষেতে নিয়া বলে : 'প্রিয়া তোমারে পেলেম।'
পঙ্কজ সে পঙ্ক হ'তে উঠি উর্দ্ধে সূর্য্যপানে চায়
সপ্তরশ্মি কর দিয়া আলিঙ্গিয়া সূর্য্য তা'রে পায়।
কা'রো প্রেম নিশাকরে, মেঘে পূর্ণ কা'রো মনোরথ,
প্রশ্ন করি মোর প্রেমে :—'বল দেখি তোর কোন পথ?'

রাজা-রাণী

কতই কথা বলছি সখি !
মাতাল যেন মনের ঝোঁকে।
ফুরায়নাকো যতই বকি
নেশার ঘোরে প্রলাপ ব'কে।

বক্ষ টুটে গুম্‌রে উঠে
কপোত যেন কলধ্বনি,—
চঞ্চুপুটে সে-সুর ফুটে
ঠিক তেমনি ঠিক তেমনি।

সসাগরা বসুন্ধরার
একচ্ছত্রা এ-রাজধানী,—
গর্ব্বে ভরে কণ্ঠ আমার
আমিই রাজা তুমিই রাণী।

উড়িয়ে দিয়ে আঁচলখানি
ছায়ায় তা'রি ব'সবো প্রিয়ে,
ধন্য মানি লো ইন্দ্রাণি !
চক্ষে দেখে বক্ষে নিয়ে।

প্রাণের ধূপ

চন্দন-বনে আগুন লাগিলে
পুড়িয়া সুরভিময়
প্রেমিকের প্রাণ বিরহে পুড়িলে
ধূপের গন্ধ বয়,—
প্রেম নহে অপচয়।

সাবধান-বাণী

গিরিচূড়া হ'তে পড়িও বন্ধু
পড়িও অগাধ জলে
ডুবিও অতল জলধির তলে
যেথায় মুকুতা ফলে।

পশিও গহনে বিহরে যে-বনে
সর্প-শ্বাপদ-কুল
কণ্টকে কীটে করে বিক্ষত
পদে পদে দিক্ ভুল।

চড়িও না কভু পশিও না কভু
চলিতে মনের ভুলে
প্রেম-পর্ব্বতে গহনে কিম্বা
প্রেম-যমুনারি কূলে।

যেখানে পড়িবে হয়তো উঠিবে
বাহু-ও-বুদ্ধি-বলে
প্রেমে পড়িও না, সেথা রণতরী
ডুবে একহাঁটু জলে!

সেথায় ঘূর্ণী ঘুরে অবিরাম
গাহে সাইরেণ-রাণী
আমি ডুবিয়াছি প্রেতাত্মা মোর
কহে সাবধান-বাণী।

নূতন আবিষ্কার

কলম্বসের নব জগতের নূতন আবিষ্কার,
মাটি আর জল, সেই সে ভূতল, পঞ্চ-ভূতের ভার!
আমার নয়ন হ'য়েছে ধন্য
ভূর্ভুবস্বঃ তন্ন তন্ন
করিয়া পেয়েছে সৃষ্টির বুকে শ্রেষ্ঠ রতন-সার,—
যিনি স্বয়ম্ভু কারণার্ণবে মানস-পদ্ম তাঁ'র।
সেই সে-কমলে উঠিল বিধাতা ফুটিল বিধির বাণী
আদি-পুরুষের অনাদি-রসের উদ্ভব সেথা জানি
সে-আদি-রসের নির্ঝরে ভরি'
অধরে আমার তুলিয়াছ ধরি'—
এই মিটে, এই মিটে না পিয়াসা, হে মোর রাজেন্দ্রাণি!
করে ঢল-ঢল সুরভি শীতল পীযূষ-পাত্রখানি।

পূর্ণশশীর পানে

সাগরের মত ঊর্মি-মুখর পূর্ণশশীর পানে
আমার হৃদয়ে অয়ি নিরদয়ে! টেনেছো চোখের টানে—
তোমারি রূপের রাশি
সখি! তোমারি মুখের হাসি
হেরিয়া চিত্ত উঠে গুঞ্জরি তোমারি ছন্দে গানে
জোয়ারের জল হইয়া পাগল ছুটে যা'র সন্ধানে।
মো'র নাহি তট নাহি তীর
হিয়া আছাড়িয়া অস্থির
যেন—বাহু-বন্ধনে-জলতরঙ্গ বাঁধিয়া সৈকতেরে
চুম্বিয়া নিয়া তব পদাঙ্ক আবার খুঁজিয়া ফেরে।

মোর নিঃস্ব নিরীহ মন
চির ভিখারী অকিঞ্চন
যেন অভিমানিনীর কুঞ্জ-দুয়ারে অতি ভয়ে ভয়ে আসি,—
কহে : 'লহ লহ সখি রাখিনু চরণে এই অপরাধী বাঁশী'।

মোর শূন্য হৃদয়ময়
শুধু উঠে তব জয় জয়
শুধু উঠে রিণি-ঝিনি বীণা-ঝঙ্কার নব জাগ্রত প্রাণে
এই পরশ-পিয়াসী মুগ্ধ হৃদয় তোমা-বিনা নাহি জানে।

বিধির ভুল

হায়! বিধাতা তোমার বড় ভুল
কাহারো দিলে দশেক শত আঁখি
কাহারো দিলে হাজার খানি বাহু
কাহার প্রিয়া প্রিয়ার সমতুল?

চক্ষে দিলে পলক-চপলতা
নির্নিমেষে চাহিতে আঁখি নত
অমিয়াভরা শশীরে গ্রাসে রাহু
বিধু-বিরহে বিধুর হই তত!

প্রিয়ারে যবে বক্ষ 'পরে বাঁধি
রজনী গেলে নিমেষ বাসি মনে
চোখের আড়ে নয়নে লাগে আঁধি
অমনি হেরি আঁধার ত্রিভুবনে।

সাধনা করি পরম তপোবলে—
জীবন হ'তে জীবনে হ'ব সাথী
অমরাবতী পড়িবে পদতলে
অমর হ'ব অধর-রসে মাতি।

কবির "বহু স্যাম্"

"ফোটো ফুল"—"ফুটিলাম—
আঁখি মেলে চাহিলাম গোপনে
মধু আর মদিরায় মধুকর ভ্রমরায়
চুম দিয়ে লুটে যায় দু'জনে।"

"ওঠো রবি"—"উঠিলাম—
রাঙা আঁখি মেলিলাম পূরবে
আলু-থালু কেশ-জাল নিশীথের মণিমাল
তারকায় হীন করি গরবে।"

"গাও পাখী"—"গাহিলাম—
ঘুম-ঘোরে ডাকিলাম যেমনি
'বউ কথা কও কও নতমুখে কেন রও'
মুখ তুলে চাহে বধূ অমনি।"

"চল নদী"—"চলিলাম—
তালে তালে ফেলিলাম চরণে
লীলায়িত ঢেউ তুলি,' কাহারে খুঁজিয়া বুলি,
জীবনের তরে ভুলি মরণে।"

"বহ বায়ু"—"বহিলাম—
পরিমল লইলাম লুটিয়া—
লাজে-ভয়ে চিরমূক, টুটিয়া ফুলের বুক—
বিলাইয়া যাই সুখে ছুটিয়া।"

ফোটে ফুল, ওঠে রবি,
গায় পাখী. নদী বয়,
বহে বায়ু, ইশারায় যখনি,—
বিধাতার মত কবি
গড়ি' ভাঙি করি লয়
গ'ড়ে তুলে পুনরায় তখনি।

দোদুল হিন্দোলা

এসেছে বাদল
স্নিগ্ধ শ্যামল
নব-নীলাঞ্জনে
নব-যৌবনা
পথিক-ললনা
নূপুর-শিঞ্জনে।
চলিতে চমকে সংশয় ভয়
শ্রাবণের ধারা ঝর-ঝর বয়
সমীরে সঞ্চরি
শ্রবণে গুঞ্জরি
এনেছে বাদল
তৃণ-শাদ্বল
চরণ-রঞ্জনে
নীপ-নিকুঞ্জে
তিমির-পুঞ্জে
মৃদুল-গুঞ্জনে।

রামধনু রঙ্
পরিয়া বসন
সিক্ত সৌরভে
যূথী-পরিমল
বহে সুকোমল
স্নিগ্ধ গৌরবে
তমাল মালতী নব কিশলয়
কালি-পারা ছায়া কালোতর হয়
তবুও মন জানে
সে-জন কোনখানে

সপ্তপদী

যাহার মালার
মধু-সম্ভার
কমল-কৈরবে
মধু বিতরিল
মেদুর করিল
গন্ধ-বৈভবে।

মালতী-বিতানে
কাকলীর তানে
দোদুল হিন্দোলা
প্রসাধন-রাগে
কেতকী-পরাগে
আলুল-কুন্তলা
পুষ্পিত-শাখা দোলায় চামর
উলসিত আঁখি হয় সে ঝামর
ভুরুর ভঙ্গিমা
অধর-রঙ্গিমা
বাদল-বালার
মালতী-মালার
সুরভি-চঞ্চলা
অলক-লগ্ন
কদম-মগ্ন
ভ্রমরী বিহ্বলা।

জলদ সজল
ঘন-কজ্জল
শ্যামল-পল্লবে
বাদল-মাধবী
ছল-ছল-ছবি
স্মরিয়া বল্লভে

চাহে সে চকিত-হরিণী নয়না
যা'র লাগি তা'র মন উন্মনা
সে চির-বাঞ্ছিতে,
কুসুম-কাঞ্চীতে,
বেড়িল বাঁধিল
বরমালা দিল
মধু-মহোৎসবে,
(দোঁহে) দোলে হিন্দোলে
সুর-হিল্লোলে
ময়ূর-তাণ্ডবে।

মেঘদূত

ডাকো ডাকো মেঘ
আরাব-গভীর
ভবন-শিখীর
ঘন-গম্ভীর
মুখর-কলস্বরে,—
বাজাও বিজয়-বজ্র-বিষাণ
রণ-দুন্দুভি অসি খরশাণ
ঝলকি' নীলাম্বরে।
ডাকো ডাকো মেঘ
পরাণে আমার
গভীর আবেগ
কর সঞ্চার
শিহরিয়া থর থর,—
করি অনুভব
নিবিড় পরশে
তব বৈভব
নব সোমরসে
গর-গর অন্তর।

ঘন-রোমাঞ্চে মঞ্জুল-তনু
পুষ্পধন্বা উদিত অতনু
অসহ পুলকে মুখর চাতক
মেলিয়া কণ্ঠখানি,—
চির-বাঞ্ছিত-অমৃতের আশে
জাগি বিভাবরী চোখে ঘুম আসে
জাগর-ব্যথিত নয়ন-প্রান্তে
রক্তিম রেখা টানি।
ডাকো ডাকো মেঘ করি' উন্মাদ
অন্ধ-আবেগে বক্ষের সাধ
জাগাইয়া তোলো বরিষ প্রসাদ
সলিল-সমর্চনে,—
ডেকে আনো মেঘ জানাও তাহায়
সে যেন শিহরে মোর বেদনায়
পরাও উদাস-নয়নে তাহার
সজল-নীলাঞ্জনে।



ঋতুলক্ষ্মী

ছায়ায় মায়ায় লুকায়ে আমায় সুগোপন ছায়াপথে
ভুবনে ভরিয়া পুলক-প্লাবন ধৌত শ্রাবণ-রথে,—
কী বারতা মোরে কহিবার তরে
নয়ন রাখিলে নয়নের 'পরে
ঝ'রে ঝ'রে পড়ে বাসনার সোনা গ'লে পড়ে পথে পথে
সুনিবিড় নীল বসন শিথিল সম্বরি' কোনো মতে।

বিমরি গুমরি কাঁদে মরি-মরি তব অলকের গন্ধ
তিমিরের তীরে চলি ধীরে ধীরে দুনয়ন আজি অন্ধ,—
শরতের শ্যাম তৃণ দলে দলে
আসন পাতিল তব পদতলে
মাতিয়া উঠিল গগনের নীল নাচিয়া উঠিল ছন্দ
ঝরা শেফালির ভরা দীপালির হাসি মানিল না বন্ধ।

বরষার শেষে আশ্বিনে এসে সবুজ সোনালি ধানে
দিগন্ত দূর করি ভারাতুর কী বারতা বহি' আনে,—
শ্রবণে নয়নে সঙ্গীতে রূপে
পরাণ ভরিয়া এলে চুপে চুপে
বহে ঝর-ঝর রস-নির্ঝর কোনো বাধা নাহি মানে
গাহে ফুলদল আঁখি ছলছল হিম-গদ্গদ-প্রাণে।

হিম-কুহেলির ধূম্র-নিবিড় ঘন-কুন্তল-জালে
স্খলিতাঞ্চলে কনক-কান্তি ফুটিল অন্তরালে,—
চির-পরিচিতে আজ নাহি চিনি
দূর-অতীতের পরিচয় জিনি
নূপুরে অলকে আঁখির পলকে মনের মোহের জালে
আশাবরী ভরি' উঠিল আশায় বেলা-যায়-যায়-কালে।

ফাল্গুনে যবে ফুলবনে বনে বনদেবী গাঁথে মালা
কপোল ধূসর কুসুম-পরাগে আঁখি অনুরাগে ঢালা,—
মস্তক হ'তে পদ-পল্লব
পুলকে শিহরে থর-থর সব
সরে না বচন কাঁপে ক্ষণে ক্ষণ অধর অমিয়া-ঢালা
সজল-কাজল-রস-বিহ্বল-নয়নে বিজলী-মালা।

বরষের শেষে আসিল বরষ নবীন হরষ-ভরা
কত না ফুলের সফল ভারের পুলকে পাগল ধরা,—
আমের মুকুলে মধুকর-কুল
কোকিলের সাথে গাহে বুলবুল
তব অভিসার মাধবী-নিশার সুধায় শিশিরে ভরা
বিদায়ের ক্ষণে নয়নে নয়নে রূপালি হাস্য ঝরা।
এমনি আমারে কত বারে বারে নয়নের আহ্বানে
আসিয়া নিকটে শ্রবণের তটে কতো বিচিত্র গানে,—
কখনো মৌন মুখর অধর
পীবর বক্ষ কভু থর-থর
কখনো নয়ন জলে ভর-ভর জানিনা কী অভিমানে
কী বারতা তব ওগো অভিনব বেদনা জাগায় প্রাণে ?
ওগো মরমের দরদী আমার প্রাণের মানসী প্রিয়া !
কী তোমারে দিব, কি দিয়া তুষিব, খুসিতে ভরিবে হিয়া'
তব নয়নের শুভ দরশন
তব চরণের নূপুর-রণন
তব মেখলার মৃদু কিঙ্কিণী-ঝঙ্কার চয়নিয়া—
মন্থর-তালে মৃদু বৈখরী ফুটিল কণ্ঠ দিয়া।

বিকাশ-ভিখারী

তোমার কমল-করে,
হানো গো হরষ পরাণ-পাত্র ভ'রে।
ফুটিবার আশে পুলক-পাগল কলিকা
কুসুমিত কর অয়ি লীলাময়ি বালিকা !
চির-পিপাসিত আশা কি মিলাবে ম'রে ?
সুধায় শিশিরে মধুর-মদিরা-ঢালা
প্রেম-বরিষার বাদল আজিকে বালা
কর গো সফল বরষি হৃদয়-'পরে।

মেঘে ও রৌদ্রে কুঞ্জ সেজেছে ভালো
স্নান ক'রে যেন এসেছে উষার আলো
রূপের বন্যা ঝরে লাবণ্যে তা'র,—
মুকুলে ও ফুলে তৃষ্ণা উঠেছে জাগি
আঁখি মেলিবার তরে তাই অনুরাগী
কোন অনঙ্গ-শিশু কাঁদে অনিবার।
কাঁচা ঘুম হ'তে সদ্য জাগিল জানি
বক্ষের দ্বারে হানে সে কোমল পাণি
বাহিরিতে চায় দামাল দস্ত-ভরে,—
আধেক কামনা আধফোটা কত আশা
কত অনুনয়-বিনয়-মিনতি-ভাষা
বেদনায় হায়! অশ্রু ঝরিয়া পড়ে।
কণ্ঠে তোমার দোলাও মালতী-মালা
ভোলাও কুসুমে কীট-কণ্টক-জ্বালা
মিটাও পিপাসা ফুল-কলিকার
ফুটে উঠিবার তরে।

বিকাশ

ছিল সে ভূমিগত ক্ষুদ্র বীজাকার
বরষা বরষিল শীতল বারিধার ;
শরত হিমঋতু আসিয়া গেল চলি
শিশিরে শশি-করে রৌদ্রে ঝলমলি।
উপজি অঙ্কুর হইল লতিকাটি
কুসুম থরে থরে ফুটিল পরিপাটি,—
আসিল মধুমাস মলয় সুচতুর
ছুটিল কুসুমের সুরভি সুমধুর।

বহিয়া ফুলরেণু আসিল মধুকর
ফুলের বুকে আজি বাজিল ফুলশর,—
লইল মধু টুকু পরাগ-বিনিময়ে
ধরিল রেণুকণা কুসুম ভয়ে ভয়ে।
দু-এক-দিন গেল মরি কি সুকুমার
ফুলের কোলে কে গো দিল এ ফলভার।

খোকা-বীজের প্রতি খুকী-বীজ

(Nesbit এর 'Baby Seed Song' অবলম্বনে)

ধূসর বরণ ভাই রে! আমার ধূসর বরণ ভাই—
আছিস্ জেগে পাতালপুরে, কিম্বা জেগে নাই?
আঁধার মাটির তলায় শুয়ে ভিজে মাটির গন্ধে—
ওরে, তোরি মিঠে গন্ধ যেন পাই।
ঠিক বুঝেছি কাছেই আছিস্ নইলে কি আনন্দে
অন্ধকারেও পুলক লাগে গা'য়?
ওরে আয়—বোধ হয় যেন প্রভাত হ'ল পাখীর কলচ্ছন্দে
গানের লহর, গগন যেন ছায়—
সত্যি যদি কাছেই থাকিস্ আয় না স'রে আয়,—আরো
একটু কাছে আয়।
চোখ মেলে চাও, চোখ তুলে আজ, আকাশ-পানে নয়ন তোল
মখ্‌মলে আর কিংখাবে সাজ ধূলায় ধূসর খুকড়ি খোল।
সবুজ হ'য়ে, শ্যামল হ'য়ে, আয় উভয়ে উধাও হই,—
মাটির মায়ের কোলের ভিতর চোখবুজে আর ক'দিন রই?
নীল আকাশের স্বপ্ন দেখে, সূর্য্য-কিরণ অঙ্গে মেখে,—
শিশির-কণার প্রসাধনায় কইরে নয়ন মেল্‌লি কই?

ধূসর বরণ ভাইরে আমার কোন্ ফুলেরি স্বপ্ন তুই
অঙ্কুরিয়ে উঠবি যখন হ'য়তো হ'বি আকাশ-ছুঁই।
কী বল্লি ? তুই কৃষ্ণচূড়া, বৃন্দাবনের স্বপ্নে ভোর ?
হায় রে! আমি অপ্রাজিতা ঘাসেই ঝরে আঁখির লোর।
ফুল্ল হ'য়ে উঠ্বি ফুলে বাদলা হাওয়া বইলে সুখে
চিনতে মোরে পারবিনে তো লুটিয়ে র'ব মাটির বুকে।
তখন তোমার খবর নিতে প্রজাপতির শরণ নেবো
হাল্কা রঙীন পাখায় বেঁধে হাজার চুমা পাঠিয়ে দেবো।

দুর্গেশ-নন্দিনী

নিশীথের পূর্ণতার
ঘন কালো অন্ধকার-তলে
অঙ্গে অঙ্গে আলিঙ্গন-ছলে—
আরক্ত বাসনাখানি
লিপ্ত করি দিনু রাণি!
প্রতি-অঙ্গে মুগ্ধ কৌতূহলে—
লীলাময়ি! লো রহস্যময়ি!
নাহি জানি নাহি চিনি
প্রতিরাত্রি প্রতিদিন-ই
পরাজিত হই মন্ত্রবলে!

ক্ষীণ-রশ্মি তারকার
সীমাহীন পারাবার
দোলা লাগে দূর নীলাকাশে,—
তৃষাতুর, ব্যথাতুর,
যেন অশ্রু-ভারাতুর
পথ-চাওয়া দৃষ্টি পরকাশে।
তাহার মর্মের কথা
অন্তরের যত ব্যথা—
তোমারে কি কভু কিছু ভাষে?'

কভু একা নিরজনে
পরিবৃত পরিজনে
নানা-কাজে নিমজ্জিত কভু,
শতগ্রন্থি শতপাকে
যেন মোরে বেঁধে রাখে—
তোমা সনে মনে মনে তবু।
দিন হ'লে নিতান্ত নিঃশেষ,
যে মহান্ সন্ধিক্ষণে
সুবর্ণ সিন্দূর সমাবেশ —
ধূসর পশ্চিমাকাশে
ভস্ম তা'র উড়ে আসে
নির্ব্বাপিত শেষরশ্মি-লেশ।
নিরালোক নীলাকাশে—
ফুটে ওঠো তুমি সন্ধ্যাতারা
শর্ব্বরীর সব আশা
যেন বাঁধিয়াছে বাসা
তোমাতেই বিহঙ্গের পারা—
নষ্টনীড় বাতাহত তুমি ছাড়া সব-কিছু-হারা।
অসীমের সীমারেখা নাই
চিত্তে রচি চতুঃসীমা তাই—
প্রাচীর পরিখা দিয়া
বিশেষণে বিভূষিয়া
গড়ে মন গড়-মন্দারণে,—
দুর্গেশ-নন্দিনী মোর
রাণী নহে, যেন চোর
প্রেম মোর প্রহরী তোরণে।

খোদা-ই-খিদ্‌মৎগার

ধর্ম্ম যদি ধ'রে রাখে
ধর্ম্ম যদি ধ'রে থাকে
সর্ব্বসহা ধরণীর মত,
সেই ধর্ম্ম ধরে ধরা
চরাচরে রক্ষা-করা
সত্য প্রেম সাধনায় রত।
ধর্ম্ম মানে নাহি বুঝি
এই বুঝি সোজাসুজি
সেই ধর্ম্ম গণ্ডী আর গ্লানি,—
যা'র লাগি দেশে দেশে
এ উহারে হেসে হেসে
বক্ষে হানে তীক্ষ্ণ ছুরিখানি।
যা'র গৃহে অন্ন আছে
নিরন্ন যে রহিয়াছে
তা'র দাবী তাহে তা'র মত,—
আহারের তৃপ্তি তা'র
তা'রে দিবে উপহার
কাচ-মূল্যে মণি মরকত।
গৃহে গৃহে ধর্ম্মভূমি
মোর গৃহে আসি' তুমি
প্রীতির সুর্‌মা দিলে চক্ষে,—
সেই সে চোখের জল
মানবের দাবানল
গৃহে গৃহে নিভাইবে বক্ষে।

পৃথিবীর ধর্ম্মশালা
পান্থ তুমি আমি বালা
পাথেয় কি কা'রো আছে কিছু ?
খোদা-ই-খিদ্‌মৎ-গারি
তুমি আমি দুজনারি
সেই প্রেমে মাথা হোক নীচু ।

"ঘুম যাও ঘুম যাও প্রিয়া"

আমার মর্ম্মের নীড়ে
তোমার সর্ব্বাঙ্গ ঘিরে
জেগে র'বে মোর মুগ্ধ হিয়া ।
মোর ঘুম দিয়া তোরে
বাঁধিব স্বপ্নের ডোরে
আঁখিপদ্মে শিশির সিঞ্চিয়া,
ঘুম যাও ঘুম যাও প্রিয়া ।

আসে যদি সমীরণ
জাগাইয়া শিহরণ
যৌবনের জলধি মথিয়া,—
সে-পুলক নিও নিও
শিহরণে সায় দিও
তন্দ্রালস আঁখি নিমীলিয়া
ঘুম যাও ঘুম যাও প্রিয়া ।

ঘন ঘোর কুয়াসায়
মুখশশী ঢেকে যায়
কালো এলোকেশ ঢাকা দিয়া,—
কুসুমের মুকুলের
আধফোটা কলিদের
লাবণ্যের হিল্লোল তুলিয়া
ঘুম যাও ঘুম যাও প্রিয়া ।

তার পরে পাশ ফিরে
ওই তনু-লতাটীরে
এই বুক্ষে দিও জড়াইয়া,
ওই বক্ষে কান পাতি
যাপিব সারাটী রাতি
মরমে মরম মিশাইয়া।
ফুটিলে ভোরের আলো
জাগাইব সেই ভালো
ভোরের স্বপন-ভরা হিয়া,—
ঘুম যাও ঘুম যাও প্রিয়া।

প্রিয়া

আমার ইচ্ছাময়ী প্রিয়া—
ইচ্ছা করে বাহুর ডোরে বন্দী করি গিয়া।
কল্পনা তা'র আল্পনা দেয়—পদ্ম-পদতলে
কল্পলতা প্রিয়া আমার পা রাখিবে ব'লে—
রাজীব-রাঙা নয়ন দুটী
পূর্ব্বরাগে আধেক ফুটি
অলস ভরে মদালসার বাঁকা ভুরুর তলে—
তা'রে—ঈর্ষা করে কমল-কলি দীঘির কালো জলে।
নবোদ্গত পল্লবে তা'র শরম-রাঙা পুষ্পে হাসি-ঝরা
তা'র গতির ভঙ্গী চঞ্চলতায় ভরা—
হায় মন্থরতায় পূর্ণ তাহার প্রাণ
কোমল নহে, কঠিন নহে, রহস্যময় হিয়া
ভিক্ষা করি তা'রি হাতের দান,—
দক্ষিণা তা'র প্রণয়-ভরা প্রাণ।

ইচ্ছাময়ী প্রিয়া—
চতুর্মুখের সৃষ্টি-সুখের প্রথম ইচ্ছা নিয়া—
ইচ্ছা-সাগর মন্থনিয়া উঠলো আমার প্রিয়া!
সুধার ভাণ্ড করে তাহার—অধর-ভরা হাসি
অঙ্গে অঙ্গে তরঙ্গিত লাবণ্যেরি রাশি,—
আমার কাল্পনিকী প্রিয়া—
তোমায় নিয়ে ক'রব রাণী কল্পলোকে গিয়া।

বাস্তবিকী প্রিয়া—
অধরা মোর ধরায় এলো ধরার ধর্ম নিয়া।
স্বপ্ন আমার সত্য হ'ল সফল হ'ল রাতি—
জ্বালিয়ে দিলাম আরাত্রিকে আঁখির দুটী বাতি।
তাহার হাস্যে ঝরে প্রেম
তাই কুড়াতে এলেম,—
তা'র মুখের কথা গান
অশ্রুজলে গলে তাহার কৃপা-কোমল প্রাণ।
স্বচ্ছ তাহার মুখের শোভা নম্র কথাগুলি
স্নিগ্ধ দিঠি কণ্ঠ মিঠি গৃহেরি বুলবুলি।
আগ্রহে তাই বাড়াই বাহু
বুভুক্ষিত আঁখির রাহু
ঈক্ষণেতে আকাঙ্ক্ষিতে গ্রাস করিয়া নিয়া—
কক্ষে রাখি বক্ষে রাখি চক্ষু নিয়োগিয়া—
যদি হারায় আমার প্রিয়া।
আকাঙ্ক্ষা সে উচ্চ বড় পর্ব্বতেরি চূড়া
সেথায় গিয়ে পৌছাইতে বয়স হ'বে বুড়া।

উঠে তাহার শেষ-সোপানে
চাইতে গেলে নিম্নপানে
ঘূর্ণি রোগে ঘুরবে মাথা
প'ড়লে হ'ব গুঁড়া,—
তাহার চেয়ে সর্‌জমিনে
ঘরের কোণে রাত্রি-দিনে
ধন্য মানি কুঁড়ে ঘরের সন্তোষে খুদ-কুঁড়া।

•

বাস্তবিকী প্রিয়া,
পর্ণকুঁড়ের স্বর্গপরী দাঁড়ের বাঁধা টিয়া,—
আমার—মনের মত প্রিয়া।
দৃষ্টি দিতে সময় না পাই
ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরাই
ভর্ত্তা আমি ভরাই গৃহ আবর্জ্জনা দিয়া—
ধৌত করেন, পূত করেন, মুক্ত করেন গৃহিণী, তাঁ'র
হাত দু'খানি দিয়া।
রন্ধনেরি যজ্ঞ-শালায়—
যজ্ঞ করেন দিন দু'বেলায়
তৃষ্ণা-ক্ষুধার পূর্ণাহুতি দেন সে-হোমানলে,—
শিশু বৃদ্ধে ব্যাধিগ্রস্তে
লালন করেন আস্তে ব্যস্তে
পালন করেন গৃহে আমার নিত্য কুতূহলে।
ভৃত্য আমার, মিত্র আমার, অমাত্য-রূপ নিয়া
অন্তঃপুরে পুরন্ধ্রী মোর হিয়ার মাঝে হিয়া—
প্রাণের প্রাণ সে প্রিয়া আমার মূর্ত্তিমতী প্রিয়া।

———

মধু বাতা ঋতায়তে

সমুখে যতই যাই,
　　　　　　　পিছন ফিরিয়া চাই—
দূর-অতীতের হারানো দিনের
　　　　　　　সন্ধান কোথা পাই ?
বসন্ত গত তপ্ত বাতাসে
নিঃশ্বাস ফেলি চাহি চারিপাশে
তরুণ তরুণী মুখ টিপে হাসে
　　　　করুণা কোথাও নাই,—
জরা-যৌবন-সন্ধি-প্রদোষে
বন্ধুরা রাগে, বান্ধবী রোষে
মুখর মৌন আর কখনো সে
　　　　ঠিক যাহা নাহি চাই।
　　　　　　যাহা নাই শুধু তাই সবে চায়—
　　　　　　'নাই'-যদি বলি নাহি শোনে হায় !
　　　　　　সহানুভূতি বা সমবেদনায়
　　　　　　　　নাহি করে আহা উহু !
　　　　　　আমি বলি—'ভাই মিছে মোরে ধর
　　　　　　আগে পিছে ভেবে গৌণ না-কর
　　　　　　পরস্পরের পরম পরশ—
　　　　　　　　ভুঞ্জ মুহুর্মুহু !'
আমি নিয়ে যাই আর ফিরে আনি
বাঁধি করপুটে অঞ্জলিখানি
নর-নারীদের নয়নোৎপল
　　　　পরাগ সুরভি হাসি,—
ফুল নাহি তুলি, মালা নাহি গাঁথি—
নাহি কেহ সখা, নাহি কেহ সাথী,
যেই শুধু হানে বারেক নয়ন
　　　　তাহারেই ভালোবাসি।

পুষ্প-ধনুর নব নাগপাশে
লীলায়িত আঁখি অতনু-বিলাসে
সেই নয়নারবিন্দ-মধুর
বিন্দু-ভিখারী কবি,—
তৃষিত-তৃপ্ত-মিশ্রিত-মিঠি
হেরি' লভিলাম নির্ম্মল দিঠি
মধু বাতার্ত্ত মধুর সিন্ধু
মধুময় হ'ল সবি।

কাব্যলক্ষ্মী

হাসি-হাসি-মুখে আসি গোধূলি-বেলায়
ছুঁয়ে চ'লে গেল মোরে চপলার প্রায়
কিশোরী আনন্দলক্ষ্মী।
ভাবিবার আগে
বিজলী-উজ্জ্বল আলো চক্ষে ধাঁধা লাগে
তখন কোথায় বালা খুঁজে পাওয়া ভার
উপরে জলদ-মন্দ্র ঘেরে অন্ধকার
ঘোষে সন্ধ্যা-আগমনী কুলায়ের পাখী
পাটল-পশ্চিমাকাশ-প্রান্তে চেয়ে থাকি
শেষরশ্মি-লেখা পানে।
প্রশ্ন মনে জাগে
কে তুমি রহস্যময়ি! কোন অনুরাগে
আপনি উদয় হ'য়ে জ্বলদর্চ্চি-রূপে
মুহূর্ত্তে উদ্‌ভ্রান্ত করি পুনঃ চুপে চুপে
পলালে তস্কর-সম?
লো লাবণ্যময়ি!
পরাজয়ে সুপ্রসন্ন সুকৃতার্থ হই'—
হৃদয়-দলন-পদে মুগ্ধ এ হৃদয়
একান্ত অনন্য-চিত্ত হইয়া তন্ময়

অর্পিল সে আপনারে। মুগ্ধ অনুরাগে
তোমার রূপের আভা চক্ষে যবে লাগে
ততক্ষণে তুমি সাত-সমুদ্রের পারে
না জানি কাহারে ধন্য কর,—অভাগারে
তিমির হইতে তুলি গভীর তিমিরে
একান্তে নিক্ষেপ করি।

কভু আসো ধীরে
লাজ-নম্র বধূ-রূপে চুপে চুপে ভয়ে,—
(অথবা ভয়ের ভানে সুনিশ্চিত জয়ে
লীলাভিনয়ের মত)—বক্ষে দুরু-দুরু
চক্ষে লুক্কায়িত দিঠি, যুগ্ম দুটী ভুরু
শিখে নাই বিশিখ-সন্ধান ;—

অয়ি প্রিয়ে!
তবু তব পুষ্পধনুখানি বাঁকাইয়ে
টানিয়া হানিলে পঞ্চ-বাণ লক্ষ্য করি'
মৃগব্যের মর্মদেশে,—অবধ্যের 'পরি!

দৃশ্যান্তরে হেরি তুমি একান্ত অবলা
কাননে হরিণী-সম অতি উত্তরলা—
বিহ্বলা বাঁশীর গানে—প্রাণ নাহি জানে
কোথায় কে তুলে তান রহি' কোনখানে।

সে গান আমারি গান,—বাজে মোর বাঁশী
ব্যাধের বাঁশরী নয়—বর্ষি স্তুতি-রাশি
তোমারি,—তোমার কানে। তুমি নাহি জানো:
সে-সঙ্গীত-স্বরে মুগ্ধ আপনারে মানো।

তুমি যেন পিপাসিত আমি যেন জল
দূর হ'তে ইশারায় করিয়া চঞ্চল
মিলাই মরীচী সম,—ভুলায়ে তোমায়
কেন-না ভুলিয়া গে'ছো তুমি যে আমায়
ভুলাইয়া লীলাময়ি!

ওলো বিজয়িনি !
মোর জয়ে নিক্কণিত তোমারি কিঙ্কিণী
লাবণ্যে হিল্লোল তুলি মৃদু মন্দ হাসি
নন্দনের পারিজাত মকরন্দ রাশি
ঝরাও পরাগ-রেণু অনুরাগে রাঙা
হরিয়া নিখিল মন ;—সর্ব্ব-গর্ব্ব-ভাঙা
দাড়িম্ব-বিদার-রক্ত চরণের তলে
উদ্বেল হৃদয়-রক্ত আপনি উথলে
উত্তপ্ত দুগ্ধের মত   সফেন সম্ভার
লিখে আলিম্পন লেখা চরণে তোমার
অলক্ত-নির্য্যাস সম বক্ষ নিঙাড়িয়া
কৃতার্থ-গৌরবে।
শুধু ছন্দ সুর দিয়া
শুধু প্রীতি শুধু গীতি গন্ধ উপহার
নাহি কাঞ্চনের মালা মাণিক্যের হার
না জানি কেমনে তোরে পাইলাম প্রিয়া
যোগ্য উপচার অর্ঘ্য কিছু না অর্পিয়া
মুহূর্ত্তেরো অর্দ্ধ তা'রো অর্দ্ধ-কাল তরে
কোন পুণ্যে তপস্যায় অধমের পরে
এই অনুকম্পা তব ?
মনে হয় তাই,
এ-কৃপা বিধির কৃপা,—অন্য হেতু নাই।
অনাদি আদিম বৃদ্ধ পিতামহ কবি
রচে বিশ্বে তাই বিশ্বে কাব্যময় সবি !
কবিরে সে করে কৃপা তাই,—কৃপাময়ি !
আমারে কৃতার্থ করি' হ'লে আমাময়ী
তাই পুনঃ আবির্ভাব এই অবেলায়
যবে অস্তে চলে সূর্য্য বেলা যায়-যায়।

ভুলি নাই

ভুলে গেছি বুঝি ভেবেছো হায় !
এই দু'দিনের নীরবতায়
পাথরের দাগ মোছা কি যায়
এ নহে জলের রেখা—
জ্বলেছি পুড়েছি হয়েছি কালো
রূপ নহে হোমশিখার আলো
হৃদয়-কুণ্ডে বহ্নি জ্বালো—
ললাটে ভস্ম-লেখা।

নিবেদন করি নিখাদ প্রেম
নাহি ছলা-কলা নিকষ হেম
পুড়িয়া হ'য়েছে নিখুঁৎ খাঁটি
নাহি মলিনতা নাহিক মাটি !
হিসাব করিয়া ক্ষতি ও লাভে
কুশীদ কষিয়া কি ফল পা'বে ?
আসল ডুবায়ে বসিয়া আছি
হীরায় জীরায় ভেদ না বাছি !

ভুলে গেছি বুঝি ভেবেছো হায় !
ভুলি নাই প্রিয়া ভোলা কি যায় ?

প্রেমের অর্থবাদ

প্রেম অভিধানে মানেটা সোজা
'ভালবাসা'—তবু যায় না বোঝা।
শিশু কৈশোরে যে ভালোবাসি
হাসি-মুখ দেখে সকলে হাসি।
শিশু-ভালবাসা চলিতে টলে
হাসি খলখলি কি যেন বলে।
নয়নে অধরে কপোলে চুমো
রে নশ্বর শিশু ! ঘুমোরে ঘুমো।

অবোধ সরল ও দুটী আঁখি
আঁচলে ঢাকিয়া আড়ালে রাখি।
শ্যামল বিটপী সরল মতি
লতায় জড়ালে জটিল অতি।

ভাদরের নদী দুকূল-ভরা
ঘূর্ণী ফেনিল ভয়ঙ্করা।
দুকূল ত্যজিয়া অকূল পানে
তখন প্রেমের পৃথক মানে।

হিমের রজনী শিশির-ঝরা
অনতি-শীতল বসুন্ধরা।
বাহিরে শীতল ভিতরে জাগে
আগ্নেয়গিরি অতনুরাগে।

সে-জ্বালা জুড়াতে দখিনা বহে
তাহাতে আগুন দ্বিগুণ দহে।
নিদাঘ ফিরিয়া আসিল যদি
শুকালো নির্ঝর শুকালো নদী।

হৃদয়ে তুফান উথলে তবু
কণিকাটীও না শুকায় কভু।
প্রতিটী পাতায় পরশ-তৃষা
প্রেমের লতিকা নহে তো কৃশা!

উষ্ণ অমৃতে অধর দহে
ত্যজন না যায় ব্যাজ না সহে।
'চোখ গেল' পাখী ডাকিয়া বলে
চোখ গেল বুঝি চোখেরি জলে।

আঁখি অনিমিখ শ্রবণে ক্ষুধা
না মিটায় বধূ না মিলে সুধা।
জাগর-নয়নে জ্বালিয়া বাতি
নিমেষ গণিয়া পোহায় রাতি।

ভোরের তারকা উঠিলে ফুটি
চেতনা মিলায় শয়নে জুটি।
প্রেম-সাধনার সমাধি তবে
স্বপনে মিলন হয়তো হ'বে!

এমনি করিয়া বরষ ঘুরে
গন্ধে বরণে ছন্দে সুরে।
প্রতিটী ঋতুতে পৃথক মানে
প্রেমিক রসিক জনেরা জানে।

মিলনে তিতিয়া, বিরহে পুড়ি,—
প্রেমিক র'য়েছে পৃথিবী জুড়ি।
শুনিয়াছি আমি বুঝিনি মানে
বিদগ্ধ জনে ক'য়েছে কানে।

বুঝা'বো কেমনে বুঝিতে নারি
ক্ষমা কর মোরে হে নরনারি!

সবার উপরে নারী

সৃষ্টিকর্ত্তা কহিলেন ডাকি 'হউক আলো'—
হইল আলো
তাহার সঙ্গে, আসিল রঙ্গে, তাহারি ছায়া
রচিয়া মায়া।
সৃষ্টি-কাতর শ্রান্ত বিধাতা প্রথম সৃষ্টি দিন
ঘুমান চেতনাহীন।
দ্বিতীয় দিনের সৃষ্টি-বারতা সহজ সরল কথা
দিক্ দেশ সীমা যথা
গেল হারাইয়া সেইখানে গিয়া
সকলের পিঠে শূন্য আঁকিয়া
বামের অঙ্ক একমেবৈক দ্বৈতহীন
শূন্যে লীন।
অসীম আকাশ হইল প্রকাশ নীলাম্বরে
সৃষ্টি-পরিশ্রান্ত বিধাতা ঘুমান তাহার পরে।

তৃতীয় দিবসে সসাগরা মাটি,
এই ধরিত্রী মৃন্ময়ী 'মা'-টী
নীরদ-বরণ শ্যামল স্নিগ্ধ দেশ
তার পরে দিন শেষ,
চতুরাননের ক্লান্ত-নয়নে নিভিল চেতনা-লেশ ?

তা'র পরে এল চতুর্থদিন
সূর্য্য, চন্দ্র, সংখ্যাবিহীন
উঠিল ফুটিয়া তারা—
ক্লান্ত বিধাতা ঘুমান করিয়া জড়ের সৃষ্টি সারা।

ভূগোল খগোল ছায়াপথ-সেতু
স্বর্গে মর্ত্ত্যে তুলি' জয়কেতু
বিশ্বকর্ম্মা সৃজিল বিশ্ব তখনো জীবন-হারা
নির্জীব-পারা, সে যেন সাহারা, ঝরেনি প্রাণের ধারা।

প্রভাত হইল পঞ্চম দিন
উড়িল খেচর সাঁতারিল মীন
চাতক উড়িল মেঘে
শশীরে চাহিয়া তৃষিত চকোর উড়িল অন্ধবেগে।

পঞ্চম দিন গত
বৃদ্ধ বিধি ও বিধি-নিয়মিত বিঘোর নিদ্রারত।

ষষ্ঠ দিনের বেলা
যত সরীসৃপ জন্তু ও জীব খেলে শৈশব-খেলা।

আলোক-আহত বিহ্বল নয়ন
আদিম আদম করে ক্রন্দন
স্রষ্টৃ-প্রতীক, প্রাণে দিয়া ধিক্, গাহে প্রার্থনা-বাণী—
"আমারে করিলে সৃষ্টির রাজা কোথা সৃষ্টির রাণী ?
পরম-শিল্প-কলা-গৌরবে
বিধাতা, রমণীরূপ-বৈভবে
সৃজে সপ্তম দিনে
সে-রূপে মুগ্ধ মানব সে আর স্রষ্টারে নাহি চিনে।

আপন পিতারে ভুলে বিধাতারে সেই কাল হ'তে শুনি
বিধাতার চোখে নাহি আর ঘুম
এই ধরাধামে চলে মহাধুম বাচাল হইল মুনি
তপস্বী জ্ঞানী গুণী।

মরীচিকাময়ী নারী!
শীতল নিতল গভীর পঙ্কে
পঙ্কজ ফুটে তোমার অঙ্কে
বিধির লেখনী মুখ লুকাইল অঙ্ক কাটিতে নারি,
মানব-বক্ষ পঞ্জরলতা প্রহেলিকাময়ী নারী।
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহারো উপরে নারী,
সবার উপরে মানুষ তাহারো উপরে আসন তা'রি।

মশালচী

আজানা দেশের অচেনা মানব সুদূর প্রবাসে বাঁধিল বাসা
সন্ধান যা'র শুধা'লে মেলেনা পরিচয় দিতে নাহিক ভাষা,
চলে মুসাফির অলক্ষ্য-পথে আকাশ-বিহারী পাখীর মত
উদয়-অস্ত নাই যেই দেশে সম্বিৎ যেথা সমাধি-গত।

মরা-গোলাপের মলিন হাসিটী ঝরা-শেফালির দীর্ঘশ্বাসে
মরুর বাতাসে শুষ্ক তরুর পাতা পুষ্পের সুরভি বাসে,
বোঁটার বাঁধন কাটিয়া মায়ের পড়া-ফলটীর সন্নিধানে
মৃত্যুপথের পথিক আমরা চলেছি দেহের দ্বিপদ-যানে।

অরুণ-আলোকে যাত্রা করিয়া স্তিমিত প্রদোষে চেতনা গত
উন্নত-শির ঐ বিটপীর ধূলায় লুটায় বাত্যাহত,
এমনি মানব ভঙ্গুর-তনু কদলী-তরুর তুলনা প্রাণ
শবদেহ দিয়ে মঙ্গলঘট সাজাবার লাগি করে সে দান।

দগ্ধ ধূপের স্নিগ্ধ সুরভি করি পরিবেশ চারিটী পাশ
পশ্চাদ্‌গামী পথিকের লাগি আলোকরশ্মি করি' প্রকাশ,—
মশাল ধরিয়া চলেছে মানব, পুড়ে খাঁটি মন সোনার মত,
দেহই তাহার সমাধি-ভবন, বিদেহ-আত্মা মুক্ত স্বতঃ।